

শ্রদ্ধা পত্র

শ্রীগণপতি বিদ্যারত্ন

সম্পাদিত

R.M. CL. LIBRARY	
Acc No.	
Class No.	
Date	
St. Code	
Class	
Call	
Bk. Code	
Ch. No.	

শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু কর্তৃক

১০২।এ, বেলেঘাটা মেন রোড হইতে প্রকাশিত।

১০১।এ বহুবাক্য ট্রাট, চেম্বার্স হইতে

আর, কে, রাণা কর্তৃক মুদ্রিত।

বেলেঘাটা—কলিকাতা

বক্যাকা: ১৩৩২; শব্দাকা: ১৮৪৭; খুঁটাকা: ১২২৫।

বিজ্ঞাপন

বহু চেষ্ঠায় বহু পরিশ্রমে এই শ্রোতৃপদ্ধতি আজ হিন্দু সমাজের হস্তে অর্পণ করিতে সক্ষম হইলাম। বাজারে অনেক মুদ্রিত শ্রোতৃপদ্ধতি থাকিলেও এখানির আবশ্যক রহিয়াছে। কি মুদ্রিত কি হস্ত লিখিত যে সকল শ্রোতৃপদ্ধতি পাওয়া যায় তাহার একখানিও বিশুদ্ধ নয়। মন্ত্রের অবিশুদ্ধি ক্রমের বিপর্যয় প্রত্যেকটিতেই রহিয়াছে। এমন কি স্থানে স্থানে সামবেদী-কার্য ও যজুর্বেদী-কার্য মিশিয়া গিয়াছে। এই সকল দেখিয়া আকর ও বেদ মিলাইয়া মন্ত্রাদির সংশোধন করিয়া এই পুস্তক ছাপা হইল। আর সাধারণের সুবিধার জন্য চূর্ণকগুলি সংস্কৃত স্থলে বাঙ্গালা ভাষায় দেওয়া হইল; ইহাতে যিনি কেবল পড়িতে পারেন তিনিও এই পুস্তক দেখিয়া বিশুদ্ধভাবে ক্রিয়াকাণ্ড সম্পন্ন করিতে পারিবেন। আর যজুর্বেদী কার্যের সহিত সামবেদী কার্যের যে যে স্থানে প্রভেদ আছে তাহা আলাহিদা করিয়া দেখান হইয়াছে; সুতরাং এই পুস্তকে সামবেদী ও যজুর্বেদী এই উভয় বেদীদিগের কার্য উত্তমরূপে চলিবে।

এই পুস্তক-সংস্কারকার্য ষাঁহার সহিত করিতেছিলাম, যিনি ইহার একরূপ ভিত্তিস্বরূপ ছিলেন, সেই বেদভ্ত স্মৃতিশাস্ত্রে স্ননিপুণ ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, নানা শাস্ত্রে বিশারদ, পণ্ডিতাগ্রগণ্য, আশুতোষ তর্কভীর্ণ মহাশয় অকালে অমরধামে চলিয়া যাওয়ায় আমার ও দেশের যেকি ক্ষতি হইয়াছে তাহা বলিয়া বা লিখিয়া প্রকাশ করা অসম্ভব। তিনি জীবিত থাকিলে হিন্দুশাস্ত্রের অনেক রহস্য উদ্ঘাটিত হইত, হিন্দুশাস্ত্রের মধ্যে প্রবিষ্ট অনেক আবর্জনা পরিষ্কার হইত। দুর্ভাগ্য আমাদের দুর্ভাগ্য দেশের এমন উদারচেতা লোভহীন নিষ্ঠাবান প্রকৃত ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলেন। তাঁহার সাধের এই শ্রোতৃপদ্ধতি মুদ্রিত অবস্থায় তিনি দেখিতে পাইলেন না, ইহাই আমার আরও দুঃখের কারণ। ইহার অর্ধেক যখন মুদ্রিত হইয়াছে তখন তিনি স্বর্গারোহণ করেন। তিনি ইহার পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা হইতে প্রফ দেখা পর্য্যন্ত সমস্ত কার্যই করিয়াছেন। যদি কিছু ক্রটি এ পুস্তকে থাকে তাহা তাঁহার অভাবেই হইয়াছে জানিতে হইবে।

এই সংস্করণ প্রকাশ করিতে বহু হস্তলিখিত পদ্ধতি, মুদ্রিত পদ্ধতি, ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, সামমন্ত্র ব্রাহ্মণ, আখ্যায়ন গৃহ, ব্রাহ্মণ সর্বস্ব, কশ্যাপদেশিনী, স্মৃতিসংহিতা-গুলি, মদনপারিজাত, রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব, মহাত্মারত এবং মৎস্য অগ্নি ব্রাহ্ম বিষ্ণু প্রভৃতি পুরাণ গুলির সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

যথাসাধ্য চেষ্ঠায় বিশুদ্ধ করিয়া এই পুস্তক মুদ্রণ করিবার চেষ্ঠা করিয়াছি। ইহা দেশের কল্যাণে আসিবে এই ইচ্ছায় ইহা মুদ্রিত হইল। ভগবৎ কৃপায় ইচ্ছা কলবতী হউক।

৬৯নং বেলবাটা মেন রোড,
কলিকাতা, তারিখ ১৩৩২ সাল।

শ্রীগণপতি সরকার।

বৈদিক-মন্ত্র-সূচি

অকরদীমবন্ত (বা ৩৫১)	...	পৃষ্ঠা ৩১	দুতে দৃথহ মা মিজন্ত (বা ৩৬১৮)	...	পৃষ্ঠা ২১
অথ আরাহি (সা ১১১১১)	...	২০	দেবো বো জ্বিগোনা (সা ১১৩১)	...	১
অথয়ে কবাবাহিনায় (বা ২১২৯)	...	৮	দো শান্তিঃ অন্তরিক্ত (বা ৩৬১৭)	...	২১
অগ্নিমীলে (ঋ ১১১১)	...	২০	নমন্তে অন্ত (বা ৩৬২১)	...	২১
অত্র পিতরঃ মাদয়ধ্বম্ (বা ২১৩১)	...	১২	নমন্তে হরসে (বা ৩৬২০)	...	২১
অন্থ যো ন	...	২১	নমো বো পিতরঃ (২১৩২)	...	১২
অপ নঃ শৌণ্ডচম্বম্ (বা ৩৫১২)	...	১৮	পবিজাসি বৈষ্ণবি	...	২২
অপহতা অন্তরা (বা ২১২৯)	...	৯	পবিজে হো বৈষ্ণবো (বা ১১২২)	...	৬
অভী কু গঃ (বা ২৭১৪)	...	১৮	পিতরঃ শুক্লধ্বম্ (বা ১১১৬)	...	৮
অমী মদন্ত পিতরঃ (বা ২১৩১)	...	১২	পিতৃভ্যঃ স্থানমসি	...	৮
অশ্বাশ্বমধি (বা ৩৫২২)	...	১৮	পৃথিবী তে পাজং (আম ২১০১)	...	৮
আপো হি ঠা (বা ১১১০)	...	১৮	মধ্বাতা (বা ১৩২৭)	...	৩০
আ মা বাজন্ত (বা ১১১১)	...	১৫	মধুনক্ত (বা ১৩২৮)	...	৩০
আরাস্ত নঃ পিতরঃ (বা ১১১৮)	...	৬	মধুমারো (বা ১৩২৯)	...	৩০
আয়ুর্বিষাশু	...	৩	যজ্ঞাশ্রতো (বা ৩৪১১)	...	১
আয়ুযে মে পবন	...	৩	যতো যতঃ (বা ৩৬১২)	...	২১
আয়ুযাং বর্চস্যম্ (বা ৩৪১০)	...	৩	যবোহসি যব (বা ১১২৬)	...	৬
ইদং বিষ্ণুবিচক্রমে (বা ৫১১৫)	...	৯	যবোহসি সোম (আশ্ব ৪১৭)	...	৬
ইথে বা উজ্জৈ (বা ১১)	...	১০	যা দিবা আপঃ (আশ্ব ৪১৭)	...	৬
ইহো জীবা	...	২১	যে চাত্র স্বামহু	...	৩৫
উশন্ত স্বা নিধী (বা ১১১০)	...	৬	যে সমানাঃ সমনসঃ পিতরো (বা ১১১৫)	...	৩৬
উজ্জৈ বহন্তী (বা ২১৩৪)	...	১২	যে সমানাঃ সমনসঃ জীবা (বা ১১১৬)	...	৩৬
এতদ্বো পিতরো বাসঃ (সা ত্রা ২১৩৪)	...	১২	যো বং শিবতমো (বা ১১১০)	...	১৮
এহি প্রেত সোম (সা ত্রা ২১৩৫)	...	১৭	বসোঃ পবিজমসি (বা ১১৩)	...	৩
ঔষধঃ সমবদন্ত (বা ১১১৬)	...	৫১	বাজে বাজে (বা ১১১৮)	...	১২
কন্না নশিচত্র (বা ২৭১৩)	...	১৮	বিশ্বে দেবাস (বা ৭১৩৪)	...	৬
কোহনাৎ কন্না (বা ৭৪৮)	...	২৭	বিশ্বে দেবাসঃ (বা ৩৩৫)	...	৬
কন্না সত্যো (বা ২৭১৪)	...	১৮	বিষ্ণোর্মনসা	...	৬
গন্ধারারি (ঋঃ ষিঃ ৮১২)	...	২	শমোদেবী (বা ৩৬১২)	...	৬
গৃহাৎ বৈ প্রতিষ্ঠা	...	২১	শর্মাভাতেজ	...	২১
গোমাৎ তক্ষরাৎ (ঋঃ ষিঃ ১৭১২)	...	২১	সহস্রশীর্ষা (বা ৩১১১)	...	৪
তচ্চকু দেবহিতং (বা ৩৬২৪)	...	২১	স্মিতিয়া (বা ৩৬২৩)	...	২১
তদ্বিক্রোঃ পরমং (বা ৬৫)	...	১	সোমং রাজানং (সা ১১১১)	...	১
তদন্ত মিত্রাবরুণা (ঋ ৫১৭৭)	...	২১	সোমায় পিতৃমতে (বা ২১২৯)	...	৮
তন্মা অরং (বা ১১১২)	...	১৮	স্তোনা পৃথিবী	...	২১
তিলোসি সোম (আশ্ব ৪১৭)	...	২৯	যন্তি ন ইন্দো (বা ২৫১২)	...	১
দুতে দৃথহ মা জ্যোক্ত (বা ৩৬১২)	...	২১	হিরণ্যবর্ণা (আশ্ব ৪১৭)	...	৬

:পৌরাণিক মন্ত্ৰ

অক্ৰোধনৈ শৌচ	পৃষ্ঠা ২৮	ভূম্যাসনং জলং	পৃষ্ঠা ২৩
অগ্নিদগ্ধাচ্চ যে	১০	মন্ত্ৰতত্ত্বতশ্চিহ্নং	৬২
অগ্নকং নো বহুভবেৎ	১৪	মৰজি বিষ্ণু	১০
অগ্নং হি সৰ্বং	২৩	সুখং ত্বং সৰ্বদেবানাং	২৩
অগ্নং এবৰ্জতাং	১৪	যজ্ঞধ্বরো হব্য	১০
অগ্নহীনং	৩০	যথা ন ক্ৰকশরণং	২৬
অপবিজঃ	১	যথা মধুবধে	২২
অপাং মথো	২৪	যমদগ্নে ঐদানার্থং	২৫
অাকাশহো	১৯	যমদ্বারে মহাদ্বারে	১৬
অগ্নিনং সৰ্বং	২৫	যাজ্ঞা যুক্তং	৬২
উপানাহো চ	২৫	যা লগ্নীঃ সৰ্বং	২৬
কাকং ত্বং যম	২০	যুধিষ্ঠিরো ধৰ্ম্মময়	১০
কাকায় কাক	২০	যেবাং ন মাতা	১০
কৃষা তু হুহুতং	১৮	যোগীশ্বরং যাজ্ঞবল্ক্যং	১০
কুৰুক্ষেত্ৰং গয়া	১৭	রক্তহৃদ্ব হি	২৩
গয়াবানি চ	১৭	বনস্পতি রসে দিব্যঃ	৩০
গন্ধো হুগন্ধ	২৪	বসন্তায় নমস্তভ্যং	১২
গাবো মে মাতরঃ	২৭	বিষ্ণুদেহোত্তবাঃ	২২
চতুৰ্মুখস্ত যা	২৬	বিকোৰ্ক্যোদি	২৬
তেহপি জাতা	৩০	বাজনং তাপহরণং	২৫
জাতারো নোহতি	১৪	শ্রাণানানলগন্ধো	১৯
জ্যেষ্ঠাধনো মহ্যময়	১০	শ্রিমা দেব্যা সমাযুক্তং	৩০
দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ	৫	যজ্ঞসং সৰ্বদোষহং	২৪
দেবতানামুবাশাঞ্চ	২৪	সপ্তব্যাধা দশার্ণেবু	১০
দেবৈ বর্জ্যং	২৫	সৰ্বং দেবময়ীং	২৭
দেহসংস্থা চ	২৬	সৰ্বং ধৰ্ম্ম ঐদাং	২৭
ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম সমাযুক্তং	১৮	সৰ্বঃ স্তুগন্ধ এবায়ং	৩০
নমো বিবস্বতে	২২	সৰ্বো বাস্তবময়	৪
নিহস্মি সৰ্বং	১০	স্বপ্নকালো মহাদীপং	৩০
পরাশরো ব্যাস	১০	স্বদৰ্শং পন্নমং দানম্	২৫
পিতা ধৰ্ম্মঃ পিতা	৪৮	স্বৰ্য্যঃ সোমো যমঃ	১
ঐশিনামুপকারার্থং	২৪	স্বৰ্ণজ্বাং রৌপ্য	২৭
ঐয়তাং পুণ্ডরীকাক	৩২	স্বধা ত্বং পিতৃ	২৬
ভূদীপায়ং জলং বস্ত্ৰং	২৩	হেমস্তায় নমস্তভ্যং	১২

ফর্দ নান্দীপ্রাঙ্ক

বসুপ্রাঙ্ক দ্রব্য :—বাটা হরিজ্ঞা, সিন্দূর, চন্দন, কাজল, গব্যাস্বত ১০ পোয়া, পুষ্প, বিবপত্র, ধূপ ১, দীপ ১, নৈবেদ্য ১।

অগ্নিবাস দ্রব্য :—বরণডালা, যথা—(গঙ্গা) মৃত্তিকা, চন্দন, পাথরের ছড়ি, ধান, দুর্কা, পুষ্প অথবা কলা এক ছড়া, দধি, ঘৃত, অমৃতিক (পিটুলি নির্মিত অর্ধাং ত্রী), সিন্দূর, শঙ্খ, বর্জ্জল, গোরচনা (অভাবে হরিজ্ঞা) খেত সর্ষপ, স্বর্ণ, রোপা, তাম্র, দর্পণ দীপ, চামর, হাতে কাটা স্তোমহ নাটাই, হরিজ্ঞাক্ত হস্তসূত্র অর্ধাং হস্তে বাধিবার জন্ত ৫, ৭ বা ৯ গাঁছ দুর্কাবাধা স্তোতা। মঙ্গল ভাণ্ড ৮টা : এইগুলি বড় থালে বা কুলায় দিতে হয়।

গোষ্ঠাধি মাতৃকাপূজার নৈবেদ্য এক পাত্রে ১৬ ভাগ : [যষ্ঠী মার্কণ্ডের পূজার বস্ত্র বা গামছা দুইখানা অসক্তপক্ষে না দিলেও চলে, কেবল গন্ধপুষ্পে বা পঞ্চোপচারে পূজা করিলে চলে]

ভোজ্য একটি, যথা যে কোন পাত্রে একজনের আহারের উপযুক্ত চাল, ডাল, গব্যাস্বত, কাঁচকলা, অথবা কলাদি, দক্ষিণা কিঞ্চিৎ। [পরকীয় ভূমিতে প্রাঙ্ক করিলে আর একটি ভোজ্য লাগিবে।]

প্রত্যেক পক্ষে ২ খানা হিসাবে ৬ খানা শাদা কাপড় বা গামছা (যদি কেহ সধবা মৃত হয় তবে তাঁহার লাল পেড়ে শাটী); দেবপক্ষে ২ খানি ধূতি বা গামছা। আতপ তণ্ডুল ১০ দশ দেয়; ব্রাহ্মণ ৮টি; ২২ দফা সাগ্ন কুণ্ড, কুশের ত্রিপত্র ২৫ টি [কুশের অভাবে সদ্য তোলা কেণে চলে]। ফলমুলাদি উপকরণ, গোটা কদলী, মিষ্ট দ্রব্য; হরিতকী, খেতসর্ষপ; দধি, মধু, চিনি কিঞ্চিৎ; কতকগুলি কলা গাছের থোলা (অভাবে কদলীপত্র); গব্যাস্বত ১০ পোয়া, কুচো নৈবেদ্য ১ খান্দ; তুলসী, পুষ্প, পুষ্পমালা ১০ ছড়া, দুর্কা, বিবপত্র, বদর কতকগুলি, খেতচন্দন, ধূপ ১০টি, দীপশলাকা ১০টি, পৈতা ১৫টি, দক্ষিণা।

(মৃতকল্প ব্যক্তির) অঙ্গ প্রায়শ্চিত্ত।

স্বর্ণ, রোপা ও ভূমি (অভাবে মূলা ধেনু), তিলপূর্ণ পাত্র ও প্রত্যেকটির দক্ষিণা :

বৈতরণী।

কৃষ্ণবর্ণ গাভি (অভাবে আঢ্যপক্ষে ১০, মধ্যবিত্ত পক্ষে ৫০, দরিদ্র পক্ষে ১ মূলা) একখানি বস্ত্র বা গামছা, দক্ষিণা।

শবসংকার।

গোময়, কুশ, ঘৃত, বস্ত্র, উত্তরীর, পৈতা, মালা, চন্দন, ১ খণ্ড (বা ৭ খণ্ড) স্বর্ণ, স্নানের জল, কাঠ। [চিতাপিণ্ড থাকিলে—তিল ও পাত্রেসহ বাঁধা ভাত] : অগ্নিকাৰ্য্যান্ত্রে গৃহে কিরিয়া গৃহদ্বারে জল, অগ্নি, গোময়, খেতসর্ষপ, তৈল ও প্রস্তর।

পুরক পিণ্ড ও কাকবলি প্রভৃতি।

কাঁচা সরিষা, দুধ, ভাত বাঁধিবার মালা ও আতপ চাউল, কলা, তিল, প্রদীপ, মেঘলোম, পুষ্প, তুলসী, চন্দন, দক্ষিণা।

আগুপ্রাঙ্ক।

চতুর্দশান্তি :—কলার থোলা বা পাতা, স্নানারি, ঘৃত, পাকাটি বা নারিকেল পাতা, আতপ চাউল, তিল,

তুলসী পুষ্প, প্রদীপ, কুলখকলাই, সরিষা, যষ্টি। শ্রাদ্ধকর্তার অঙ্গপ্রাশিষ্ট—গন্ধ (চন্দন), পুষ্প, স্বর্ণ ১ খণ্ড (অভাবে মূল্য), গামছা (বা বস্ত্র), দক্ষিণা।

সুশ্রীয়া :—কোশা, কুশি, (ভোজ্য না হইলেও চলে), জবাফুল, রক্তচন্দন, হুঙ্ক কুশাগ্র, দধি, ঘৃত, খেতসরিষা, আতপ চাউল।

তিলকপ্রণয়ন :—পুষ্প চন্দন তাত্রট্টাট, তিল ১০ পোয়া, কলাপাতা, স্বর্ণ ১ খণ্ড, বস্ত্র (বা গামছা) কুশ, দক্ষিণা

ষোড়শ দান :—ভূমি (বা মূল্য) পিলসুজ ও প্রদীপ, অন্ন ও আধার, জলপাতা, তাষুল, কল, গন্ধ (চন্দন), ছত্র, পাছকা, আসন, পুষ্প, বাজন, যোগ্য, স্বর্ণ, শয্যা,, ধোহু, পাতন বস্ত্র, পুষ্প, ঘাস, পাতোকটির দক্ষিণা।

অন্যান্যশ্রাদ্ধ : আতপতণ্ডুল উপকরণ, কলাপাতা ও খোলা ২০ খানা, ১টি ভোজ্য, বস্ত্র, তিল, যব, হরিতকী, ক্ষত, মধু, চিনি দধি, ধূপ, দীপ, পুষ্প, ছুর্কা, তুলসী বিধপত্র মৎস্য পান সুপারি, মাংস, পেকাটি বা নারিকেলপত্র, আসন, ছত্র, চর্খপাছকা (বা খড়ম), পৈতা, পিঁড়ে, ভোজনপাত্র ও পানার্থপাত্র, অগ্রদানির দক্ষিণা, দক্ষিণা

মাসিক একোদ্দিক শ্রাদ্ধ।

আতপচাল, কলাপাতা ও খোলা ২০ খানা উপকরণাদি, বাতাসা, দধি ঘৃত, পাকাকলা ৫টি পান, সুপারি, তিল, যব, পুষ্প দুর্কা, তুলসী, বিধপত্র, মৎস্য, মাংস, পেকাটি বা নারিকেল পাতা, বস্ত্র (বা গামছা), দক্ষিণা।

সপ্তমীকরণ।

১টি ভোজ্য, আতপ চাউল, কলাপাতা বা খোলা ২০, উপকরণাদি, তিল, যব, গব্যস্বত, দধি, মধু, চিনি, বাতাসা, ধূপ, দীপ, পুষ্প, দুর্কা, তুলসী, কাঁচাকলা, বস্ত্র ৫ (অভাবে ১ বস্ত্র ৪ গামছা), খোলা ১, ঘটা ১, খাটা ১, পান ২৪, সুপারি ২০, মৎস্য ১, মাংস ১, পেকাটি বা নারিকেলপত্র, দক্ষিণা

সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ।

আতপ চাউল, কলাপাতা বা পেটো ২০, উপকরণ, বাতাসা, পুষ্প, দুর্কা, তুলসী, ধূপ, দীপ, দধি, মধু, চিনি, ঘৃত, পাকাকলা ১০, পান ১০, ধূতি ১, তিল, যব, মাংস ১ পেকাটি, বা নারিকেল পাতা দক্ষিণা।

পার্বণ শ্রাদ্ধ।

আতপ চাউল, কলাপাতা বা পেটো ২০, উপকরণাদি, পুষ্প, দুর্কা, তুলসী, ধূপ, দীপ, দধি, মধু, চিনি, ঘৃত, বাতাসা, তিল, যব, পাকাকলা, পান, সুপারি, ধূতি ৮, পৈতা ১১, চন্দন, দক্ষিণা।

অথ বাম্ভীশ্রাদ্ধ পদ্ধতিঃ ।

মান ও প্রাণতঃস্ফূর্ত্যাদি করিয়া তিলতৈলের বা ঘূতের প্রদীপ জালিয়া হস্ত পাদাদি প্রক্ষালিত করিয়া পূর্বাভিমুখে বসিয়া আচমন করিয়া “ওঁ তবিস্ফোঃ পরমং পদং সদা পশুন্তি সুরয়ঃ । দিবীং চকুরাততম্” (বা ৬।৫) পড়িবে (শূদ্রেয়া ‘নমো বিষ্ণুঃ’ বলিয়া তিনবার আচমন করিয়া “অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্বাবস্থায়ং গতোহপি বা । যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাত্যন্তরঃ ততিঃ ॥” পড়িবে)। পরে সচন্দন-পুষ্প লইয়া “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ নারায়ণায় নমঃ, ওঁ গুণবে নমঃ, ওঁ আদিত্যাदि-নবগ্রহেভ্যো নমঃ, ওঁ ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ” বলিয়া গন্ধপুষ্পদ্বারা অর্চনা করিবে। (শূদ্রেয়া “ওঁ” বলিবে না, “নমঃ” বলিবে; বদমজ্জ কোন স্থলেই পড়িবে না; উহা ব্রাহ্মণে পড়িবে।) পরে **স্বস্তিবাচন** যথা—সমুত্ত-আতপতন্তুল ও একপত্র তুলসী কুশিতে লইয়া “ওঁ কর্তব্যোষেষু কর্মসু ওঁ পুণ্যাংঃ ভবন্তোহধিক্রবন্তু” তিনবার বলিবে “ওঁ পুণ্যাংঃ” তিনবার পুরোহিতাদি বলিবে; “ওঁ কর্তব্যোষেষু কর্মসু ওঁ স্বস্তি ভবন্তোহধিক্রবন্তু” তিনবার বলিবে “ওঁ স্বস্তি” তিনবার পুরোহিতাদি বলিবে; এবং “ওঁ কর্তব্যোষেষু কর্মসু ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তোহধিক্রবন্তু” তিনবার বলিবে “ওঁ ঋধ্যাংঃ” তিনবার ব্রাহ্মণেরা বলিবে। (শূদ্রেয়া কেবল “নমঃ কর্তব্যোষেষু কর্মসু নমঃ স্বস্তি ভবন্তোহধিক্রবন্তু” তিনবার বলিবে। “ওঁ স্বস্তি” তিনবার পুরোহিত বলিবে।) পরে **স্বস্তিস্মৃতি** পড়িবে; যথা :—“ওঁ স্বস্তি ন ইচ্ছো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পুষা বিশ্ববেদাঃ । স্বস্তি নন্তাক্ষ্যো অরিষ্টেনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু” (বা ২৫।১০) * ইহা পড়িয়া “ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ, সন্ধ্যো ভূতান্নহং-ক্ষণাঃ । পবনো দিক্‌পতির্ভূমি-রাকাশং খচরামরাঃ । ব্রাহ্ম্যং শাসনমাহ্বায়, করধর্মহি সন্নিধি ॥” পড়িয়া **প্রশান্তি-কর্মার্থোক্ত** **সম্বন্ধ** করিবে; যথা—কুশ তিল পুষ্প ও হরীতকীযুক্ত জলপূর্ণ কোশা অঙ্কলিতে ধরিয়া ভূমিগর্ভস্থ ও উত্তরাভিমুখ হইয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ অদ্য (শূদ্রেয়া ‘ঐবিষ্ণুনমোহন্য’ বলিবে) অমুক-মাসি অমুক-রাশিষ্বে ভাঙ্করে অমুক-পক্ষে অমুক-তিথৌ অমুক-গোত্র ঐঅমুক-দেবশর্ম্মা (দেববর্ম্মা গুপ্তঃ বা দাসঃ) অমুক গোত্রস্য মৎপুত্রস্য (পিতা আভ্যাদয়িক না করিলে ‘মৎপুত্রস্য’ বলিবে না) ঐঅমুক দেবশর্ম্মণঃ, বর্ম্মণঃ গুপ্তস্য দাসস্য বা গুপ্ত অমুক কর্ম্মভ্যাদয়ার্থং সগণাধিপ-গৌর্যাদি-মাতৃকাপূজা-বসোর্ধারা-সম্পাতনায়ুয্যস্বক-জপাভ্যাদয়িকপ্রাক্কাঙ্কহং করিষ্যে” বলিয়া ভাস্রপাত্রটি ঈশানকোণে উপুড় করিয়া দিয়া তাহার উপর একটি পুষ্প নিক্ষেপ করিয়া সঙ্কল্প-স্বস্ত পড়িবে; যথা—“ওঁ যজ্ঞাগ্রতো দূরমুদৈতি দৈবং । তহ স্তপস্য তথৈবেতি । দূরলমং জ্যোতিবাং জ্যোতিরেকং তয়ে মনঃ শিবসঙ্কল্পমন্তু” ॥ (বা ৩৪।১) ॥ পড়িয়া অধিবাসের সঙ্কল্প করিবে। যব-কুশ-পুষ্প-হরীতকী-যুক্ত জলপূর্ণ কোশা পূর্ব্বের ছায় ধরিয়া উত্তরাভিমুখ হইয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ অদ্য অমুক-মাসি অমুক-রাশিষ্বে ভাঙ্করে অমুক-পক্ষে অমুক-তিথৌ অমুক-গোত্র ঐঅমুক-দেবশর্ম্মা বর্ম্মা গুপ্তঃ দাসো বা অমুক-গোত্রস্য মৎপুত্রস্য ঐঅমুক দেবশর্ম্মণঃ দেববর্ম্মণো গুপ্তস্য দাসস্য বা গুপ্ত-অমুক-কর্ম্মভ্যাদয়ার্থং যজ্ঞ-মার্কণ্ডেয়-পূজাপূর্ব্বকং গুপ্ত-গন্ধাদ্যধিবাসন-কর্ম্মাহং করিষ্যামি” বলিয়া পূর্ব্বের ছায় জলপূর্ণ কোশাখানি ঈশান কোণে উপুড় করিয়া দিয়া তাহাতে একটি পুষ্প নিক্ষেপ করিয়া “ওঁ যজ্ঞাগ্রতো দূরং ইত্যাদি” পূর্ব্বোক্ত সঙ্কল্পস্বস্ত পাঠ। পরে কোশাখানি একটু জল দিয়া মুইয়া নিজের সম্মুখে বসাইবে ও তাহাতে জল ঢালিবে। পরে পূর্ব্বমুখ বা উত্তরমুখে বসিয়া শালগ্রামে ঘটে বা জলে গণেশ সূর্য্য বিষ্ণু শিব দুর্গা এই পঞ্চদেবতার পূজা করিবে [শালগ্রামে বা জলে আবাহন বিসর্জন নাই; ঘটে পূজা হইলে “ওঁ ভূভূবঃ স্বঃ গণপতে ইহাগচ্ছ, ইহাগচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ, ইহ তিষ্ঠ, ইহ সন্নিধেহি, ইহ সন্নিধাশ্ব, দজ্যধিষ্ঠানং কুরু” বলিয়া আবাহনী স্থাপনী সন্নিধাপনী সন্নিরোধিনী অধিষ্ঠাপনী পঞ্চমুদ্রা দেখাইয়া আবাহন পূর্ব্বক ধ্যান করিয়া নাকশোপচারে নশোপচারে পঞ্চোপচারে বা গন্ধপুষ্পে “ওঁ গণেশায় নমঃ” বলিয়া পূজা করিবে ও সূর্য্যাদি প্রত্যেকের আবাহন করিয়া পূজা করিবে। যথা সূর্য্য ইহাগচ্ছ ইত্যাদি। বিষ্ণো ইহাগচ্ছ ইত্যাদি। শিব ইহাগচ্ছ ইত্যাদি। ওঁ ভূভূবঃ স্বর্গলবতি সর্গ ইহাগচ্ছ ইত্যাদি পূর্ব্বোক্তক্রমে আবাহন করিবে। ওঁ সূর্য্যায় নমঃ । ওঁ বিষ্ণবে নমঃ । ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ । ওঁ স্বা

* সাধারণী বক্তৃত্ত :—**ড° সোমঃ রায়** সাং বঙ্গপ্রগতিসংসদসংস্থে
আমিত্যং বিকৃৎ স্বর্গ্যং ত্র্যাপকং বৃহৎপতিম্ । (মা ১।১।১)

† সাক্ষ্যবাহীন-সাক্ষ্যহীন :- যেহেতু বো অধিপোষা: পূର୍ণা: বিবট: সিটম্ । উষা সিন্ধবানুপ বা পূণ্যবাহিনীষে দেব ওহতে । (সা ১.৩.১)

ভূগর্ভে নমঃ” বলিয়া প্রত্যেকের পূজা করিবে। পরে “বৃষ্টি ইহাগচ্ছ ইত্যাদি” পূর্বোক্তক্রমে আবাহন করিয়া “ও বৈষ্ণৱ নমঃ” বলিয়া বোড়শোপচার দশোপচার পঞ্চোপচার বা গন্ধপুষ্পদ্বারা পূজা করিয়া ও “মার্কণ্ডেয় ইহাগচ্ছ ইত্যাদি” ক্রমে আবাহন করিয়া “ও মার্কণ্ডেয় নমঃ” বলিয়া বোড়শোপচার দশোপচার পঞ্চোপচার বা গন্ধপুষ্পদ্বারা পূজা করিবে। পরে **অম্লিবাচন**। যথা—কর্তা নিজের বামদিকে একখানি আলিপনা দেওয়া পীড়ের উপর সংস্কার্য ব্যক্তিকে বসাইয়া অগ্রে কনিষ্ঠা অঙ্গুলীতে চন্দন লইয়া “ও গন্ধদ্বারাং চুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীম্। ঈশ্বরীং সর্বভূতানাং হামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্” (ঋং থিং ৮১৯) এই মন্ত্র পড়িয়া সংস্কার্যের ললাটে চন্দন দিবে। পরে “মহী গন্ধঃ শিলা ধান্যং, দুর্বা পুষ্পং ফলং দধি। স্বতঃ স্বতিক-সিন্দুরং, শঙ্খ-কঙ্কাল-রোচনাঃ ॥ সিদ্ধার্থং কাঞ্চনং রৌপ্যং, তাম্রো দীপশ্চ দর্পণম্। চামরং প্রশস্তপাত্রঞ্চ, বন্দরং শুভ-কর্ণম্ ॥” এই প্রমাণানুসারে যথাক্রমে অধিবাস করিবে। যথা—গায়ত্রী পড়িয়া গঙ্গামৃত্তিকা দক্ষিণ হস্তে ধরিয়া “ও অনয়া মহা অস্ত্র শুভাধিবাসনমস্ত” বলিয়া ঘটে ছোঁয়াইয়া ভূমিতে ছোঁয়াইয়া বরপ্রভৃতির কপালে ছোঁয়াইবে। এইরূপ সকল দ্রব্যই তিনস্থানে ছোঁয়াইবে। পরে চন্দন লইয়া “অনেন গন্ধেন অস্যা শুভাধিবাসনমস্ত।” পরে শিলা লইয়া “অনয়া শিলয়া অস্যা শুভাধিবাসনমস্ত।” অনেন ধাত্বেন অস্ত্র শুভাধিবাসনমস্ত। অনয়া দুর্বয়া অস্ত্র শুভাধিবাসনমস্ত। অনেন পুষ্পেণ অস্ত্র শুভাধিবাসনমস্ত। অনেন ফলেণ অস্ত্র শুভাধিবাসনমস্ত। অনেন দগ্ধা অস্ত্র শুভাধিবাসনমস্ত। অনেন স্বতেন অস্ত্র শুভাধিবাসনমস্ত। অনেন স্বত্বিকেন অস্ত্র শুভাধিবাসনমস্ত। অনেন সিন্দুরেণ অস্যা শুভাধিবাসনমস্ত। অনেন শঙ্খেন অস্যা শুভাধিবাসনমস্ত। অনেন কঙ্কলেণ অস্যা শুভাধিবাসনমস্ত। অনয়া রোচনয়া অস্যা শুভাধিবাসনমস্ত। অনেন সিদ্ধার্গেন অস্যা শুভাধিবাসনমস্ত। অনেন কাঞ্চনেণ অস্যা শুভাধিবাসনমস্ত। অনেন রৌপ্যেণ অস্যা শুভাধিবাসনমস্ত। অনেন তাম্রেণ অস্যা শুভাধিবাসনমস্ত। অনেন দীপেন অস্ত্র শুভাধিবাসনমস্ত। অনেন দর্পণেন অস্ত্র শুভাধিবাসনমস্ত। অনেন চামরেণ অস্ত্র শুভাধিবাসনমস্ত। অনেন প্রশস্ত-পাত্রেণ অস্ত্র শুভাধিবাসনমস্ত” বলিয়া প্রত্যেক দ্রব্যে পূর্বোক্তক্রমে অধিবাস করিয়া হরিদ্রাক্ত দুর্বাগ্রস্থিযুক্ত মঙ্গলযুক্ত ছেলের দক্ষিণহস্তে কন্টার বামহস্তে বাঁধিয়া দিবে। ইতি অধিবাস শেষ। **পরে গৌরী প্রভৃতি ষোড়শ মাতৃকায় আবাহন কন্দিয়া পূজা কন্দিবে**, যথা—শালগ্রাম বা জলে আবাহন বিসর্জন নাই। ঘটে বা যবপুঞ্জে পূজা করিলে “ও গৌরীং মাতরং আবাহয়ামি” অমুজ্জা লইয়া “ও আবাহয়” উত্তর, অন্যে বলিলে “গৌরী মাতঃ! ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ, ইহ সন্নিধেহি, ইহ সন্নিধ্যাহ, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু”, বলিয়া যথাক্রমে আবাহনী, স্থাপনী, সন্নিধাপনী, সন্নিরোধিনী, অধিষ্ঠাপনী, এই পঞ্চ মুদ্রা দেখাইয়া আবাহন করিয়া বোড়শোপচার দশোপচার পঞ্চোপচার বা গন্ধ-পুষ্প-দ্বারা পূজা করিবে। পরে “ও পদ্মাং মাতরং আবাহয়ামি” বলিয়া অমুজ্জা লইয়া “ও আবাহয়” উত্তর অন্যে বলিলে “পদ্মে মাতঃ ইহাগচ্ছ ইত্যাদি” বলিয়া আবাহন করিয়া “ও পদ্মায়ৈ মাত্রে নমঃ” বলিয়া যথোক্তক্রমে পূজা করিবে। “শচীং মাতরং আবাহয়ামি”, অমুজ্জা “ও আবাহয়” উত্তর, “শচি মাতঃ ইহাগচ্ছ ইত্যাদি” বলিয়া আবাহন করিয়া “ও শচ্যৈ মাত্রে নমঃ” বলিয়া পূজা করিবে। “মেধাং মাতরং আবাহয়ামি” অমুজ্জা, “ও আবাহয়” উত্তর; “ও মেধে মাতঃ ইহাগচ্ছ ইত্যাদি” আবাহন “ও মেধায়ৈ মাত্রে নমঃ” বলিয়া পূজা। “সাবিত্রীং মাতরং আবাহয়ামি” অমুজ্জা, “ও আবাহয়” উত্তর; “ও সাবিত্রী মাতঃ ইহাগচ্ছ ইত্যাদি” আবাহন “ও সাবিত্র্যৈ মাত্রে নমঃ” বলিয়া পূজা। “বিজয়াং মাতরং আবাহয়ামি”; “ও আবাহয়”; “বিজয়ে মাতঃ ইহাগচ্ছ ইত্যাদি” আবাহন “ও বিজয়ায়ৈ মাত্রে নমঃ” বলিয়া পূজা। “জয়াং মাতরং আবাহয়ামি”; “ও আবাহয়”; “জয়ে মাতঃ ইহাগচ্ছ ইত্যাদি” আবাহন “ও জয়ায়ৈ মাত্রে নমঃ” বলিয়া পূজা। “দেবসেনাং মাতরং আবাহয়ামি”; “ও আবাহয়”; “দেবসেনে মাতঃ ইহাগচ্ছ ইত্যাদি” আবাহন “ও দেবসেনায়ৈ মাত্রে নমঃ” বলিয়া পূজা। “স্বধাং মাতরং আবাহয়ামি”; “ও আবাহয়”; “স্বধে মাতঃ ইহাগচ্ছ ইত্যাদি” আবাহন; “ও স্বধায়ৈ মাত্রে নমঃ” বলিয়া পূজা। “ও স্বাহাং মাতরং আবাহয়ামি”; “ও আবাহয়”; “স্বাহে মাতঃ ইহাগচ্ছ ইত্যাদি” আবাহন; “ও স্বাহায়ৈ মাত্রে নমঃ” বলিয়া পূজা। “শান্তি মাতরং আবাহয়ামি” “ও আবাহয়” “শান্তে মাতঃ ইহাগচ্ছ ইত্যাদি” আবাহন “ও শান্ত্যৈ মাত্রে নমঃ” বলিয়া পূজা। “পৃষ্ঠী মাতরং আবাহয়ামি” “ও আবাহয়” “পৃষ্ঠে মাতঃ ইহাগচ্ছ ইত্যাদি” আবাহন “ও পৃষ্ঠ্যৈ মাত্রে নমঃ” বলিয়া পূজা। “পৃষ্ঠি

মাতরং আবাহয়ামি” “ওঁ আবাহয়” “ধৃতে মাতঃ ইহাগচ্ছ ইত্যাদি” আবাহন “ওঁ ধৃতে মাত্রে নমঃ” বলিয়া পূজা । “তুষ্টে মাতরং আবাহয়ামি” “ওঁ আবাহয়” “তুষ্টে মাতঃ ইহাগচ্ছ ইত্যাদি” আবাহন “ওঁ তুষ্টে মাত্রে নমঃ” বলিয়া পূজা । “আম্বদেবতাং মাতরং আবাহয়ামি” “ওঁ আবাহয়” “আম্বদেবতে মাতঃ ইহাগচ্ছ ইত্যাদি” আবাহন ; “ওঁ আম্বদেবতায়ৈ মাত্রে নমঃ” বলিয়া পূজা । “কুলদেবতাং মাতরং আবাহয়ামি” “ওঁ আবাহয়” “কুলদেবতে মাতঃ ইহাগচ্ছ ইত্যাদি” আবাহন, “ওঁ কুলদেবতায়ৈ মাত্রে নমঃ” বলিয়া পূজা । পরে “গৌরি মাতঃ! ক্ষমস্ব” “পদ্মে মাতঃ ক্ষমস্ব” “শচি মাতঃ ক্ষমস্ব” “মেধে মাতঃ ক্ষমস্ব” “নাবিত্রি মাতঃ ক্ষমস্ব” “বিজয়ে মাতঃ ক্ষমস্ব” “জয়ে মাতঃ ক্ষমস্ব” “দেবসেনে মাতঃ ক্ষমস্ব” “স্বধে মাতঃ ক্ষমস্ব” “স্বাহে মাতঃ ক্ষমস্ব” “শান্তে মাতঃ ক্ষমস্ব” “পুষ্টি মাতঃ ক্ষমস্ব” “ধৃতে মাতঃ ক্ষমস্ব” “তুষ্টে মাতঃ ক্ষমস্ব” “আম্বদেবতে মাতঃ ক্ষমস্ব” “কুলদেবতে মাতঃ ক্ষমস্ব” বলিয়া প্রত্যেককে বিসর্জন করিবে । [সময়াভাবে “গৌর্যাদয়ো মাতরঃ ইহাগচ্ছত, ইহাগচ্ছত । ইহ তিষ্ঠত, ইহ তিষ্ঠত । ইহ সন্নিধন্ত । ইহ সন্নিধধ্যধম্ । অত্রাধিষ্ঠনং কুরুত” বলিয়া যুগপৎ আবাহন করিয়া “ওঁ গৌর্যাদি-বোড়শ-মাতৃকাভ্যো নমঃ” বলিয়া পূজা, “ওঁ গৌর্যাদয়ো মাতরঃ ক্ষমধ্বম্” বিসর্জন ।] “আহুতাঃ দেবতাঃ ক্ষমধ্বম্” বলিয়া যুগপৎ বিসর্জন করিবে । পরে **বসুধারা** । পূর্বাদিকের বা উত্তরদিকের গোময়লিপ্ত দেয়ালে পূর্বমুখে বা উত্তরমুখে দাঁড়াইয়া সর্পাকার-চেদিরাজবসু অঙ্কিত করিয়া তাহার নিম্নে সিন্দুর কাজল ও চন্দনের পাঁচটি বা সাতটি বিন্দু দিয়া প্রত্যেক বিন্দু হইতে সাতটি বা পাঁচটি স্তব ধারা দিবে । “ওঁ বসোঃ পবিত্রমসি শতধারং বসোঃ পবিত্রমসি সহস্রধারম্ । দেবত্বা সবিতা পুনাতু বসোঃ পবিত্রং শতধারং স্পৃশ্বা কামধুরুঃ ॥” (বা ১১৩) । এই মন্ত্র প্রত্যেকবার পড়িতে পড়িতে সাতটি বা পাঁচটি বসুধারা দিয়া “ওঁ চেদিরাজ বসো ইহাগচ্ছ ইত্যাদি” বলিয়া আবাহন করিয়া “ওঁ চেদিরাজবসবে নমঃ” বলিয়া পূজা করিয়া চেদিরাজ নমস্তভ্যং, শাপপ্রাপ্ত মহামতে । ক্ষুংপিপাসায়ুদে দাত্রে, চেদিরাজ নমোহস্ত তে” বলিয়া প্রণাম করিয়া “ওঁ চেদিরাজ বসো ক্ষমস্ব” বলিয়া বিসর্জন করিবে । পরে **আম্বুচ্যামৃত জপ** করিবে । বজ্রকৌরী-আম্বুচ্য হৃত্ত * যথা—“ওঁ আম্বুচ্যং বর্চস্তৎ রায়স্পোষমোদ্ভিদম্ । উদৎ হিরণ্যং বর্চস্ব জৈত্র্যাবিশতাছ মাম্ ॥” (বা ৩৪১৫০) ॥ জপ করিয়া আসনে বসিয়া **ভোজ্যোৎসর্গ** করিবে ; যথা—ভোজ্যদ্রব্য উত্তান + বামহস্তে ধরিয়া দক্ষিণহস্তে কোশার জলে কুশ ধরিয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ অদ্য অমুক-মাসি অমুক-রাশিহে ভাস্বরে অমুক-পক্ষে অমুক-তিথৌ অমুকগোত্রস্ত মৎপুত্রস্ত ঐ অমুক দেবশর্ষণঃ দেববর্ষণঃ গুপ্তস্য দাসস্ত বা গুপ্ত-অমুক-কর্মাভ্যুদয়ার্থং অমুক-গোত্রায়াঃ নান্দীমুখ্যাঃ মাতুঃ অমুক-দেব্যাঃ (শূদ্রপক্ষে “দাস্যাঃ”), অমুক-গোত্রায়াঃ নান্দীমুখ্যাঃ পিতামহ্যাঃ অমুক-দেব্যাঃ, অমুক-গোত্রায়াঃ নান্দীমুখ্যাঃ প্রপিতামহ্যাঃ অমুক-দেব্যাঃ । অমুক-গোত্রস্য নান্দীমুখস্ত পিতুঃ অমুক-দেবশর্ষণঃ বর্ষণঃ গুপ্তস্য দাসস্য বা, অমুক-গোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতামহস্য অমুক-দেবশর্ষণঃ, অমুক-গোত্রস্য নান্দীমুখস্য প্রপিতামহস্য অমুক-দেবশর্ষণঃ । অমুক-গোত্রস্য নান্দীমুখস্য মাতামহস্য অমুক-দেবশর্ষণঃ, অমুক-গোত্রস্য নান্দীমুখস্য প্রমাতামহস্য অমুক-দেবশর্ষণঃ, অমুক-গোত্রস্য নান্দীমুখস্য বৃদ্ধপ্রমাতামহস্য অমুক-দেবশর্ষণঃ আভ্যুদয়িক-শ্রদ্ধে কর্তব্যে অমুক-গোত্রায়াঃ নান্দীমুখ্যাঃ মাতুঃ অমুক-দেব্যাঃ, অমুক-গোত্রায়াঃ নান্দীমুখ্যাঃ পিতামহ্যাঃ অমুক-দেব্যাঃ, অমুক-গোত্রায়াঃ প্রপিতামহ্যাঃ অমুক-দেব্যাঃ । অমুক-গোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতুঃ অমুক-দেবশর্ষণঃ, অমুক-গোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতামহস্য অমুক-দেবশর্ষণঃ, অমুক-গোত্রস্য নান্দীমুখস্য প্রপিতামহস্য অমুক-দেবশর্ষণঃ । অমুক-গোত্রস্য নান্দীমুখস্য মাতামহস্য অমুক-দেবশর্ষণঃ, অমুক-গোত্রস্য নান্দীমুখস্য প্রমাতামহস্য অমুক-দেবশর্ষণঃ, অমুক-গোত্রস্য নান্দীমুখস্য বৃদ্ধপ্রমাতামহস্য অমুক-দেবশর্ষণঃ ঐবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ এতৎ সন্ন্যাসোপকরণমায়ত্ত্বভোজ্যং গন্ধাদ্যর্চিতং ঐবিষ্ণুদেবতং যথাসম্ভব-গোত্রনায়ে ব্রাহ্মণায় অহং সম্প্রদানি” বলিয়া কুশবারি-প্রোক্ষণ করিয়া ভোজ্যোৎসর্গের দক্ষিণান্ত করিবে । অগ্রে—দক্ষিণা অর্চনা করিবে অর্থাৎ দক্ষিণা দ্রব্য উত্তান বামহস্তে ধরিয়া কোশার জলে দক্ষিণ হস্তে কুশ ধরিয়া “এতস্মৈ কাকন-মূল্যায়

* সাংকেতী আম্বুচ্য হৃত্ত :—ওঁ আম্বুচ্যায়ু বিধং বিধমায়ুরসীমহি এভ্যাম্বুচ্য রধিবেথোহম শতং জীবন শরদো বরন্তে । ওঁ আম্বুচ্যে মে পবন বর্চসে মে পবন দিবঃ পৃথিব্যা ভুবো জমিত্র্যা গৃণ্ণত্বোপাঃকরন্তী সোমোহোলগায় নমায়ুবে মম ব্রহ্মবর্চসে বজ্রদানস্য বজ্রা ।

+ “দেবেহুত্তানপাণিত্যামৃতানাত্যাক পৈতৃকে” ইতি শ্রীকণ্ঠত্বে বসুধারাবৃত্ত বসবচন ।

নমঃ” বলিয়া তিনবার কুশের জল প্রোক্ষণ করিয়া “এতে গন্ধপুষ্পে এতমৈ কাঞ্চন-মূল্যায় নমঃ” বলিয়া একটি গন্ধপুষ্প তাহাতে দিয়া “এতদধিপত্যে ত্রিবিধবে নমঃ” বলিয়া আর একটি গন্ধপুষ্প নারায়ণে বা জলে দিয়া “এতৎ সস্ত্রাদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ” বলিয়া কুশবারি প্রোক্ষণ করিবে; পরে দক্ষিণ হস্তে কোশার জলে কুশ ধরিয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুক-মাসি অমুক-রাশিষ্ঠে ভাস্করে অমুক-পক্ষে অমুক-তিথৌ অমুক-গোত্রায়াঃ নান্দীমুখ্যাঃ মাতুঃ অমুক-দেব্যাঃ, অমুক-গোত্রায়াঃ নান্দীমুখ্যাঃ পিতামহাঃ অমুক-দেব্যাঃ, অমুক-গোত্রায়াঃ নান্দীমুখ্যাঃ প্রপিতামহাঃ অমুক-দেব্যাঃ। অমুক-গোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতুঃ অমুক-দেবশর্ষণঃ, অমুক-গোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতামহস্য অমুক-দেবশর্ষণঃ, অমুক-গোত্রস্য নান্দীমুখস্য প্রপিতামহস্য অমুক-দেবশর্ষণঃ। অমুক-গোত্রস্য নান্দীমুখস্য মাতামহস্য অমুক-দেবশর্ষণঃ, অমুক-গোত্রস্য নান্দীমুখস্য প্রমাতামহস্য অমুক-দেবশর্ষণঃ, অমুক-গোত্রস্য নান্দীমুখস্য বৃদ্ধপ্রমাতামহস্য অমুক-দেবশর্ষণঃ ত্রিবিধুপ্রীতি-কামনয়া ক্লৃতেতৎ সন্থতোপকরণামান্ন-ভোজ্যদানকর্ষণঃ সাক্ষ্যার্থং দক্ষিণামিদং (তখনই দক্ষিণা না দিলে “দক্ষিণাং তৎ”) কাঞ্চনমূল্যং ত্রিবিধুদৈবতং যথাসম্ভব-গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং সস্ত্রাদানি” বলিয়া জল প্রোক্ষণ করিবে। পরে **বাস্তপুত্র**। সন্ধান পুষ্প লইয়া “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বাস্তপুরুষায় নমঃ” বলিয়া নারায়ণে বা জলে দিবে। “এতৌ ধূপদীপৌ, এতমৈবেদ্যং ওঁ বাস্তপুরুষায় নমঃ” পূজা করিয়া “ওঁ সর্বং বাস্তময়াঃ দেবাঃ, সর্বং বাস্তময়ং জগৎ। পৃথীধরস্ত বিষ্ণোরো, বাস্তদেবো নমোহস্ত তে” বলিয়া প্রণাম করিয়া “ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ সদা পশুস্তি সুরয়ঃ। দিবীং চক্ষুরাততম্।” (বা ৬।৯)। বলিয়া বিষ্ণুস্মরণ করিয়া “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ যজ্ঞেশ্বরায় বিধবে নমঃ, এতৌ ধূপদীপৌ এতৎ সোপকরণনৈবেদ্যং ওঁ যজ্ঞেশ্বরায় বিধবে নমঃ” পূজা করিয়া “এতৎ শ্রাদ্ধীয়াগ্নভাগ-সন্থতোপকরণামান্নভোজ্যং ওঁ যজ্ঞেশ্বরায় বিধবে নমঃ” বলিয়া নিবেদন করিবে। এই যজুর্বেদীয় নান্দীশ্রাদ্ধে সর্বত্রই উত্তর মুখে (সামবেদীয় পূর্বমুখে) প্রকৃত উত্তরীয় হইয়া দক্ষিণ জাহ্নু পাতিয়া ঋজুকুশে কার্য্য করিতে হইবে। [যদি পরকীয় ভূমিতে শ্রাদ্ধ করিতে হয়, তাহা হইলে, ভূষামি পিতৃগণের উদ্দেশে ভোজ্য দান করিবে যথা—কোশার জলে একটি ত্রিপত্র দক্ষিণ হস্তে ডুবাঁইয়া ধরিয়া বাম হস্তে ভোজ্য ধরিয়া “বিষ্ণুরোঁ। ইদং সন্থতোপকরণামান্নভোজ্যং এতদ্ভূষামি পিতৃভ্যো নমঃ” বলিয়া দেবতীর্থে ভোজ্যের উপর দিবে।] (এই আভ্যুদয়িক-শ্রাদ্ধে যুগ্ম ব্রাহ্মণ, সমূলদর্ভ এবং পূর্বাভিমুখ-ব্রাহ্মণদিগকে উত্তর মুখে সমস্ত দ্রব্য দিবে। ইহা আশ্বলায়ন স্পষ্ট বলিয়াছেন; অতএব পূর্বাভিমুখ ব্রাহ্মণদের উত্তর মুখেই দান করিবে)। **ব্রাহ্মণস্থাপন**। পশ্চিম দিকে নৈঋত কোণে দৈবপক্ষের ব্রাহ্মণের কুশযুক্ত আসন করিবে। তার উত্তরে মাতৃপক্ষের ব্রাহ্মণের আসন। তার উত্তরে পিতৃপক্ষের ব্রাহ্মণের আসন। তার উত্তরে মাতামহপক্ষের ব্রাহ্মণের কুশযুক্ত আসন করিবে এবং ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণাবর্ত্ত করিয়া কার্য্য করিবে। অগ্রে দৈবপক্ষের ব্রাহ্মণদ্বয়কে স্নান করাইবে। কুশব্রাহ্মণ পক্ষে ছইটি কুশব্রাহ্মণ তাত্রকুণ্ডে রাখিয়া “ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাঙ্কঃ সহস্রপাং। স ভূমিৎ সর্বতঃ স্পৃহাত্যতিষ্ঠদশাস্তুলম্॥” (বা ৩।১।১) ॥ বলিয়া স্নান করাইয়া “ওঁ গন্ধদ্বারাং চরাধর্বাং নিত্যপুষ্ঠাং করীষীন্মি। ঈশ্বরীং সর্বভূতানাং স্বামিহোপহ্বায়ে শ্রিয়ম্” বলিয়া চন্দন দিয়া দৈবপক্ষের ব্রাহ্মণাসনে বসাইয়া “এতৎ পান্যং, এষঃ অর্থঃ, এষঃ গন্ধঃ, এতৎ পুষ্পং, এষঃ ধূপঃ, এষঃ দীপঃ, এতৎ ফল-তাম্বুল-নৈবেদ্যং ওঁ দর্ভময়-ব্রাহ্মণাভ্যাং নমঃ” বলিয়া অর্চনা করিবে। পরে অপর তিন পক্ষের ছয়টি ব্রাহ্মণকে পূর্বোক্ত “ওঁ সহস্রশীর্ষা ইত্যাদি” মন্ত্রে স্নান করাইয়া “ওঁ গন্ধদ্বারাং ইত্যাদি” পূর্বোক্ত মন্ত্রে চন্দন দিয়া স্বীয় স্বীয় আসনে বসাইয়া “ওঁ দর্ভময়-ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ” বলিয়া পূর্ববৎ পান্যাদি দ্বারা অর্চনা করিবে। [প্রকৃত আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধায়ত্ত]। পরে **দৈবপক্ষের অনুষ্ঠা**। দৈব ব্রাহ্মণে এক গণ্ডু ব জল দিয়া “বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকমাসি অমুকরাশিষ্ঠে ভাস্করে অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুক গোত্রস্য মৎপুত্রস্য (অন্ত কর্তৃপক্ষে ‘মৎপুত্রস্ত’ বলিবে না) ত্রীঅমুক দেব শর্ষণঃ (দেবশর্ষণঃ ইত্যাদি) শুভ অমুক-কন্দাত্মদরার্থং অমুক-গোত্রায়াঃ নান্দী-মুখ্যাঃ মাতুঃ অমুক-দেব্যাঃ, অমুক-গোত্রায়াঃ নান্দীমুখ্যাঃ পিতামহাঃ অমুক-দেব্যাঃ, অমুক-গোত্রায়াঃ নান্দীমুখ্যাঃ প্রপিতামহাঃ অমুক-দেব্যাঃ। অমুক-গোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতুঃ অমুক-দেবশর্ষণঃ, অমুক-গোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতামহস্য অমুক-দেবশর্ষণঃ, অমুক-গোত্রস্য নান্দীমুখস্য প্রপিতামহস্য অমুক-দেবশর্ষণঃ। অমুক-গোত্রস্য নান্দীমুখস্য মাতামহস্য অমুক-দেবশর্ষণঃ, অমুক-গোত্রস্য নান্দীমুখস্য প্রমাতামহস্য অমুক-দেবশর্ষণঃ, অমুক-গোত্রস্য নান্দীমুখস্য বৃদ্ধপ্রমাতামহস্য অমুক-দেবশর্ষণঃ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে

কর্তব্যে বহুসত্য্যোঃ বিধেবাং দেবানাং বুদ্ধিশ্রদ্ধাং (১) আমায়েন স্মৃতাচ্যাপকরণ-সহিতেন সযবোদকেন দৰ্ভময়-ব্রাহ্মণয়ো-রহং করিষ্যে” বলিবে। “ওঁ কুরুষ” উত্তর ব্রাহ্মণেরা বলিবে। পরে **মাতৃপক্ষে অনুষ্ঠা**। মাতৃপক্ষের ব্রাহ্মণে একগণ্ডুষ জল দিয়া “বিষ্ণুরোঁ তৎসং অদ্যোত্যাং অমুক-গোত্রস্য মৎপুত্রস্ত্রী অমুক দেবশৰ্ম্ণঃ : দেবশৰ্ম্ণঃ ইত্যাদি) শুভ অমুক-কৰ্ম্মাভ্যাদয়ার্থং অমুক-গোত্রায়াঃ নান্দীমুখ্যাঃ মাতুঃ অমুক-দেব্যাঃ (শূদ্রপক্ষে দাস্যাঃ), অমুক গোত্রায়াঃ নান্দীমুখ্যাঃ পিতামহাঃ অমুক দেব্যাঃ, অমুক গোত্রায়াঃ নান্দীমুখ্যাঃ প্রপিতামহাঃ অমুক দেব্যাঃ বুদ্ধিশ্রদ্ধাং আমায়েন স্মৃতাচ্যাপকরণ-সহিতেন সযবোদকেন দৰ্ভময়-ব্রাহ্মণয়ো-রহং করিষ্যে” “ওঁ কুরুষ” প্রতিবাক্য ব্রাহ্মণ বলিবে। পরে **পিতৃপক্ষে অনুষ্ঠা**। পিতৃপক্ষের ব্রাহ্মণে জলগণ্ডুষ দিয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসং অদ্যোত্যাং অমুক গোত্রস্য মৎপুত্রস্ত্রী অমুক-দেবশৰ্ম্ণঃ শুভ অমুক-কৰ্ম্মাভ্যাদয়ার্থং অমুক-গোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতুঃ অমুক-দেবশৰ্ম্ণঃ (দেবশৰ্ম্ণঃ ইত্যাদি), অমুক গোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতামহস্য অমুক দেবশৰ্ম্ণঃ, অমুক গোত্রস্য নান্দীমুখস্য প্রপিতামহস্য অমুক দেবশৰ্ম্ণঃ বুদ্ধিশ্রদ্ধাং দৰ্ভময়-ব্রাহ্মণয়ো-রহং করিষ্যে” “ওঁ কুরুষ” প্রতিবাক্য। পরে **মাতামহপক্ষে অনুষ্ঠা**, মাতামহপক্ষের ব্রাহ্মণে জলগণ্ডুষ দিয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসং অদ্যোত্যাং অমুক গোত্রস্য মৎপুত্রস্ত্রী অমুক দেবশৰ্ম্ণঃ শুভ অমুক-কৰ্ম্মাভ্যাদয়ার্থং অমুক-গোত্রস্য নান্দীমুখস্য মাতামহস্য অমুক দেবশৰ্ম্ণঃ, অমুক গোত্রস্য নান্দীমুখস্য প্রমাতামহস্য অমুক দেবশৰ্ম্ণঃ, অমুক-গোত্রস্য নান্দীমুখস্য বৃদ্ধপ্রমাতামহস্য অমুক দেবশৰ্ম্ণঃ বুদ্ধিশ্রদ্ধাং আমায়েন স্মৃতাচ্যাপকরণ-সহিতেন সযবোদকেন দৰ্ভময়-ব্রাহ্মণয়ো-রহং করিষ্যে” “ওঁ কুরুষ” প্রতিবাক্য ব্রাহ্মণ বলিবে। পরে গায়ত্রী পাঠ করিয়া “ওঁ দেবতাভাঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাবোগিতাঃ এব চ । নমঃ পুষ্টো স্বাহায়ে নিত্যমেব ভবন্ত নঃ ॥” (ব্র, পু ২২০।১৪৩) ॥ এই মন্ত্র পড়িবে। পরে “ওঁ পুণ্ডরীকাক্ষ” বলিয়া বিষ্ণুর স্মরণ করিয়া গজামৃত্তিকা (অভাবে মৃত্তিকা) কিঞ্চিৎ জলে গুলিয়া শ্রাক্ষীয় দ্রব্যে ও শ্রাক্ষভূমিতে ঐ জলপ্রোক্ষণ দিয়া রক্ষার্থ উদক স্থাপন অর্থাৎ ঐ গজামৃত্তিকাগোলা জল ব্রাহ্মণদিগের শিরঃস্থানে রাখিয়া দিবে। **দৈবপক্ষে কুশাসন দান**। পরে দৈবপক্ষের ব্রাহ্মণে একগণ্ডুষ জল দিয়া কুশাসন দুইখানি অথবা ঋজু কুশ কতকগুলি বা দুইটি ত্রিপত্র লইয়া “বিষ্ণুরোঁ বহুসত্য্যো বিধেদেবাঃ এতে কুশাসনে বাৎ নমঃ” ২) বলিয়া দৈবপক্ষের ব্রাহ্মণের দক্ষিণপার্শ্বে দিবে। পরে **মাতৃপক্ষে কুশাসন দান**। মাতৃ পক্ষীয় ব্রাহ্মণ-হস্তে জলগণ্ডুষ দিয়া দুইখানি কুশাসন বা দুইটি ত্রিপত্র অথবা কতকগুলি ঋজু কুশ লইয়া “বিষ্ণুরোঁ অমুক গোত্রো নান্দীমুখি মাতঃ অমুকি দেবি, অমুক গোত্রো নান্দীমুখি পিতামহি অমুকি দেবি, অমুক গোত্রো নান্দীমুখি প্রপিতামহি অমুকি দেবি, এতে দৰ্ভাসনে বাৎ নমঃ” (৩, বলিয়া মাতৃপক্ষীয় ব্রাহ্মণের দক্ষিণ পার্শ্বে দিবে। পরে **পিতৃ পক্ষে দৰ্ভাসন দান**। পিতৃ ব্রাহ্মণ হস্তে জলগণ্ডুষ দিয়া পূৰ্ব্বোক্তরূপে দুইখানি কুশাসন বা ত্রিপত্র দুইটি বা কতকগুলি কুশ লইয়া “বিষ্ণুরোঁ অমুক গোত্র নান্দীমুখ পিতঃ অমুক দেবশৰ্ম্ণ, অমুক গোত্র নান্দীমুখ পিতামহ অমুক দেবশৰ্ম্ণ, অমুক গোত্র নান্দীমুখ প্রপিতামহ অমুক দেবশৰ্ম্ণ এতে দৰ্ভাসনে বাৎ নমঃ” বলিয়া পিতৃ ব্রাহ্মণের দক্ষিণ পার্শ্বে দিবে। পরে **মাতামহ পক্ষে কুশাসন দান**। উক্তরূপে দুইখানি কুশাসন বা দুইটি ত্রিপত্র অথবা কতকগুলি কুশ লইয়া “বিষ্ণুরোঁ অমুক গোত্র নান্দীমুখ মাতামহ অমুক দেবশৰ্ম্ণ, অমুক গোত্র নান্দীমুখ প্রমাতামহ অমুক দেবশৰ্ম্ণ, অমুক-গোত্র নান্দীমুখ বৃদ্ধপ্রমাতামহ অমুক দেবশৰ্ম্ণ এতে দৰ্ভাসনে বাৎ নমঃ” বলিয়া মাতামহ পক্ষীয় ব্রাহ্মণের দক্ষিণ পার্শ্বে দিবে। পরে **দৈবপক্ষে আবাহন**। সব লইয়া “ওঁ বিশ্বান্ দেবান্ আবাহরিষ্যে” বলিবে “ওঁ আবাহন” উত্তর।

(১) “বুদ্ধিশ্রদ্ধাং” হানে “আত্মাধিক শ্রদ্ধাং” বলিতে হইবে, ইহাই রঘুনন্দনের মত ; কিন্তু হলায়ুধের অধিক প্রামাণ্য, এই অজ হলায়ুধে পাঠ রাখিলাম।

(২) সামবেদে কোথাও “বাৎ” প্রমুক হয় না। সৰ্ব্বত্রই “বঃ” এই বহুবচন প্রয়োগ হয় ; এই পদ্ধতিতে যেখানে “বাৎ” আছে সামবেদে কার্য্যে ঐ “বাৎ” বলিবে না, তৎপূৰ্বে “বঃ” বলিবে। যেমন “এতানি বঃ কুশাসনানি নমঃ।”

(৩) শাত্বেয় উদ্বেত, তিসের ঐতিহ্য অজ দুইজন ব্রাহ্মণকে দেওয়া, এইজন “বাৎ” এই শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে।

পরে “ওঁ বিষ্ণুদেবাস আগত শৃগুতা ম ইমং হবন্। এমং বর্হিনিবীদত”। (বা ৭।৩৪)। মন্ত্র পড়িতে পড়িতে যব ছড়াইবে। পরে কৃতাজলি হইয়া “ওঁ বিষ্ণুদেবাঃ শৃগুতমং হবং মে যে অন্তরীক্ষে য উপ তবিত্। যে অগ্নির্জিহ্বা উত বা বজ্রা আসত্য়ান্নি বর্হিষি মাদয়ধ্বন্” (বা ৩৩।৫৩) পড়িবে। পরে **মাতৃপক্ষে ত্রাস্রাণ আবাহন**। “প্রত্যেক পক্ষে যব লইয়া “ওঁ নান্দীমুখ্যঃ মাতৃঃ আবাহরিয়ো” “ওঁ আবাহর” উত্তর। পরে “ওঁ উশন্ত্বা নিধীমন্ত্যন্তঃ সমিধীমচি। উশন্ত্বা আবহ নান্দীমুখ্যন্ পিতৃন্ হবিষে অন্তবে” (বা ১৯।৭০)। বলিয়া যব ছড়াইবে। পরে **পিতৃপক্ষে ত্রাস্রাণাবাহন**। “ওঁ নান্দীমুখ্যন্ পিতৃন্ আবাহরিয়ো” “ওঁ আবাহর” উত্তর। পরে “ওঁ আরাস্ত নঃ নান্দীমুখ্যঃ পিতরঃ সৌম্যাসোহগ্নিষাভাঃ পথিভির্দেবযানৈঃ। অগ্নিন্ যজ্ঞে পৃষ্ঠা মদন্তোহধিত্রবন্ত তেহবন্ত্যন” ॥ (বা ১৯।৫৮) ॥ এই মন্ত্রে যব ছড়াইবে। পরে **মাতামহপক্ষে ত্রাস্রাণাবাহন**। “ওঁ নান্দীমুখ্যন্ মাতামহান্ আবাহরিয়ো” “ওঁ আবাহর” উত্তর; পরে “ওঁ আরাস্ত নঃ ইত্যাদি” পূর্বোক্ত মন্ত্রে যব ছড়াইয়া দিবে। পরে **অর্ঘ্যস্থাপন**। অগ্নে দৈবপক্ষে উত্তরাগ্র করিয়া একপত্র কুশ ভূমিতে পাতিয়া তাহার উপর কলাখোলার দ্রোণী একটি পাতিয়া সাগ্র গর্ভশূত্র ছুইগাছি কুশ কুশান্তরে বেষ্টিত করিয়া “ওঁ পবিত্রে হো বৈষ্ণব্যো” (বা ১।১২) বলিয়া নথবাতিরেকে প্রাদেশ পরিমাণে অগ্রভাগ বাঁধা অংশ কাটিয়া লইয়া “ওঁ বিষ্ণোর্মনসা পূতে স্থঃ” বলিয়া অর্ঘ্যপাত্রে রাখিয়া “ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয় আপো ভবন্ত পীতয়ে। শং যোরভিস্রবন্ত নঃ” ॥ (বা ৩৬।১২) ॥ এই মন্ত্র পড়িয়া অর্ঘ্যপাত্রে জল দিবে। পরে যব লইয়া—“ওঁ যবোহসি যবয়ান্মদ্ ধ্রুবো যবমারাতীঃ” (বা ৫।২৬) বলিয়া দৈবপক্ষীয় অর্ঘ্যপাত্রে যব ছড়াইয়া দিয়া অমন্ত্রক চন্দন ও পুষ্প দিবে। পরে কুশাচ্ছাদন করিবে। পরে মাতৃপক্ষাদির ব্রাহ্মণগণের সম্মুখে পাশাপাশি করিয়া তিনগাছি কুশ উত্তরাগ্র করিয়া ভূমিতে পাতিয়া ঐ কুশের মূলে তিনটি, মধ্যে তিনটি ও অগ্রে তিনটি অর্ঘ্যপাত্র (কলাখোলের ডুলী বা বজ্রডুম্বাদি কাষ্ঠের পাত্র অথবা অভাবে কদলীপত্র) স্থাপন করিয়া “ওঁ পবিত্রে হো বৈষ্ণব্যো” বলিয়া নথবাতিরেকে প্রত্যেক পবিত্রে ছেদন করিয়া “ওঁ বিষ্ণোর্মনসা পূতে স্থঃ” এই মন্ত্রে মাতৃপক্ষ পিতৃপক্ষ ও মাতামহ পক্ষের নয়টি অর্ঘ্যপাত্রে যথাক্রমে উত্তরাগ্র করিয়া পবিত্র দিয়া “ওঁ শন্নো দেবীঃ ইত্যাদি” মন্ত্রে প্রত্যেক অর্ঘ্যপাত্রে জলগণ্ডুষ দিবে। পরে যব লইয়া “ওঁ যবোহসি সৌমদৈবত্যো গোষবো দেবনিম্মিতঃ। ঐরমমিঃ পূক্তঃ পৃষ্ঠা নান্দীমুখ্যন্ পিতৃন্ লোকান্ প্রীণাহি নঃ স্বাহা ॥” এই মন্ত্রে প্রত্যেক অর্ঘ্যপাত্রে যব দিয়া অমন্ত্রক চন্দন, কতকগুলি পুষ্প ও আতপতঙ্গুল দিয়া কুশাধারা প্রত্যেক অর্ঘ্যপাত্র আচ্ছাদন করিবে। পরে **দৈবপক্ষে অর্ঘ্যদান**। দৈবপক্ষে কৃতাজলি হইয়া “ওঁ অচ্ছিত্রম্ ইদম্ অর্ঘ্যপাত্রম্ অন্ত” বলিবে; পরে আচ্ছাদন কুশগুলি ফেলিয়া দিয়া দৈবপক্ষের ব্রাহ্মণ হস্তে “পবিত্রং” বলিয়া অর্ঘ্যের পবিত্র লইয়া দিবে। “জলং” বলিয়া অর্ঘ্যের জল দিবে। “জলাস্তরং” বলিয়া অন্য জল দিবে। “পুষ্পং” বলিয়া অর্ঘ্যের পুষ্প দিবে। “পুষ্পান্তরং” বলিয়া অল্পপুষ্প দিবে। “শিরঃপাণ্যাদি সর্বগাত্রেভ্যো নমঃ” বলিয়া অর্ঘ্যপাত্রের আশ্র একটি পুষ্প ব্রাহ্মণ হস্তে দিবে। পরে অর্ঘ্যপাত্রটি বামহস্তের তলে রাখিয়া দক্ষিণ হস্তদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া “ওঁ যা দিব্যা আপঃ পরসা সম্বতুবঃ। যা অন্তরীক্ষ উত পাথিবীর্বাঃ। (তৈ, ত্রা ২।৭।১৫।৪)। হিরণ্যবর্ণা যজ্ঞিযাস্তা নঃ আপঃ শিবাঃ শংসোনাঃ স্তুত্বা ভবন্ত” (আখ ৪।৭) ॥ এই মন্ত্র পড়িয়া “ওঁ বহুসত্যো বিষ্ণুদেবাঃ এষ অর্ঘো বাৎ নমঃ” বলিয়া অর্ঘ্য দিবে। পরে **মাতৃপক্ষে অর্ঘ্যদান**। প্রদক্ষিণভাবে মাতৃপক্ষে কৃতাজলি হইয়া “ওঁ অচ্ছিত্রম্ ইদম্ অর্ঘ্যপাত্রম্ অন্ত” বলিয়া আচ্ছাদন কুশ ফেলিয়া দিয়া ব্রাহ্মণ হস্তে “পবিত্রং, জলং, জলাস্তরং, পুষ্পং, পুষ্পান্তরং”, বলিয়া পবিত্রাদি দিয়া “শিরঃপাণ্যাদি সর্বগাত্রেভ্যো নমঃ” বলিয়া অর্ঘ্যের একটি পুষ্প দিয়া অর্ঘ্যপাত্রটি বামহস্তের তলে রাখিয়া দক্ষিণ হস্তে অর্ঘ্যপাত্র আচ্ছাদন করিয়া “ওঁ যা দিব্যাঃ ইত্যাদি” পূর্বোক্ত মন্ত্র পড়িয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্রে নান্দীমুখি মাতঃ অমুকি-দেবি এবঃ অর্ঘ্যঃ বাৎ নমঃ” (১) বলিয়া মাতৃপক্ষের ব্রাহ্মণে অর্ঘ্য দিবে ॥ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট জলাদির সহিত অর্ঘ্যপাত্রটি বেথানের সেইখানেই রাখিবে। পরে পিতামহীর অর্ঘ্যপাত্রটি লক্ষ্য করিয়া “ওঁ অচ্ছিত্রম্ ইদম্ অর্ঘ্যপাত্রম্ অন্ত” বলিয়া আচ্ছাদন কুশ

(১) দুই ব্রাহ্মণের মধ্যে কতিপয় অগ্নে হাত পাতিবে, কোষ্ঠ তদুপরি হাত পাতিবে। ঐরূপ নিমিত্ত হস্তের উপরি অর্ঘ্যাদি দিবার ব্যবস্থা; এই ক্ষেত্রে একটি বক্ত, কোন হানে দুই বা ততোধিক ব্রাহ্মণ “বাৎ নমঃ” বলিয়া দেওয়া হয়। ইতি “ব্রহ্মবশ্য আদ্যতম” এবং “মদম পারিজাত”।

[illegible]

মান্দীমাহ।

মাতামহের অর্ঘপাত্রে জল প্রমাতামহের অর্ঘপাত্রে, তাহার জল বৃদ্ধপ্রমাতামহের অর্ঘপাত্রে; তজ্জল প্রপিতামহ পাত্রে, তজ্জল পিতামহ-পাত্রে, তজ্জল পিতৃপাত্রে; তজ্জল প্রপিতামহীপাত্রে, তজ্জল পিতামহী-পাত্রে, তজ্জল মাতার অর্ঘপাত্রে আদিয়া প্রপিতামহীর অর্ঘপাত্র দ্বারা মাতার অর্ঘপাত্রটি আচ্ছাদিত করিয়া “ওঁ মান্দীমুখৈঃ পিতৃভ্যাঃ স্বানমসি” বলিয়া-মাতৃপাত্রটি বাহাতে উপরি থাকে সেই ভাবে উল্টাইয়া প্রাক্কর্ক্য নিজের বামদিকে রাখিয়া কুশাচ্ছাদন দিবেন। পরে গন্ধাদি-পঞ্চপঙ্কদান অর্থে দৈবপক্ষে উত্তরাগ্র করিয়া একগাছি কুশ পাতিয়া তাহার উপর একটি কলাখোলের ডুলী বসাইয়া তাহাতে দুইখানি বস্ত্র, তুলসীতে করিয়া চন্দন ও পুষ্প দিবে এবং ধূপ দীপ জালিয়া নিকটে রাখিয়া “এতেভ্যো গন্ধাদি-পঞ্চকেভ্যো নমঃ” বলিয়া কুশবারি প্রোক্ষণ করিয়া “ওঁ বহুসত্যো বিধেদেবাঃ এতানি গন্ধ-পুষ্প-ধূপদীপাচ্ছাদনানি বাৎ নমঃ” বলিয়া উৎসর্গ করিয়া “এষ গন্ধঃ বাৎ নমঃ” বলিয়া ঐ চন্দন লইয়া দৈবপক্ষের ব্রাহ্মণে দিবে। “এতন্ পুষ্পং বাৎ নমঃ” বলিয়া পুষ্প দিবে। “এষ ধূপঃ বাৎ নমঃ” বলিয়া ধূপ “এষ দীপঃ বাৎ নমঃ” বলিয়া দীপ, ও “এতে আচ্ছাদনে বস্ত্রে বাৎ নমঃ” বলিয়া বস্ত্র ব্রাহ্মণে দিবে। পরে মাতৃপক্ষে গন্ধাদিপঞ্চকদান। একগাছি উত্তরাগ্রকূশের উপর একটি কলাখোলার ডুলী বসাইয়া ঐ ডুলীতে দুইখানি বস্ত্র তাহার উপর তুলসী পত্র করিয়া চন্দন, পুষ্প দিয়া ধূপ দীপ জালিয়া “এতেভ্যো গন্ধাদিপঞ্চকেভ্যো নমঃ” বলিয়া কুশবারি প্রোক্ষণ করিয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্রে মান্দীমুখি মাতঃ অমুকি-দেবি, অমুক-গোত্রে মান্দীমুখি পিতামহি অমুকি-দেবি, অমুক-গোত্রে মান্দীমুখি প্রপিতামহি অমুকি-দেবি এতানি গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপাচ্ছাদনানি বাৎ নমঃ” বলিয়া উৎসর্গ করিয়া “এষ গন্ধঃ বাৎ নমঃ” বলিয়া তুলসী পত্রের চন্দন লইয়া মাতৃপক্ষের ব্রাহ্মণদ্বয়কে দিবে “এতৎ পুষ্পং বাৎ নমঃ” বলিয়া পুষ্প দিবে। “এষ ধূপঃ বাৎ নমঃ” বলিয়া ধূপ, “এষ দীপো বাৎ নমঃ” বলিয়া দীপ দিয়া “এতে আচ্ছাদনে বস্ত্রে বাৎ নমঃ” বলিয়া বস্ত্র দুইখানি ব্রাহ্মণদ্বয়কে দিবে। পরে পিতৃপক্ষে গন্ধাদিপঞ্চকদান। পূর্বের স্থায় গন্ধাদিপঞ্চক লইয়া “এতেভ্যো গন্ধাদিপঞ্চকেভ্যো নমঃ” বলিয়া কুশবারি প্রোক্ষণ করিয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্র মান্দীমুখ পিতঃ অমুক-দেবশর্ষন, অমুক-গোত্র মান্দীমুখ পিতামহ অমুক-দেবশর্ষন, অমুক-গোত্র মান্দীমুখ প্রপিতামহ অমুক-দেবশর্ষন এতানি গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপাচ্ছাদনানি বাৎ নমঃ” বলিয়া উৎসর্গ করিয়া “এষ গন্ধঃ বাৎ নমঃ। এতৎ পুষ্পং বাৎ নমঃ। এষ ধূপঃ বাৎ নমঃ। এষ দীপঃ বাৎ নমঃ। এতে আচ্ছাদনে বস্ত্রে বাৎ নমঃ” বলিয়া পিতৃপক্ষের ব্রাহ্মণদ্বয়ে অর্পণ করিবে। পরে মাতামহপক্ষে গন্ধাদিপঞ্চকদান। পূর্বের স্থায় গন্ধাদিপঞ্চক লইয়া “এতেভ্যো গন্ধাদি-পঞ্চকেভ্যো নমঃ” বলিয়া কুশবারি প্রোক্ষণ করিয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্র মান্দীমুখ মাতামহ অমুক দেবশর্ষন, অমুক-গোত্র মান্দীমুখ প্রমাতামহ অমুক দেবশর্ষন অমুক গোত্র মান্দীমুখ বৃদ্ধপ্রমাতামহ অমুক দেবশর্ষন এতানি গন্ধপুষ্পধূপদীপাচ্ছাদনানি বাৎ নমঃ” বলিয়া উৎসর্গ করিয়া “এষ গন্ধঃ বাৎ নমঃ। এতৎ পুষ্পং বাৎ নমঃ। এষ ধূপঃ বাৎ নমঃ। এষ দীপঃ বাৎ নমঃ। এতে আচ্ছাদনে বস্ত্রে বাৎ নমঃ” বলিয়া মাতামহপক্ষের ব্রাহ্মণ দুটিকে গন্ধাদিপঞ্চক দিবে। পরে অন্নদান। অর্থে নারায়ণের পাত্রে অগ্রভাগ সর্ববিধ আমান্নাদি দিয়া “এতৎ সন্মতোপকরণময়ং ওঁ নারায়ণায় নমঃ” বলিয়া নিবেদন করিবে। পরে পাত্রপাতন। “ওঁ ভোজনপাত্রমহং পাতয়িষ্যে” বলিবে “ওঁ পাত্র” উত্তর বাক্য পুরোহিতাদি বহুলে দৈবপক্ষের ব্রাহ্মণের অগ্রভূমিতে ঈশান কোণ হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্বাগ্র চতুর্কোণমণ্ডল জলরেখা করিয়া মাতৃপক্ষের পিতৃপক্ষের ও মাতামহপক্ষের স্ব স্ব ব্রাহ্মণের সম্মুখ ভূমিতে নৈঋতকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণাগ্র চতুর্কোণ জলরেখা করিয়া দৈবাদিক্রমে ভোজনপাত্র পাতিবে। পরে অন্নোৎকরণ; যথা: দৈবপক্ষের ও পিতৃপক্ষের ব্রাহ্মণের সম্মুখে একটি তাম্রাদিপাত্রে কিঞ্চিৎ জল রাখিয়া দ্ব্যতবৃত্ত আতপ তণ্ডুল তাম্রাদিপাত্রে লইয়া “ওঁ অন্নোৎকরণং অহং করিষ্যে” জিজ্ঞাসা করিবে “ওঁ কুরুষ” প্রতিক্রিয়া ব্রাহ্মণেরা বলিবেন। পরে “ওঁ অগ্নয়ে কব্যাবাহনায় স্বাহা” বলিয়া ঐজলে কুশের দ্বারা কিঞ্চিৎ দ্ব্যতবৃত্ত তণ্ডুল ফেলিবে। এবং “ওঁ সোমায় পিতৃমতে স্বাহা” বলিয়া পুনর্বার ফেলিয়া অমন্ত্রক হইবার ঐ জলে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ঐ আতপ চাউল ফেলিয়া অলশিষ্ট আতপ চাউলের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ লইয়া দৈবপক্ষের অন্নপাত্রে হইবার মাতৃপক্ষের পিতৃপক্ষের ও মাতামহপক্ষের অন্নপাত্রে তিনবার করিয়া দিয়া শিঙের জন্ত কিঞ্চিৎ রাখিবে। পরে দৈবপক্ষের পাত্রালতন করিবে। পাত্র—ইহা মাত উপড় করিয়া পাত্রের উপর দিয়া “ওঁ পৃথিবী তে পাত্রং দ্যৌঃ শিখানং ব্রাহ্মণত্বং যুধে অমৃতং অমৃতং

জুহোমি স্বাহা” (আ, ম ২।২০।১) এই মন্ত্র পড়িবে। পরে মাতৃপক্ষের অন্নপাত্রে চিৎভাবে ছই হাত রাখিয়া “ওঁ পৃথিবী তে পাত্রে ইত্যাদি” পূর্বোক্ত মন্ত্র পড়িয়া পিতৃপক্ষ ও মাতামহপক্ষের প্রত্যেক পাত্রে চিৎভাবে ছই হাত রাখিয়া “ওঁ পৃথিবী তে ইত্যাদি” মন্ত্র পড়িবে। পরে অগ্রে দৈবপক্ষে, তারপর মাতৃপক্ষে, পরে পিতৃপক্ষে, শেষে মাতামহপক্ষের অন্নপাত্রে ব্যবহার অনুসারে অন্নবাজন ঘৃতাদি অথবা আমার উপকরণাদি সমস্ত পত্নী বা স্বয়ং পরিবেশন করিয়া দিবে। পরে সকল অন্নপাত্রের নিকট পানীয় জল রাখিয়া পাত্রান্ন উৎসর্গ করিবে। অগ্রে দৈবপক্ষের ছটি অন্নপাত্র উবুড় বাম হস্তে ধরিয়া “এতৎ সর্বং হবিঃ শ্রীবিষ্ণো হব্যো রক্ষস্ব” বলিয়া জলাভ্যক্ষণ করিয়া “ওঁ ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্ সমুতমস্য পাণ্ডুরে” (বা ৫।১৫) মন্ত্রে অন্নপাত্রে উপুড়ভাবে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠমূল স্থাপন এবং “ওঁ অপহতা অসুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ” (বা ২।২৯) মন্ত্রে যব ছড়াইয়া দিয়া দৈবব্রাহ্মণদ্বয়ে জলগণ্ডুষ দিয়া গায়ত্রী জপ করিবে। পরে “ওঁ মধু মধু”* বলিয়া অগ্নে মধু দিয়া অন্ন উৎসর্গ করিবে; যথা : - “ওঁ বসুসতো বিধে দেবাঃ ইমে অগ্নে সোপকরণে সযবগন্ধাদিকে বা সযবোদিকে বাঃ নমঃ” বলিয়া উৎসর্গ করিয়া জোড় হাতে “ইমে আমে অগ্নে সোপকরণে সোদকে ইমে হবিষী” বলিয়া প্রত্যেক দ্রব্য দেখাইবে। পরে “মধু মধু মধু” বলিয়া অগ্নে মধু দিয়া “যথাস্থং বাগ্যতো স্বদেতাম্” বলিয়া দৈবপক্ষের ব্রাহ্মণদ্বয়ে জলগণ্ডুষ দিবে। (১) পরে মাতৃপক্ষের অন্নপাত্র ছটি চিৎভাবে বাম হস্তে ধরিয়া “এতৎ সর্বং হবিঃ শ্রীবিষ্ণো কব্যো রক্ষস্ব” বলিয়া কুশবারি অভ্যক্ষণ করিয়া “ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ইত্যাদি” পূর্বোক্ত মন্ত্রে অন্নপাত্রে চিৎভাবে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠমূল নিবেশপূর্বক “ওঁ অপহতা অসুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ” বলিয়া যব ছড়াইয়া দিয়া মাতৃপক্ষের ব্রাহ্মণদ্বয়ে জলগণ্ডুষ দিয়া গায়ত্রী জপ করিয়া “মধু মধু” বলিয়া অগ্নে মধু দিয়া অন্নোৎসর্গ করিবে; যথা : - অন্নপাত্র ছটি চিৎ বাম হস্তে ধরিয়া দক্ষিণ হস্তে কোশার জলে কুশ ধরিয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্রে নান্দীমুখি মাতঃ অমুক-দেবি! অমুক-গোত্রে নান্দীমুখি পিতামহি অমুক-দেবি! অমুক-গোত্রে নান্দীমুখি প্রপিতামহি অমুক-দেবি! ইমে আমে অগ্নে ঘৃতাত্যাপকরণসহিতে সযবগন্ধাদিকে (সাধারণ জল হইলে ‘সযবোদিকে’) বাঃ নমঃ” বলিয়া উৎসর্গ করিয়া কৃতাজ্জলি হইয়া “ইমে আমে অগ্নে সোপকরণে সোদকে ইমে হবিষী” বলিয়া প্রত্যেক দ্রব্য দেখাইবে। পরে “মধু মধু মধু” বলিয়া অগ্নে মধু দিয়া “যথাস্থং বাগ্যতো স্বদেতাম্” বলিয়া ব্রাহ্মণদ্বয়ে জল গণ্ডুষ দিবে। পরে পিতৃপক্ষের অন্নপাত্রদ্বয় চিৎভাবে বামহস্তে ধরিয়া “এতৎ সর্বং হবিঃ শ্রীবিষ্ণো কব্যো রক্ষস্ব” বলিয়া কুশবারি অভ্যক্ষণ করিয়া “ইদং বিষ্ণুঃ ইত্যাদি” পূর্বোক্ত মন্ত্রে অন্নপাত্রে পূর্বমত অঙ্গুষ্ঠ নিবেশ করিয়া “ওঁ অপহতা অসুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ” বলিয়া যব ছড়াইয়া দিয়া পিতৃপক্ষের ব্রাহ্মণদ্বয়ে জল-গণ্ডুষ দিয়া গায়ত্রী জপ করিয়া “মধু মধু” বলিয়া অগ্নে মধু দিয়া অন্নোৎসর্গ করিবে; যথা : - চিৎ বাম হস্তে অন্নপাত্র ছটি ধরিয়া দক্ষিণ হস্তে কোশার জলে কুশ ধরিয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্র নান্দীমুখ পিতঃ অমুক-দেবশর্ঘন, অমুক-গোত্র নান্দীমুখ পিতামহ অমুক-দেবশর্ঘন, অমুক-গোত্র নান্দীমুখ প্রপিতামহ অমুক-দেবশর্ঘন ইমে আমে অগ্নে ঘৃতাত্যাপকরণসহিতে সযবগন্ধাদিকে বাঃ নমঃ” বলিয়া উৎসর্গ করিয়া কৃতাজ্জলি হইয়া “ইমে আমে অগ্নে সোপকরণে সোদকে ইমে হবিষী” বলিয়া প্রত্যেক দ্রব্য দেখাইবে। পরে “মধু মধু মধু” বলিয়া অগ্নে মধু দিয়া “যথাস্থং বাগ্যতো স্বদেতাম্” বলিয়া পিতৃপক্ষের ব্রাহ্মণদ্বয়ে জল গণ্ডুষ দিবে। পরে মাতামহপক্ষের অন্নপাত্রদ্বয় চিৎ বামহস্তে ধরিয়া “এতৎ সর্বং হবিঃ শ্রীবিষ্ণো কব্যো রক্ষস্ব” বলিয়া কুশবারি অভ্যক্ষণ করিয়া “ওঁ ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ইত্যাদি” পূর্বোক্ত মন্ত্রে অন্নপাত্রে পূর্ববৎ অঙ্গুষ্ঠ স্থাপনপূর্বক “ওঁ অপহতা ইত্যাদি” মন্ত্রে যব ছড়াইয়া মাতামহপক্ষের ব্রাহ্মণদ্বয়ে জল-

* নান্দীশ্রাদ্ধে মধুদানে “মধুবাতা ইত্যাদি” মধুমন্ত্র পড়িতে নাই। ইহাই হলানুধ ও কাত্যায়নের মত। কিন্তু রঘুনন্দন শ্রাব্যতত্ত্বে বলিয়াছেন যে, কেবল অন্ন উৎসর্গের পূর্বে মধুদানকালে মধু মন্ত্র পড়িবে না, পরে যে যে স্থানে মধুদান আছে সেখানে মধুমন্ত্র পড়িবে।

(১) সামবেদীয় শ্রাদ্ধ মাত্রেই মাতৃপক্ষ নাই। যজুর্বেদীয় নান্দীশ্রাদ্ধেই কেবল মাতৃপক্ষ আছে। সামবেদীয় নান্দীশ্রাদ্ধ, পূর্বাত্মিমুখে বসির করিতে হয়। যজুর্বেদীয় নান্দীশ্রাদ্ধ উত্তর মুখে বসিয়া করিতে হয়, এইমাত্র বিশেষ। নান্দীশ্রাদ্ধে যুগ্ম যুগ্ম ব্রাহ্মণ; পার্শ্বক শ্রাদ্ধের ত্রায় প্রত্যেক পক্ষে তিনটি করিয়া ব্রাহ্মণ নহে। যজুর্বেদীয় নান্দীশ্রাদ্ধে উর্জ ও পুনরুর্জ্জ্বলান আছে এবং পিণ্ডগুলি স্থানান্তরে রাখিয়া পিণ্ডস্থান অভিষেক করিতে হয়; সামবেদের নান্দীশ্রাদ্ধে উহার ব্যবহার নাই। নান্দীশ্রাদ্ধে তিলস্থানে ধব দিবে; যথা স্থানে পুষ্টি শল ব্যবহার করিবে এবং দেবতীর্থে সমস্ত দ্রব্য অর্পণ করিবে; ইহাতে উত্তরীয় ফিরাইতে হইবে না; দেবকার্যের ত্রায় সমস্তই হইবে।

গণ্ডুষ দিয়া গায়ত্রী জপ করিয়া “মধু মধু” বলিয়া অগ্নে মধু দিয়া অমোৎসর্গ করিবে ; যথা—চিংবাম হস্তে অন্নপাত্র ছাটি ধরিয়া দক্ষিণ হস্তে কোশার জলে কুশ ধরিয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্র নান্দীমুখ মাতামহ অমুক-দেবশর্মন, অমুক-গোত্র নান্দীমুখ ঐমাতামহ অমুক-দেবশর্মন, অমুক-গোত্র নান্দীমুখ বৃদ্ধপ্রমাতামহ অমুক-দেবশর্মন ইমে আমে অগ্নে দ্ব্যতাপকরণসহিতে সর্বগন্ধোদকে বাৎ নমঃ” বলিয়া উৎসর্গ করিয়া কৃতাজলি হইয়া “ইমে আমে অগ্নে সোপকরণে সোদকে ইমে হবিষী” বলিয়া প্রত্যেক দ্রব্য দেখাইবে। পরে “মধু মধু মধু” বলিয়া অগ্নে মধু দিয়া “যথা স্তুং বাগ্যতো স্বদেতাং” বলিয়া ত্রাঙ্কণদ্বয়ে জল-গণ্ডুষ দিবে। পরে কৃতাজলি হইয়া অগ্নে দৈবপক্ষে, পরে মাতৃপক্ষে, তারপরে পিতৃপক্ষে, শেষে মাতামহপক্ষে “ওঁ আমান্নদানমিদং অচ্ছিন্নমস্ত” বলিয়া “অন্নহীনং ত্রিহীনং বিধিহীনঞ্চ যত্তবেৎ, তৎ সর্বমচ্ছিন্নমস্ত” বলিয়া “ওঁ ইমে ত্বা উর্জে ত্বা বায়বহু। দেবো বঃ সবিতা প্রাপ্যরত্ন শ্রেষ্ঠতমায় কশ্মণ আপ্যায়ধ্বমগ্ন্যা ইন্দ্রায় ভাগং প্রজাবতীরণমীবা অয়ন্মা মা বন্তেন জৈশত নাযশত্সো ধ্রুবা অশ্বিন্ গোপতো স্মাত বহ্বীঃ। যজমানস্ত পশুন্ পাহি” (বা ১১১) মন্ত্রটি পড়িবে। পরে “ওঁ যজ্ঞেশ্বরো হব্য-সমস্ত-কব্য-ভোক্তা-ব্যায়ান্না হরিরীশ্বরোহত্র। তৎসমিধানাদপযাস্ত সদ্যো, রক্ষাংস্তশেষাণ্যস্তরাশ্চ সর্কে ॥ ওঁ যোগীশ্বরং যাজ্ঞবল্ক্যং সম্পূজ্য মুনয়োহব্রবন্। বর্ণাশ্রমেতরাণামো ব্রাহ্মি ধর্মানশেষতঃ ॥ মন্যত্রিবিষ্ণুহারীত-বাস্তবল্যো-শনোহজিরো-যমাপস্তম্বসম্বর্তাঃ কাত্যায়ন-বৃহস্পতী ॥ পরাশর-ব্যাস-শঙ্ক-লিখিতাঃ দক্ষ-গোতমো। শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্মশাস্ত্র-প্রবোজকাঃ ॥ (বা সং ১১৪-৫) ॥ ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশুস্তি সুরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্ ॥ ওঁ চূর্যোধনো মন্যময়ো মহাক্রমঃ, স্বরূপঃ শকুনিস্তস্য শাখা। দ্রুশাসনঃ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে, মূলং রাজা ধৃতরাষ্ট্রোহমনীষী ॥ ওঁ যুধিষ্ঠিরো ধর্মময়ো মহাক্রমঃ, স্বকোহর্জুনো ভীমসেনোহস্য শাখা। মাজীম্বতো পুষ্পফলে সমৃদ্ধে, মূলং কৃষ্ণঃ ব্রহ্ম চ ত্রাঙ্কণাশ্চ ॥ (মহা, আদি ১১১০-১১) ॥ ওঁ সপ্তব্যাধা-দশার্গেযু, যুগাঃ কালঞ্জরে গিরৌ। চক্রবাকাঃ সরসীপে, হংসাঃ সরসি মানসে ॥ তেহপি জাতাঃ কুরুক্ষেত্রে, ত্রাঙ্কণাঃ বেদপারগাঃ। প্রস্থিতা দূরমধ্যানং, যুগং তেভ্যোহবসীদত ॥ (মৎস্ত, পু ২০২১) ॥” পড়িয়া নান্দীশ্রদ্ধাকর্তার দক্ষিণভাগে পূর্বদিকে ভূমিতে অগ্নিদন্ধার পিণ্ড দিবে।—যথা—যবযুক্ত আমান্ন-পিণ্ড লইয়া “ওঁ অগ্নিদন্ধাশ্চ যে জীবাঃ, যেহপ্যদন্ধাঃ কুলে মম। ভূমৌ দন্তেন তৃপাস্ত, তৃপ্তা যাস্ত পরাং গতিম্” (মৎস্ত, পু ১৭৪২) ॥ পড়িয়া ভূমিতে দিবে। পরে হস্ত প্রক্ষালন করিয়া কৃতাজলি হইয়া—“ওঁ যেবাং ন মাতা ন পিতা ন বহুঃ, নৈবান্নসিদ্ধিন্ তথান্নমন্তি। তত্ত্ব গুয়েহন্নং ভুবি দন্তমেতৎ, প্রাস্ত তৃপ্তিং মুদিতা ভবন্ত ॥” (বিষ্ণু পু ৩য় অংশ ১১৫১) ॥ পড়িবে। পরে আচমন ও দক্ষিণকর্ণ স্পর্শ করিয়া “ওঁ হরিঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ” বলিয়া হরি-স্মরণ করিয়া দৈবদিক্রমে ত্রাঙ্কণহস্তে জল-গণ্ডুষ দিয়া দৈবপক্ষে “রুচিতম্” এই কথা জিজ্ঞাসা করিবে। “ওঁ সুরুচিতম্” উত্তর ত্রাঙ্কণেরা বলিবে। পরে “শেবমন্নমপ্যস্তি” বলিবে। মাতৃপক্ষাদিতে “ওঁ সম্পন্নম্” জিজ্ঞাসা করিবে ; “ওঁ সুসম্পন্নম্” উত্তরবাক্য ত্রাঙ্কণেরা বলিলে “শেবমন্নমপ্যস্তি” বলিবে। “ওঁ ইষ্টেভ্যো যথা স্তুং বিনিযুক্তাতাম্” ত্রাঙ্কণেরা বলিবে। পরে **পিণ্ডদান**। পিণ্ডদানের জন্ত মাতৃপক্ষ পিতৃপক্ষ ও মাতামহপক্ষে প্রত্যেক পক্ষে তিনটি তিনটি করিয়া চতুষ্কোণ মণ্ডল করিতে হইবে ; ঐ মণ্ডল নৈঋত কোণ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণদিকে শেষ করিবে। “ওঁ নিহস্মি সর্কং যদমেধ্যবদ্রবেৎ, হতাশ্চ সর্কেহস্মর-দানবা মন্য। রক্ষাসি যক্ষাঃ সপিশাচসত্ত্বাঃ, হতা মন্য যাতুধানাশ্চ সর্কে।” এই মন্ত্রে অগ্নে স্বীয় বাম দিকে ভূমিতে জলদ্বারা মাতা,

* “যজ্ঞেশ্বর ইত্যাদি” হলায়ুধে নাই। কিন্তু রঘুনন্দন ইহা বিশেষ করিয়া পড়িতে বলিয়াছেন। নান্দীশ্রদ্ধা পিতৃসংহিতা পড়িবে না, ইহা সকলেরই মত। পিতৃ সংহিতা বলিতে পিতৃ মহত্ব প্রকাশক মন্ত্র আজই বুঝিতে হইবে, ইহা রঘুনন্দন বলিয়াছেন এবং তিনি “অপহৃত-ভরগবী-নাংসকৃত-শ্রাদ্ধ-মহত্ব-প্রকাশক-পিতৃগাথাছেন সপ্তব্যাধা ইতি” বলিয়া সপ্তব্যাধাকে পিতৃগাথা স্থির করিয়া ইহা এখানে পড়িতে নিবেশ করিয়াছেন ; কিন্তু হলায়ুধ ইহা পড়িতে বলিয়াছেন। পিতৃগাথা পিতৃসংহিতার অন্তর্গত কি না, ইহাই সন্দেহহীন। রুচিস্তব পিতৃমহত্ব সূচক, অতএব ইহা পিতৃসংহিতা, ইহা ঠিক ; কিন্তু সপ্তব্যাধা পিতৃমহত্বসূচক কি শ্রাদ্ধ মহত্ব সূচক ; এই বিষয়েই মতভেদ। আমরা হলায়ুধের অনুসরণ করিয়া ইহা মুক্তান্তর্গত করিলাম। বর্তমানে এ দেশে ঐর সকলেই রঘুনন্দনের মতানুযায়ী, এই জন্ত সপ্তব্যাধা মন্ত্র এই শ্রাদ্ধে পড়া হয় না। কিন্তু পিতৃসংহিতা বলিতে যে কি বুঝায় এবং তাহাতে কি কি আছে, তাহা কোন নিবন্ধকার বলেন নাই। আমরাও এই নামের কোন পুস্তক সন্ধান করিয়া পাই নাই।

পিতামহী ও প্রপিতামহীর জন্ত এক একটি করিয়া তিনটি চতুষ্কোণ মণ্ডল (পিণ্ডস্থান) করিবে । পরে তাহার পূৰ্বদিকে পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহের প্রত্যেকের জন্ত প্রত্যেকবার “ওঁ নিহন্নি ইত্যাদি” মন্ত্র পড়িয়া এক একটি করিয়া তিনটি চতুষ্কোণমণ্ডল করিবে এবং তাহার পূৰ্বদিকে মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতামহের প্রত্যেকের জন্ত প্রত্যেকবার “ওঁ নিহন্নি ইত্যাদি” মন্ত্র পড়িয়া তিনটি চতুষ্কোণ-পিণ্ডমণ্ডল করিবে । পরে দুইগাছি সমূল কুশ দুই হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা ধরিয়া “ওঁ অপহতা অমুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ” বলিয়া এবং “ওঁ নিহন্নি ইত্যাদি” পড়িয়া ঐ চতুষ্কোণ রেখাগুলির মধ্যভাগে উত্তরাগ্র এক একটি রেখা করিয়া “ওঁ পিণ্ডদানমহং করিষ্যে” বলিবে “ওঁ কুব্জ” উত্তর ত্রাঙ্গণ প্রভৃতির বলিবে । পরে ঐ পিণ্ড স্থানের রেখা অভ্যক্ষণ করিয়া বাম নীচী দৃঢ় করিয়া পিণ্ডস্থান উৎসর্গ করিবে । যথা :—একটি ত্রিপত্র দক্ষিণহস্ত দ্বারা কোশার জলে ডুবাইয়া ধরিয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্রো নান্দীমুখি মাতঃ অমুক-দেবি এতদবনেনিষ্কু তুভ্যং নমঃ” বলিয়া জলের সহিত ঐ ত্রিপত্রটি প্রথম চতুষ্কোণ-জল-রেখার (পিণ্ডস্থানের) উপর নিক্ষেপ করিবে ; এইরূপ আর একটি ত্রিপত্র লইয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্রো নান্দীমুখি পিতামহি অমুক দেবি ! এতদবনেনিষ্কু তুভ্যং নমঃ” বলিয়া দ্বিতীয় চতুষ্কোণ-জলরেখার উপর দিবে ; পরে পূৰ্বোক্তরূপে অপর একটি ত্রিপত্র লইয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্রো নান্দীমুখি প্রপিতামহি অমুক দেবি ! এতৎ অবনেনিষ্কু তুভ্যং নমঃ” বলিয়া তৃতীয় চতুষ্কোণ জলরেখার উপর দিবে । পরে পিতৃপক্ষের চতুষ্কোণ জলরেখা অভ্যক্ষণ করিয়া একটি ত্রিপত্র দক্ষিণ হস্তে কোশার জলে ডুবাইয়া ধরিয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্রো নান্দীমুখি পিতঃ অমুক-দেবশৰ্মন্ এতদবনেনিষ্কু তুভ্যং নমঃ” বলিয়া পিতৃপক্ষের প্রথম চতুষ্কোণ-জলরেখার উপর উহা দিয়া, আর একটি ত্রিপত্র উক্তরূপে ধরিয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ অমুকগোত্রো নান্দীমুখি পিতামহ অমুক দেবশৰ্মন্ এতদবনেনিষ্কু তুভ্যং নমঃ” বলিয়া দ্বিতীয় চতুষ্কোণ জলরেখার উপর উহা দিয়া, আর একটি ত্রিপত্র পূৰ্বোক্তভাবে ধরিয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্রো নান্দীমুখি প্রপিতামহ অমুক-দেবশৰ্মন্ এতদবনেনিষ্কু তুভ্যং নমঃ” বলিয়া তৃতীয় চতুষ্কোণ জলরেখার উপর উহা দিবে । এইরূপ “বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্রো নান্দীমুখি মাতামহ অমুক-দেবশৰ্মন্ এতদবনেনিষ্কু তুভ্যং নমঃ” বলিয়া মাতামহ পক্ষে প্রথম চতুষ্কোণ জলরেখার উপর সজল ত্রিপত্র দিয়া, আর একটি ত্রিপত্র ধরিয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্রো নান্দীমুখি প্রমাতামহ অমুক-দেবশৰ্মন্ এতদবনেনিষ্কু তুভ্যং নমঃ” বলিয়া দ্বিতীয় চতুষ্কোণ জলরেখার উপর উহা দিয়া, আর একটি ত্রিপত্র ধরিয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্রো নান্দীমুখি বৃদ্ধপ্রমাতামহ অমুক-দেবশৰ্মন্ এতদবনেনিষ্কু তুভ্যং নমঃ” বলিয়া তৃতীয় চতুষ্কোণ-জলরেখার উপর উহা নিক্ষেপ করিয়া, ঐ স্থানত্রয়ে মাতৃপক্ষাদিক্রমে উত্তরাগ্র করিয়া কুশ পাতিবে । পরে “ওঁ আয়ান্ত নঃ নান্দীমুখাঃ পিতরঃ সোম্যাসঃ” বলিয়া যব ছড়াইয়া দিয়া, দধি-মধু-যব-বদরপ্রভৃতি-মিশ্রিত বিধপ্রমাণ নয়টি পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া, ত্রিপত্র যব ও তুলসী যুক্ত একটি পিণ্ড “মধু মধু মধু” বলিয়া দক্ষিণ হস্তে লইয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্রো নান্দীমুখি মাতঃ অমুক দেবি এতৎ পিণ্ডং সযবোদকং তুভ্যং নমঃ” বলিয়া দৈবতীর্থে প্রথম চতুষ্কোণ জলরেখার কুশের উপর দিয়া হাত ধুইবে ; পরে ঐরূপ আর একটি পিণ্ড লইয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্রো নান্দীমুখি পিতামহি অমুক দেবি এতৎ পিণ্ডং সযবোদকং তুভ্যং নমঃ” বলিয়া দ্বিতীয় চতুষ্কোণ জলরেখার কুশোপরি দিয়া হাত ধুইবে । পরে ঐরূপ অপর পিণ্ডটি লইয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্রো নান্দীমুখি প্রপিতামহি অমুক-দেবি এতৎ পিণ্ডং সযবোদকং তুভ্যং নমঃ” বলিয়া তৃতীয় চতুষ্কোণ-জলরেখার কুশোপরি দিয়া হাত ধুইবে । পরে “মধু মধু মধু” বলিয়া ঐরূপ একটি পিণ্ড লইয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্রো নান্দীমুখি পিতঃ অমুক-দেবশৰ্মন্ এতৎ পিণ্ডং সযবোদকং তুভ্যং নমঃ” বলিয়া পিতৃপক্ষের পিণ্ডস্থানের প্রথম চতুষ্কোণ জলরেখার কুশোপরি দিয়া হাত ধুইবে ; পরে ঐরূপ অত্র পিণ্ড লইয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্রো নান্দীমুখি পিতামহ অমুক-দেবশৰ্মন্ এতৎ পিণ্ডং সযবোদকং তুভ্যং নমঃ” বলিয়া দ্বিতীয়-চতুষ্কোণ জলরেখার কুশোপরি দিয়া হাত ধুইয়া, ঐরূপ অপর পিণ্ড লইয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্রো নান্দীমুখি প্রপিতামহ অমুক-দেবশৰ্মন্ এতৎ পিণ্ডং সযবোদকং তুভ্যং নমঃ” বলিয়া তৃতীয় চতুষ্কোণ মণ্ডলের উপর দিয়া হাত ধুইবে । পরে “মধু মধু মধু” বলিয়া ঐরূপ একটি পিণ্ড দক্ষিণ হস্তে লইয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্রো নান্দীমুখি মাতামহ অমুক-দেবশৰ্মন্ এতৎ পিণ্ডং সযবোদকং তুভ্যং নমঃ” বলিয়া মাতামহপক্ষে পিণ্ডস্থানের প্রথম চতুষ্কোণ-জলরেখার কুশোপরি দিয়া হাত ধুইবে ; পরে ঐরূপে আর একটি পিণ্ড লইয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্রো নান্দীমুখি প্রমাতামহ অমুক-দেবশৰ্মন্ এতৎ পিণ্ডং সযবোদকং তুভ্যং নমঃ” বলিয়া দ্বিতীয় চতুষ্কোণ জলরেখার কুশোপরি দিয়া হাত

ধুইয়া, ঐরূপ অস্ত্র একটি পিণ্ড লইয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্র নান্দীমুখ বৃদ্ধ প্রমাতামহ অমুক-দেবশর্শ্বন এতৎ পিণ্ডং সযবোদকং তুভ্যং নমঃ” বলিয়া তৃতীয়-চতুষ্কোণ-জলরেখার কুশোপরি দিবে। পরে পিণ্ডের অবশিষ্ট বাহা থাকিবে, পিণ্ডের চারিদিকে ছড়াইয়া দিবে। পরে “ওঁ লেপভূজঃ নান্দীমুখাঃ পিতরঃ প্রীয়স্বাম্” বলিয়া হাতে বাহা লেপা থাকিবে, কুশের দ্বারা ছাড়াইয়া প্রপিতামহীর পিণ্ডের উপর দিয়া হাত ধুইয়া কৃতাজলি হইয়া “ওঁ অত্র নান্দীমুখাঃ পিতরঃ মাদয়ধ্বম্। যথাভাগ-মাবুযায়ধ্বম্” (বা ২।৩১) জপ করিয়া উত্তরাভিমুখ হইয়া স্বাসরোধ করিয়া “ওঁ বসন্তায় নমস্তভ্যং, গ্রীষ্মায় চ নমো নমঃ। বর্ষাভ্যশ্চ শরৎ-সংস্কৃত-ঋতবে চ নমঃ সদা ॥ ওঁ হেমন্তায় নমস্তভ্যং, নমস্তে শিশিরায় চ। মাস-সংবৎসরেভ্যশ্চ, দিবসেভ্যো নমো নমঃ ॥” এই ছইটি মন্ত্র পড়িয়া “ওঁ ষড়ভাঃ ঋতুভ্যো নমঃ” বলিয়া প্রণাম করিয়া “ওঁ অমীমদস্ত নান্দীমুখাঃ পিতরো যথাভাগ মাবুযায়মত” (বা ২।৩১) বলিয়া স্বাস ত্যাগ করিবে। পরে পিণ্ডপাত্রে কিঞ্চিৎ জল ঢালিয়া ত্রিপত্র ও যবাদির সহিত ঐ জল দক্ষিণ হস্তে লইয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্রে নান্দীমুখি মাতঃ অমুকি দেবি এতৎ প্রত্যবনেজনং তুভ্যং নমঃ” বলিয়া মাতৃপিণ্ডের উপর দিবে; এইরূপে “বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্রে নান্দীমুখি পিতামহি অমুকি দেবি এতৎ প্রত্যবনেজনং তুভ্যং নমঃ” বলিয়া পিতামহীর পিণ্ডে জল দিয়া, পুনর্বার ঐরূপ ত্রিপত্রাদি লইয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্রে নান্দীমুখি প্রপিতামহি অমুকি দেবি। এতৎ প্রত্যবনেজনং তুভ্যং নমঃ” বলিয়া প্রপিতামহীর পিণ্ডে দিবে। পরে পূর্বোক্তরূপে ত্রিপত্রাদি লইয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্র নান্দীমুখ পিতঃ অমুক দেবশর্শ্বন এতৎ প্রত্যবনেজনং তুভ্যং নমঃ” বলিয়া পিতৃপিণ্ডের উপর দিবে এবং “বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্র নান্দীমুখ পিতামহ অমুক-দেবশর্শ্বন এতৎ প্রত্যবনেজনং তুভ্যং নমঃ” বলিয়া ত্রিপত্রাদি পিতামহ পিণ্ডে দিবে, পুনর্বার ত্রিপত্রাদি লইয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্র নান্দীমুখ প্রপিতামহ অমুক-দেবশর্শ্বন এতৎ প্রত্যবনেজনং তুভ্যং নমঃ” বলিয়া প্রপিতামহপিণ্ডে দিবে। পরে ঐরূপ ত্রিপত্রাদি ও পিণ্ডপাত্র প্রক্ষালন জল লইয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্র নান্দীমুখ মাতামহ অমুক-দেবশর্শ্বন এতৎ প্রত্যবনেজনং তুভ্যং নমঃ” বলিয়া মাতামহের পিণ্ডের উপর দিবে এবং “বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্র নান্দীমুখ প্রমাতামহ অমুক দেবশর্শ্বন এতৎ প্রত্যবনে জনং তুভ্যং নমঃ” বলিয়া প্রমাতামহের পিণ্ডের উপর ত্রিপত্রাদি দিবে; পুনর্বার “বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র নান্দীমুখ বৃদ্ধপ্রমাতামহ অমুক-দেবশর্শ্বন এতৎ প্রত্যবনেজনং তুভ্যং নমঃ” বলিয়া বৃদ্ধপ্রমাতামহের পিণ্ডের উপর ঐরূপ ত্রিপত্রাদি দিবে। এখানে নীবি শ্লথ করিবে। পরে কৃতাজলি হইয়া পিণ্ডগুলির উপরে ষড়জলি মন্ত্র পড়িবে; যথা :- ওঁ নমো বো নান্দীমুখাঃ পিতরঃ শুশ্রায়। ওঁ নমো বো নান্দীমুখাঃ পিতরস্তপসে। ওঁ নমো বো নান্দীমুখাঃ পিতরো রসায়। ওঁ নমো বো নান্দীমুখাঃ পিতরো যজ্ঞীবম্। ওঁ নমো বো নান্দীমুখাঃ পিতরো ঘোরায় মত্তবে। ওঁ পুঠো নান্দীমুখাঃ পিতরো নমো বঃ”* এই মন্ত্র পড়িয়া নূতন শুক্ল বস্ত্রের দশার হস্ত ত্রিপত্রে জড়াইয়া “ওঁ এতৎ বো নান্দীমুখাঃ পিতরো বাসঃ” (সা, ত্রা ১।৩।১৪) বলিয়া দক্ষিণ হস্তে কোশার জলে ডুবাইয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্রে নান্দীমুখি মাতঃ অমুকি দেবি এতৎ বাসস্তভ্যং নমঃ” বলিয়া মাতৃপিণ্ডের উপর দিবে। এইরূপে প্রত্যেক পিণ্ডের উপর বাসঃস্বত্র দিতে হইবে। পূর্বের ত্রায় বাস ধরিয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্রে নান্দীমুখি পিতামহি অমুকি দেবি এতদ্বাসস্তভ্যং নমঃ। বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্রে নান্দীমুখি প্রপিতামহি অমুকি দেবি এতদ্বাসস্তভ্যং নমঃ”। ঐরূপ “বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র নান্দীমুখ পিতঃ অমুক-দেবশর্শ্বন এতদ্বাসঃ তুভ্যং নমঃ। বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্র নান্দীমুখ পিতামহ অমুক-দেবশর্শ্বন এতদ্বাসঃ তুভ্যং নমঃ। বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র নান্দীমুখ প্রপিতামহ অমুক-দেবশর্শ্বন এতদ্বাসস্তভ্যং নমঃ”। এইরূপ মাতামহপক্ষেও “বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র নান্দীমুখ মাতামহ অমুক-দেবশর্শ্বন এতদ্বাসস্তভ্যং নমঃ। বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্র নান্দীমুখ প্রমাতামহ অমুক-দেবশর্শ্বন এতদ্বাসস্তভ্যং নমঃ। বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্র নান্দীমুখ বৃদ্ধ প্রমাতামহ অমুক-দেবশর্শ্বন এতদ্বাসস্তভ্যং নমঃ” বলিয়া প্রত্যেক পিণ্ডে বাসঃস্বত্র দিবে। পরে কুশি করিয়া জল লইয়া + “ওঁ উজ্জ্বং বহস্তোরমৃতং স্ততং পয়ঃ কৌলালং পরিস্রুতম্। পুঠো হু তপস্বত মে

* রঘুনন্দন মতে ইহা কাণ্ঠশাখীর পাঠ এবং বাজমবেয় শাখার পাঠ এই :-

নমো বঃ পিতরো রসায়। নমো বঃ পিতরঃ শোষায়। নমো বঃ পিতরো জীবায়। নমো বঃ পিতরঃ স্বধারৈ। - নমো বঃ পিতরো ঘোরায়। নমো বঃ পিতরো মত্তবে” (বা ২।৩২) রঘুনন্দন আরা বলেন যে “বসন্তায় ইত্যাদি ষড়্বেদোদীপণের পাঠ্য নহে উহা সামবেদীর পাঠ্য এবং সামবেদীর “নমো বঃ ইত্যাদি” পড়িবে না। (যজুর্বেদী প্রাক্ষতঃ)।

+ সামবেদীর নান্দীপ্রাক্ষে এখানে উজ্জ্বান নাই, শেষে যে উজ্জ্বান আছে, তাহাই দেওয়া সামবেদীর নান্দীপ্রাক্ষে ব্যবহার।

নান্দীমুখান্ পিতৃন্” (বা ২।৩৪) এই মন্ত্র পড়িয়া পিণ্ডগুলির উপর দৈবতীর্থ দ্বারা জলসেচন করিবে। পরে অমন্ত্রক গন্ধপুষ্প দ্বারা পিণ্ডগুলির পূজা করিবে। পরে প্রত্যেক পক্ষের দুইজন দুইজন ব্রাহ্মণের হস্তে জল গণ্ডুষ দিয়া কৃতাজলি হইয়া “ওঁ পিণ্ডং সম্পন্নং” এই কথা প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিবে। “স্বসম্পন্নমন্ত্র” প্রত্যেক ব্রাহ্মণ বলিবে। পরে পিণ্ড লইয়া আচ্ছাদন করিয়া স্থানান্তরে রাখিবে। পরে “ওঁ স্বস্বপ্রোক্ষিতমন্ত্র” বলিয়া প্রত্যেক পিণ্ডস্থানে জল দিবে। অনন্তর “ওঁ শিবাঃ আপঃ সন্তু” বলিয়া অগ্রে দৈবপক্ষের ব্রাহ্মণে জল দিবে; পরে ঐ মন্ত্রে মাতৃপক্ষের ব্রাহ্মণে, তৎপরে পিতৃপক্ষের ব্রাহ্মণে, তারপর মাতামহপক্ষের ব্রাহ্মণে একবার করিয়া জল দিবে। “ওঁ সন্তু” উত্তর ব্রাহ্মণেরা বলিবে। “ওঁ সৌমনস্যং অস্তু” বলিয়া দৈবাদিক্রমে প্রত্যেক পক্ষের ব্রাহ্মণে একবার করিয়া পুষ্প দিবে; “ওঁ অক্ষতঞ্চ অরিষ্টঞ্চ অস্তু” বলিয়া দৈবাদিক্রমে প্রত্যেক পক্ষের ব্রাহ্মণে একবার করিয়া দুর্ভিক্ষত দিবে; “ওঁ অস্তু” উত্তর ব্রাহ্মণেরা প্রত্যেকবার বলিবে। পরে **অক্ষয়াদান**।

যথা :—যব ঘৃত মধু একত্র করিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ জল মিশাইয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসং অদ্যোত্যাতি অমুক-গোত্রস্য মৎপুত্রস্য ত্রীঅমুক দেবশর্ষণঃ বর্ষণঃ (পিতা নান্দীমুখ না করিলে “মৎপুত্রস্য” বলিবে না), শুভামুক-কর্ষাভ্যাদয়ার্থং অমুক গোত্রায়াঃ নান্দীমুখাঃ মাতুঃ অমুক-দেব্যাঃ বৃদ্ধিশ্রদ্ধেহস্মিন্ দত্তেন অনেন অন্নপানাদিনা নান্দীমুখাঃ মাতরঃ প্রীয়ন্তাম্” বলিয়া মাতৃপক্ষের ব্রাহ্মণে ঐ যব আজ্য-মধু-সংযুক্ত-জল (অর্থাৎ অক্ষয়া) দিলে, “ওঁ অস্তু প্রীতিঃ” ব্রাহ্মণেরা বলিলে, “সর্বং তেভ্যঃ উপতিষ্ঠতাম্” বলিয়া পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণে জল দিবে; “বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসং অদ্যোত্যাতি অমুক-গোত্রস্য (মৎপুত্রস্য) ত্রীঅমুক-দেবশর্ষণঃ শুভামুক-কর্ষাভ্যাদয়ার্থং অমুক-গোত্রায়াঃ নান্দীমুখাঃ পিতামহাঃ অমুক-দেব্যাঃ বৃদ্ধিশ্রদ্ধেহস্মিন্ দত্তেন অনেন অন্নপানাদিনা নান্দীমুখাঃ পিতামহাঃ প্রীয়ন্তাম্” বলিয়া অক্ষয়া ব্রাহ্মণে দিলে, ওঁ “অস্তু প্রীতিঃ” ব্রাহ্মণেরা বলিলে, “সর্বং তেভ্যঃ উপতিষ্ঠতাম্” বলিয়া পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণে জল দিবে। “বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসং অদ্যোত্যাতি অমুক-গোত্রস্য (মৎপুত্রস্য) ত্রীঅমুক-দেবশর্ষণঃ শুভামুক-কর্ষাভ্যাদয়ার্থং অমুক-গোত্রায়াঃ নান্দীমুখাঃ প্রপিতামহাঃ অমুক-দেব্যাঃ বৃদ্ধিশ্রদ্ধেহস্মিন্ দত্তেন অনেন অন্নপানাদিনা প্রপিতামহাঃ প্রীয়ন্তাম্” বলিয়া ব্রাহ্মণে অক্ষয়া দিলে, “ওঁ অস্তু প্রীতিঃ” ব্রাহ্মণেরা বলিলে, “সর্বং তেভ্যঃ উপতিষ্ঠতাম্” বলিয়া পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণে জল দিবে। পরে পিতৃপক্ষে অক্ষয়াদান করিবে; যথা : অক্ষয়া লইয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসং অদ্যোত্যাতি অমুক-গোত্রস্য (মৎপুত্রস্য) ত্রীঅমুক-দেবশর্ষণঃ শুভ অমুক-কর্ষাভ্যাদয়ার্থং অমুক-গোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতুঃ অমুক-দেবশর্ষণঃ বৃদ্ধিশ্রদ্ধেহস্মিন্ দত্তেন অনেন অন্নপানাদিনা নান্দীমুখাঃ পিতরঃ প্রীয়ন্তাম্” বলিয়া পিতৃপক্ষের ব্রাহ্মণকে দিবে; “ওঁ অস্তু প্রীতিঃ” ব্রাহ্মণেরা বলিলে “সর্বং তেভ্যঃ উপতিষ্ঠতাম্” বলিয়া ব্রাহ্মণে জল দিবে। ঐরূপ “বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসং অদ্যোত্যাতি অমুক-গোত্রস্য (মৎপুত্রস্য) ত্রীঅমুক-দেবশর্ষণঃ শুভ-অমুক-কর্ষাভ্যাদয়ার্থং অমুক-গোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতামহস্য অমুক-দেবশর্ষণঃ বৃদ্ধিশ্রদ্ধেহস্মিন্ দত্তেন অনেন অন্নপানাদিনা নান্দীমুখাঃ পিতামহাঃ প্রীয়ন্তাম্” বলিয়া অক্ষয়া ব্রাহ্মণে দিবে; “ওঁ অস্তু প্রীতিঃ” ব্রাহ্মণেরা বলিলে “সর্বং তেভ্যঃ উপতিষ্ঠতাম্” বলিয়া ব্রাহ্মণে জল দিবে। পুনর্ব্বার অক্ষয়া লইয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসং অদ্যোত্যাতি অমুক-গোত্রস্য (মৎপুত্রস্য) ত্রীঅমুক-দেবশর্ষণঃ শুভ-অমুক-কর্ষাভ্যাদয়ার্থং অমুক-গোত্রস্য নান্দীমুখস্য প্রপিতামহস্য অমুক-দেবশর্ষণঃ বৃদ্ধিশ্রদ্ধেহস্মিন্ দত্তেন অনেন অন্নপানাদিনা নান্দীমুখাঃ প্রপিতামহাঃ প্রীয়ন্তাম্” বলিয়া ব্রাহ্মণে দিবে; “ওঁ অস্তু প্রীতিঃ” ব্রাহ্মণেরা বলিলে “সর্বং তেভ্যঃ উপতিষ্ঠতাম্” বলিয়া ব্রাহ্মণে জল দিবে। পরে মাতামহপক্ষে অক্ষয়া লইয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসং অদ্যোত্যাতি অমুক-গোত্রস্য (মৎপুত্রস্য) ত্রীঅমুক-দেবশর্ষণঃ শুভ-অমুক-কর্ষাভ্যাদয়ার্থং অমুক-গোত্রস্য নান্দীমুখস্য মাতামহস্য অমুক-দেবশর্ষণঃ বৃদ্ধিশ্রদ্ধেহস্মিন্ দত্তেন অনেন অন্নপানাদিনা নান্দীমুখাঃ মাতামহাঃ প্রীয়ন্তাম্” বলিয়া মাতামহপক্ষের ব্রাহ্মণে দিবে; “ওঁ অস্তু প্রীতিঃ” ব্রাহ্মণেরা বলিলে “সর্বং তেভ্যঃ উপতিষ্ঠতাম্” বলিয়া ব্রাহ্মণে জল দিবে। পুনর্ব্বার অক্ষয়া লইয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসং অদ্যোত্যাতি অমুক-গোত্রস্য (মৎপুত্রস্য) ত্রীঅমুক-দেবশর্ষণঃ শুভ-অমুক-কর্ষাভ্যাদয়ার্থং অমুক-গোত্রস্য নান্দীমুখস্য প্রমাতামহস্য অমুক-দেবশর্ষণঃ বৃদ্ধিশ্রদ্ধেহস্মিন্ দত্তেন অনেন অন্নপানাদিনা নান্দীমুখাঃ প্রমাতামহাঃ প্রীয়ন্তাম্” বলিয়া ব্রাহ্মণে দিলে “ওঁ অস্তু প্রীতিঃ” ব্রাহ্মণাদিরা বলিলে “সর্বং তেভ্যঃ উপতিষ্ঠতাম্” বলিয়া ব্রাহ্মণে জল দিবে। পুনর্ব্বার অক্ষয়া লইয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসং অদ্যোত্যাতি অমুক-গোত্রস্য (মৎপুত্রস্য) ত্রীঅমুক-দেবশর্ষণঃ শুভ-অমুক-কর্ষাভ্যাদয়ার্থং অমুক-গোত্রস্য নান্দীমুখস্য বৃদ্ধপ্রমাতামহস্য অমুক-দেবশর্ষণঃ বৃদ্ধিশ্রদ্ধেহস্মিন্ দত্তেন অনেন

অন্নপানাদিনা নান্দীমুখাঃ বৃদ্ধপ্রমাতামহাঃ প্রীয়ন্তাম্” বলিয়া ব্রাহ্মণে দিলে, “ওঁ অস্ত্র প্রীতিঃ” ব্রাহ্মণেরা বলিলে, “সৰ্গং তেভ্যঃ উপতিষ্ঠতাম্” বলিয়া ব্রাহ্মণে জল দিবে। পরে কৃতাজলি হইয়া “ওঁ অঘোরাঃ নান্দীমুখাঃ পিতরঃ সন্ত” বলিবে ; “ওঁ সন্ত” ব্রাহ্মণেরা বলিবে। “ওঁ গোত্রং নো বর্ধতাম্” বলিবে ; “ওঁ বর্ধতাম্” প্রতিবাক্য ব্রাহ্মণেরা বলিবে। পরে আশীর্বাদ-গ্রহণ করিবে ; যথাঃ—“ওঁ আশিষো মে প্রদীয়ন্তাম্” বলিয়া প্রার্থনা করিবে ; “ওঁ আশিষঃ প্রতিগৃহ্যন্তাম্” ব্রাহ্মণেরা বলিলে, ব্রাহ্মণের আসন হইতে একটি পুষ্প লইয়া “ওঁ দাতারো নোহভিবর্ধন্তাং, বেদাঃ সন্ততিরেব চ। শ্রদ্ধা চ নো মাংসমৎ, বহুদেয়ঞ্চ নোহস্মিতি। অন্নঞ্চ নো বহু ভবেৎ, অতিথীংশ্চ লভেমহি। যাচিতারশ্চ নঃ সন্ত, মা চ যাচিয় কঞ্চন॥ অন্নং প্রবর্ধতাং নিত্যং, দাতা শতং জীবতু। যেভ্যঃ সঙ্কলিতাঃ দ্বিজাঃ, তেষামক্ষয়া তৃপ্তিরস্ত। এতাঃ সত্যাঃ আশিষঃ সন্ত, পিতৃবরপ্রসাদোহস্ত”॥ এইরূপ প্রার্থনা করিয়া “ওঁ নান্দীমুখান্ পিতৃনৃ বাচয়িষ্যে” প্রত্যেক পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ-ব্রাহ্মণকে দ্বিজাজ্ঞা করিবে। “ওঁ বাচয়” ব্রাহ্মণেরা বলিবে। পরে অর্ঘ্যের পবিত্র লইয়া গ্রহিণীমোচন করিয়া প্রত্যেক পিণ্ডের উপর জলের সহিত ঐ কুশ দিবে ; যথাঃ—নান্দীমুখীভো মাতৃভ্যঃ প্রীয়ন্তাম্” বলিয়া মাতৃপিণ্ডে মাতার অর্ঘ্যের কুশ দিবে। “ওঁ অস্ত্র প্রীতিঃ” ব্রাহ্মণেরা বলিবে॥ এবং “ওঁ নান্দীমুখীভ্যঃ পিতামহীভ্যঃ প্রীয়ন্তাম্” বলিয়া পিতামহীপিণ্ডে পিতামহীর অর্ঘ্যের কুশ দিবে। “ওঁ অস্ত্র প্রীতিঃ” ব্রাহ্মণেরা বলিবে॥ “ওঁ নান্দীমুখীভ্যঃ প্রপিতামহীভ্যঃ প্রীয়ন্তাম্” বলিয়া প্রপিতামহীপিণ্ডে প্রপিতামহীর অর্ঘ্যের কুশ দিবে ; “ওঁ অস্ত্র প্রীতিঃ” ব্রাহ্মণেরা বলিবে। “ওঁ নান্দীমুখ্যেভ্যঃ পিতৃভ্যঃ প্রীয়ন্তাম্” বলিয়া পিতার পিণ্ডের উপর পিতার অর্ঘ্যের কুশ দিবে ; “ওঁ অস্ত্র প্রীতিঃ” ব্রাহ্মণেরা বলিবে॥ “ওঁ নান্দীমুখ্যেভ্যঃ পিতামহেভ্যঃ প্রীয়ন্তাম্” বলিয়া পিতামহের অর্ঘ্যের কুশ পিতামহ-পিণ্ডে দিবে। “ওঁ অস্ত্র প্রীতিঃ” অস্ত্রে বলিবে॥ “ওঁ নান্দীমুখ্যেভ্যঃ প্রপিতামহেভ্যঃ প্রীয়ন্তাম্” বলিয়া প্রপিতামহের অর্ঘ্যের কুশ লইয়া প্রপিতামহ-পিণ্ডে দিবে। “ওঁ অস্ত্র প্রীতিঃ” অস্ত্রে বলিবে॥ পরে “ওঁ নান্দীমুখ্যেভ্যঃ মাতামহেভ্যঃ প্রীয়ন্তাম্” বলিয়া মাতামহপিণ্ডে মাতামহের অর্ঘ্যের কুশ দিলে, “ওঁ অস্ত্র প্রীতিঃ” অন্যে বলিবে। “ওঁ প্রমাতামহেভ্যঃ প্রীয়ন্তাম্” বলিয়া প্রমাতামহের অর্ঘ্যের কুশ লইয়া প্রমাতামহের পিণ্ডে দিবে, “ওঁ অস্ত্র প্রীতিঃ” অস্ত্রে বলিবে॥ “ওঁ বৃদ্ধ প্রমাতামহেভ্যঃ প্রীয়ন্তাম্” বলিয়া বৃদ্ধপ্রমাতামহের অর্ঘ্যের কুশ বৃদ্ধপ্রমাতামহের পিণ্ডে দিবে। “ওঁ অস্ত্র প্রীতিঃ” ব্রাহ্মণেরা বলিবে॥ পরে কুশি দ্বারা জল লইয়া “ওঁ উর্জ্জং বহস্তীরমৃতং যতং পয়ঃ কীলালং পরিস্কৃতম্। পৃষ্ঠা স্হ তর্পয়ত মে নান্দীমুখান্ পিতৃনৃ” বলিয়া প্রত্যেক পিণ্ডস্থানে পুনর্বার উর্জ্জ (পিণ্ড বিসর্জনের জল) দিবে। পরে হুস্তীকৃতপাত্র খুলিয়া ঐ পাত্রের জল মন্তকে দিয়া দক্ষিণাস্ত করিবে। অগ্রে মাতৃপক্ষে দক্ষিণা দিবে ; যথা—দ্রাক্ষা আমলকমূলদির মূলা বামহস্তে ধরিয়া দক্ষিণহস্তে কোশার জলে কুশ ধরিয়া “এতস্মৈ দ্রাক্ষামলকমূলমূল্যায় নমঃ” বলিয়া জল প্রোক্ষণ দিয়া “এতে গন্ধপুষ্পে এতদপিপত্যে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ, এতৎ সম্প্রদানাত্যাং ব্রাহ্মণাত্যাং নমঃ, বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ অদ্য অমুকমাসি অমুকরাশিষ্ঠে ভাস্করে অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুক-গোত্রস্য শ্রীঅমুক-দেবশ্রম্ভণঃ বশ্মণঃ শুশ্রুস্ত বা শুভ-অমুক কৰ্ম্মাভ্যুদয়ার্থং অমুক-গোত্রায়াঃ নান্দীমুখ্যা মাতুঃ অমুক-দেব্যাঃ, অমুক-গোত্রায়াঃ নান্দীমুখ্যাঃ পিতামহাঃ অমুক-দেব্যাঃ, অমুকগোত্রায়াঃ নান্দীমুখ্যাঃ প্রপিতামহাঃ অমুক-দেব্যাঃ কৃতৈতদ্-বুদ্ধিশ্রাদ্ধকশ্রম্ভণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং দ্রাক্ষামলকমূলমূল্যায় শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভব-গোত্রনামভ্যাং ব্রাহ্মণাত্যাং অহং দদে”। * বলিয়া কুশবারি প্রোক্ষণ করিবে। পরে “এতয়া দক্ষিণয়া শ্রাদ্ধমিদং সদক্ষিণমস্ত” বলিয়া ব্রাহ্মণে জল পশু দিবে। পরে পিতৃপক্ষে দক্ষিণা : দক্ষিণাদ্রব্য পূর্ববৎ অর্চনা করিয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসদদ্যোত্যাদি অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশ্রম্ভণঃ বশ্মণঃ শুভ-অমুক-কৰ্ম্মাভ্যুদয়ার্থং অমুক-গোত্রাণাং নান্দীমুখানাং পিতৃ-পিতামহ-প্রপিতামহানাং অমুক-অমুক-অমুক-দেবশ্রম্ভণাম্ কৃতৈতদ্-বুদ্ধি-শ্রাদ্ধকশ্রম্ভণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং দ্রাক্ষামলকমূলমূল্যায় শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনামভ্যাং ব্রাহ্মণাত্যাং অহং দদে” বলিয়া কুশবারি প্রোক্ষণপূর্বক “এতয়া দক্ষিণয়া শ্রাদ্ধমিদং সদক্ষিণমস্ত” বলিয়া জলগণ্ডুষ ব্রাহ্মণে দিবে। পরে মাতামহপক্ষে দক্ষিণা দিবে। পূর্ববৎ দক্ষিণাদ্রব্য অর্চনা করিয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসদদ্যোত্যাদি অমুক-গোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশ্রম্ভণঃ বশ্মণঃ শুভ-অমুক-কৰ্ম্মাভ্যুদয়ার্থং অমুক-গোত্রাণাং নান্দীমুখানাং মাতামহ-প্রমাতামহ-বৃদ্ধপ্রমাতামহানাং অমুক-অমুক-অমুক-দেবশ্রম্ভণাং,

কৃতৈতদ্রুদ্রিশ্রাদ্ধকর্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং দ্রাক্ষামলকমূলমুলাং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রানামভ্যাং ব্রাহ্মণাভ্যাং অহং দদে” বলিয়া কুশবারি প্রোক্ষণপূর্বক “এতয়া দক্ষিণয়া শ্রাদ্ধমিদং সদক্ষিণমস্ত” বলিয়া জলগণ্ডু ব্রাহ্মণে দিবে। পরে দেবপক্ষে দক্ষিণা দিবে। পূর্ববৎ দক্ষিণাদ্রব্য অর্চনা করিয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসদ্যোত্যাতি অমুক-গোত্রস্ত শ্রীঅমুক দেবশর্মণঃ বর্ষণঃ শুভ-অমুক কর্ম্মভ্যাদয়ার্থং কৃতৈতদ্-বহুসত্যয়োবিশ্বেষাং দেবানাং রুদ্রিশ্রাদ্ধকর্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং দ্রাক্ষামলকমূলমুলাং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রানামভ্যাং ব্রাহ্মণাভ্যাং অহং দদে” বলিয়া কুশবারি প্রোক্ষণপূর্বক “এতয়া দক্ষিণয়া শ্রাদ্ধমিদং সদক্ষিণমস্ত” বলিয়া জলগণ্ডু দৈবব্রাহ্মণে দিবে। অনন্তর “ওঁ বিশ্বদেবাঃ শ্রীয়ন্তাম্” বলিয়া দৈবব্রাহ্মণে জলগণ্ডু দিবে। পরে “ওঁ দেবতাভ্যাং পিতৃভ্যাশ্চ, মহাযোগিভ্যাং এব চ। নমঃ পুঠ্যৈ স্বাহারৈ, নিত্যমেব ভবন্ত” ॥ (ব্রহ্ম ২২০।১৪৩) ॥ এইমন্ত্র দেবপক্ষে একবার, পিতৃপক্ষে একবার ও মাতামহপক্ষে একবার—এই তিনবার পড়িয়া “ওঁ বাজে বাজেহবত বাজিনো নো ধনেষু বিপ্রা অমৃতা ঋতজ্জাঃ। অস্য মধ্বঃ পিবত মাদয়ধ্বং তৃপ্তা যাত পথিভি দেবযানৈঃ ॥” (বা ৯।১৮) ॥ এই মন্ত্রে কুশমূলদ্বারা অগ্রে মাতৃব্রাহ্মণের, পরে পিতৃব্রাহ্মণের, তারপরে মাতামহ-ব্রাহ্মণের বিসর্জন করিয়া কুশাগ্রদ্বারা দৈবপক্ষের ব্রাহ্মণের বিসর্জন করিবে। পরে “অভিরম্যতাং, ক্ষমস্ব” বলিয়া ব্রাহ্মণদিগের আসন নাড়িয়া দিয়া “ওঁ আ মা বাজন্ত প্রসবো জগ-ম্যাদেনে দাবাপৃথিবী বিশ্বরূপে। আ মা গন্তাং পিতরা মাতরা চা মা সোমো অমৃতহেন গম্যাৎ” (বা ৯।১৯) বলিয়া জল ও পুষ্প দিয়া প্রথম মাতৃব্রাহ্মণদ্বয়কে, পরে পিতৃব্রাহ্মণদ্বয়কে, তারপর মাতামহ ব্রাহ্মণদ্বয়কে, শেষে দেবপক্ষের ব্রাহ্মণদ্বয়কে প্রণাম করিবে। পরে “ভবন্ত্যামহং কৃতার্থীকৃতঃ” বলিলে, “কৃতার্থো ভব” ব্রাহ্মণেরা বলিবে। • পরে প্রথম মাতৃপক্ষের, পরে পিতৃ-পক্ষের, তারপরে মাতামহপক্ষের, শেষে দেবপক্ষের পাত্রায়, বিশিষ্টব্রাহ্মণকে খাওয়াইবে; ব্রাহ্মণ না পাইলে ব্রাহ্মণের উদ্দেশে ভূমিতে জল নিক্ষেপ করিবে। পিণ্ডগুলি গো বা অজকে দিবে অথবা অগ্নিতে বা জলে ফেলিয়া দিবে। পরে “কৃতৈতদ্ রুদ্রিশ্রাদ্ধ-কস্মাচ্ছিদ্র-মস্ত” শ্রাদ্ধকর্তা বলিবে। “ওঁ অস্ত” ব্রাহ্মণেরা বলিবে। পরে কোশার জলে দক্ষিণ হস্তের উপরে বামহস্ত উপুড়ভাবে রাখিয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ অস্ত্র অমুক-মাসি অমুক-রাশিস্থে ভাস্বরে অমুক-পক্ষে অমুক-তিথৌ অমুক-গোত্র-শ্রীঅমুক-দেবশর্মণা (শ্রাদ্ধকর্তা নিজের নাম উল্লেখ করিয়া) মংকুতেহস্মিন্ রুদ্রিশ্রাদ্ধকস্মণি যদৈগুণ্যং জাতং তদ্যোষপ্রশমনায় ওঁ বিষ্ণুস্মরণমহং করিষ্যে” বলিয়া “ওঁ বিষ্ণুঃ” দশবার জপ করিবে ও সূর্য্যপ্রণাম করিবে ॥

ইতি রুদ্রিশ্রাদ্ধ বা অভ্যাদয়িক শ্রাদ্ধ সমাপ্ত ॥

শবসংকার বিধি ।

গোময়লিপ্ত অনাচ্ছাদিত স্থানে দক্ষিণাগ্রকূশের উপর আসন্নমূর্ত্তা ব্যক্তিকে দক্ষিণশিরা করিয়া শুয়াইবে।

যদি সময় পাওয়া যায় তাহা হইলে অঙ্গ প্রায়শ্চিত্তের ধেনু, স্তবর্ণ, রোপ্য, ভূমি ও তিলপাত্র উৎসর্গ করিবে। “প্রোতমঞ্জরী”তে এইস্থলে একমাত্র “বৈতরণী” বিহিত আছে। এই সমস্ত কার্য হই একদিন পূর্ব্বেও হইতে পারে। (১)

অঙ্গ-প্রায়শ্চিত্ত ধেনু প্রভৃতি দানের রীতি

ধেনুদান। পূর্বাভিমুখে বসিয়া আচমন করিয়া “এতশ্চৈ অঙ্গপ্রায়শ্চিত্তমূল্যোপকল্পিতধেনুঃ নমঃ। এতদধিপত্যে ওঁ রুদ্রায় নমঃ” বলিয়া ফুলচন্দন দিয়া পূজা করিয়া “সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ” বলিয়া কুশবারি প্রোক্ষণ করিবে। পরে কুশ, তিল ও জল লইয়া উৎসর্গ করিবে—“বিষ্ণুরে। তৎসৎ অস্ত্র অমুক-মাসি অমুক-পক্ষে অমুক-তিথৌ অমুক-গোত্রস্ত্র অমুক-দেবশর্মণঃ বর্ষণঃ বা গুপ্তস্ত্র (২) আজন্মকৃতপাপক্ষয়কামঃ এতাং অঙ্গপ্রায়শ্চিত্তমূল্যোপকল্পিতাং ধেনুং গন্ধাভ্যর্জিতাং রুদ্রদেবতাকাং যথানাম-

০এখানে “পিতা ধর্ম্মঃ ইত্যাদি” এবং “পিতৃচরণেষ্যো নমঃ” পিতৃপ্রণামের কথা কেহ বলিতে পারেন কিন্তু হল্যুথ এই শ্রাদ্ধে ইহা ধরেন নাই।

(১) এই দান কার্য্য প্রতিনিধি দ্বারা করাইবার ব্যবস্থা হইলে বন্ধন হয়, এখানে তাহাই লিখিত হইল। অয়ং করিতে পারিলে বঠাঙ্গ হানে প্রযোজ্য হইবে অর্থাৎ “গোত্রস্ত্র” স্থানে “গোত্রঃ” এইরূপ হইবে।

(২) শূদ্রের “দাসস্ত্র” বলিবে, সেখানে “শ্রীবিষ্ণুঃ নমোহ্য ইত্যাদি” বলিবে। শূদ্রেরা বেদমন্ত্র পড়িবে না, বা ওঁ উচ্চারণ করিবে না।

গোত্রায় ব্রাহ্মণায় অহং দদানি” বলিয়া উৎসর্গ করিবে। পরে দক্ষিণাস্ত করিবে যথা :—“অথৈত্যাতি অমুক গোত্রস্ত্র অমুকস্ত্র আজন্মকৃতপাপক্ষয়কামনয়া কৃতৈতৎ অঙ্গপ্রায়শ্চিত্তমূল্যোপকল্পিত-ধেহুদানকর্মণঃ সাক্ষ্যার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং তন্মূল্যং বা যথানামগোত্রায় ব্রাহ্মণায় অহং দদানি” বলিয়া দক্ষিণা দিয়া “অঙ্গপ্রায়শ্চিত্তকল্পিতধেহুরিয়ং কৃত্তদেবতাকা” বলিবে। পরে স্বর্ণ প্রভৃতি নিয়োজ্যরূপে দান করিবে।

সুবর্ণ দান, যথাঃ—“এতস্মৈ অঙ্গপ্রায়শ্চিত্তমূল্যোপকল্পিত-সুবর্ণায় নমঃ, এতদধিপত্যে ত্রিবিধবে নমঃ, এতৎ সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ। অথৈত্যাতি অমুকগোত্রস্ত্র অমুকস্ত্র আজন্মকৃতপাপক্ষয়কামঃ ইদং সুবর্ণং [যদি আশী রতি স্বর্ণ দান হয়, তাহা হইলে সে স্থলে—ইদং সুবর্ণং—বলিবে] ত্রিবিধদৈবতং যথানামগোত্রায় ব্রাহ্মণায় অহং দদানি” বলিয়া উৎসর্গ করিবে। পরে দক্ষিণা দিবে। দক্ষিণা বাক্য :—“অথৈত্যাতি অমুকগোত্রস্ত্র অমুকস্ত্র আজন্মকৃতপাপক্ষয়কামনয়া কৃতৈতৎ সুবর্ণদানকর্মণঃ সাক্ষ্যার্থং দক্ষিণাং ইদং কাঞ্চনমূল্যং যথানামগোত্রায় ব্রাহ্মণায় অহং সম্প্রদানি” বলিয়া দক্ষিণাস্ত করিবে।

ধোপাদান :—“এতস্মৈ অঙ্গপ্রায়শ্চিত্তমূল্যোপকল্পিত-রজতায় নমঃ, এতদধিপত্যে বিধবে নমঃ, এতৎ সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ” বলিয়া কুণ্ডলারি ধোক্ষণ করিয়া “অথৈত্যাতি অমুকগোত্রস্ত্র অমুকস্ত্র আজন্মকৃতপাপবিমোচনকামঃ এতৎ রজতং ত্রিবিধদৈবতং যথানামগোত্রায় ব্রাহ্মণায় অহং দদানি” বলিয়া উৎসর্গ করিবে। পরে দক্ষিণা দিবে, যথা :—“অথৈত্যাতি অমুকগোত্রস্ত্র অমুকস্ত্র আজন্মকৃতপাপক্ষয়কামনয়া কৃতৈতৎ রজতদান-কর্মণঃ সাক্ষ্যার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং ত্রিবিধ-দৈবতং যথানামগোত্রায় ব্রাহ্মণায় অহং দদানি” বলিয়া দক্ষিণাস্ত করিবে।

ভূমিদান যথা :—“এতস্মৈ ভূম্যৈ (বা এতস্মৈ ভূমিমূল্যায়) নমঃ, এতদধিপত্যে বিধবে নমঃ, এতৎ সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ” বলিয়া কুণ্ডলারি প্রোক্ষণ করিয়া “অথৈত্যাতি অমুকগোত্রস্ত্র অমুকস্ত্র আজন্মকৃতপাপক্ষয়কামঃ ইদং ভূমিং (বা এতদ্ভূমিমূল্যং) বিধুদৈবতং যথানামগোত্রায় ব্রাহ্মণায় অহং দদানি” বলিয়া দান করিবে। দক্ষিণাবাক্য :—অথৈত্যাতি অমুকগোত্রস্ত্র অমুকস্ত্র আজন্মকৃতপাপক্ষয়কামনয়া কৃতৈতদ্ভূমিদান-কর্মণঃ (বা কৃতৈতদ্ভূমিমূল্যাদানকর্মণঃ) সাক্ষ্যার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং তন্মূল্যং বা বিধুদৈবতং যথানামগোত্রায় ব্রাহ্মণায় অহং দদানি” বলিয়া দক্ষিণা দিবে।

তিলপাত্রদান :—“এতস্মৈ তিলপূর্ণপাত্রায় নমঃ, এতদধিপত্যে বিধবে নমঃ, এতৎ সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ” বলিয়া কুণ্ডলারি প্রোক্ষণ করিয়া “অথৈত্যাতি অমুকগোত্রস্ত্র অমুকস্ত্র আজন্মকৃতপাপক্ষয়কামঃ ইদং তিলপূর্ণপাত্রং ত্রিবিধদৈবতং যথানামগোত্রায় ব্রাহ্মণায় অহং সম্প্রদানি” বলিয়া উৎসর্গ করিবে। দক্ষিণাবাক্য :—“অথৈত্যাতি অমুকগোত্রস্ত্র অমুকস্ত্র আজন্মকৃতপাপক্ষয়কামনয়া কৃতৈতৎ তিলপাত্রদানকর্মণঃ সাক্ষ্যার্থং দক্ষিণাং ইদং বিধুদৈবতং যথানামগোত্রায় ব্রাহ্মণায় অহং দদানি” বলিয়া দক্ষিণা দিবে।

“কৃতৈতৎ অঙ্গ প্রায়শ্চিত্তমূল্যোপকল্পিত-ধেবাদি-দানকর্মণি অচ্ছিন্নানি সন্তু” বলিবে। “ওঁ সন্তু” ইহা ব্রাহ্মণ বলিবে। পরে জলে হাত দিয়া—“অথৈত্যাতি অমুক-গোত্র ত্রিঅমুক শয্যা বস্ত্রা বা কুতেহস্মিন্ অঙ্গপ্রায়শ্চিত্তমূল্যোপকল্পিত-ধেবাদি-দান কর্মণঃ যদৈশুণ্যং জাতং তদ্ব্যবপ্রশমনায় ওঁ বিষ্ণুস্মরণমহং করিষ্যে” বলিয়া “ওঁ বিষ্ণুঃ” দশবার উচ্চারণ করিবে।

বৈতরণী ধেহুদান যথা :—কৃষ্ণা গাতী, অভাবে ধেহুমূল্য ৫ কাহন কড়ি, অভাবে মূল্য ১০ (আঢ্য ব্যক্তির পক্ষে); ৩ কাহন কড়ি বা মূল্য ৬০ (মধ্যবৃত্তি ব্যক্তির পক্ষে); ১ কাহন কড়ি বা মূল্য ১০ (দরিদ্র পক্ষে); ইহার সহিত একখানি বস্ত্র আবশ্যক। দানবাক্য :—“এতস্মৈ সবস্ত্র-বৈতরণী কৃষ্ণায়ৈ ধেনবে নমঃ। এতদধিপত্যে বিধবে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ।” পরে—“ওঁ যমধারে মহাধারে, তপ্তা বৈতরণী নদী। তাক্ষ তর্জুং দদাম্যোনাং, কৃষ্ণাং বৈতরণীঞ্চ গাম্।” পড়িয়া পুচ্ছদেশে বলিয়া কুণ্ডল ও জল লইয়া—“অথৈত্যাতি অমুকগোত্রস্ত্র প্রেতস্ত্র (জীবিতাবস্থায় প্রেতস্ত্র বলিবে না) অমুকস্ত্র সর্কপাপবিমোচনপূর্বক-যমদ্বারাবস্থিত-তপ্তবৈতরণী-নদী-সুখসন্তরণকামঃ এনাং বৈতরণীং কৃষ্ণাং ধেহুং গন্ধাত্তর্জিতাং কৃত্তদেবতাকাং যথানাম গোত্রায় ব্রাহ্মণায় অহং সম্প্রদানি” বলিয়া পুচ্ছ জল নিক্ষেপ করিবে। পরে দক্ষিণা দিবে। দক্ষিণাবাক্য :—“অথৈত্যাতি অমুক গোত্রস্ত্র অমুকস্ত্র সর্কপাপবিমোচনপূর্বক-যমদ্বারাবস্থিত-তপ্তবৈতরণী-সুখসন্তরণকামনয়া

কৃতৈতৎ কৃষ্ণা বৈতরণী-ধেমুদান কৰ্ম্মণঃ সাক্তার্থঃ দক্ষিণামিদং কাঞ্চন মূল্যং বিষ্ণুদেবতং যথা-নাম-গোত্রায় ব্রাহ্মণায় অহং দদানি” বলিয়া দক্ষিণাস্ত করিবে। পরে “ধেমুরিয়ং ব্রহ্মদেবতাকা” বলিবে। পরে “কৃতৈতৎ কৃষ্ণবৈতরণী-ধেমুদান-কৰ্ম্মাচ্ছিন্নমস্ত” বলিবে “ও অস্ত” ব্রাহ্মণ বলিবে। পরে জলে হাত দিয়া “ও অস্তেত্যাদি অমুকগোত্র-ঐ অমুক দেবশৰ্ম্মা বৰ্ম্মা গুপ্তো বা কৃতৈহস্মিন্ কৰ্ম্মণি বটৈগুণ্যং জাতং তদ্ব্যবপ্রণমনায় ও বিষ্ণুস্মরণমহং করিষ্যে” বলিয়া দশবার “ও বিষ্ণুঃ” উচ্চারণ করিবে। ইতি বৈতরণী ধেমুদান ॥

(মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে আসন্ন-মৃত্যু ব্যক্তিকে এদেশে তারকব্রহ্মনাম শ্রবণ করান হয়।) পরে মৃত্যু হইলে (১) পুত্রাদি আত্মীয়গণ শবকে বস্ত্রাচ্ছাদন দিয়া শ্মশানে লইয়া যায়। সেখানে যাইয়া দাহস্থান পরিষ্কার করিয়া গোময়লেপন করে ও উহার উপর চিতা প্রস্তুত করে; চিতার উপর বহুতর কুশ পাতিয়া তাহার উপর শবকে দক্ষিণ শিরা (২) করিয়া শুয়ায়। পুরুষকে উপুড় করিয়া ও স্ত্রীকে চিং করিয়া শুয়াইতে হয়। শবকে চিতার তুলিবার পূর্বে দ্বত মাখাইয়া স্নান করায় ॥

স্নানমন্ত্র :—“ও গম্বাদীনি চ তীর্থানি, যে চ পুণ্যাঃ শিলোচ্চয়াঃ। কুরুক্ষেত্রঞ্চ গঙ্গাঞ্চ, যমুনাঞ্চ সরিষরাম্ ॥ কৌশিকী চম্পভাগাঞ্চ, সৰ্পপাপ-প্রণাশিনীম্। ভদ্রাবকাশাং সরযুং, গণ্ডকীং পনসাং তথা। বৈণবঞ্চ বরাহঞ্চ, তীর্থং পিণ্ডারকং তথা। পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি, চতুরঃ সাগরা স্তথা ॥ ধাত্বা তু মনসা সৰ্কে, কৃতস্নানং গতায়ুষম্ ॥ (৩)

এই মন্ত্রে স্নান করাইয়া ধৌতবস্ত্র, উত্তরীয়, যজ্ঞোপবীত, মালা ও চন্দন প্রভৃতি পরাইয়া দুইকর্ণ ছিদ্রে দুই চক্ষু দুই নাসিকাক্ষিদ্রে ও মুখে সাতটি সূবর্ণশলাকা দিয়া চিতায় তুলিয়া দেয়। (উলঙ্গশব দাহ করিতে নাই) শবের উপর বহুতর কুশ ও কাষ্ঠ দিতে হয়। (৪)

[চিতাপিণ্ড দিতে হইলে এই স্থানে দিতে হয়। যথা :—পুত্র বা অধিকারী (রঘুনন্দনের মতে স্নান করিয়া) বামজাহ্নু পাতিত করিয়া উত্তরীয় দক্ষিণদিকে রাখিয়া দক্ষিণাভিমুখে বসিয়া—“ও কুরুক্ষেত্রং গঙ্গা-গঙ্গা-প্রভাস-পুষ্করাণি চ। পুণ্যান্তেতানি তীর্থানি, শবদাহে ভবন্তিহ ॥” এই মন্ত্র পড়িয়া “ও নিহস্মি সৰ্কে যদমেধাবস্ত্রবেণুং, হতাশ্চ সৰ্কেহস্মর-দানবা ময়া। রক্ষাংসি যক্ষাঃ সপিশাচসজ্জা, হতা ময়া যাতুধানাশ্চ সৰ্কে ॥” এই মন্ত্রে পিণ্ডস্থান প্রস্তুত করিয়া তাহাতে “অপহতা অস্মরা রক্ষাংসি বেদিবদঃ” * এবং “ও নিহস্মি সৰ্কে ইত্যাদি” মন্ত্রে পিণ্ডপ্রেরণা করিয়া + পিণ্ডস্থান উৎসর্গ করিবে; যথা—“অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশৰ্ম্মন বৰ্ম্মন বা গুপ্ত এতস্তে অবনেনিস্ক উপতিষ্ঠতাং” বলিয়া জল দিবে, এবং

(১) এখানে হলায়ুগকৃত “ব্রাহ্মণসৰ্কে” দেখা যায় যে বাকীতেই মৃতব্যক্তিকে মৃত মাখাইয়া মন্ত্র পড়িয়া স্নান করাইয়া বস্ত্রাদি পরাইবার ও নাসিকার প্রভৃতি ছিদ্রে সাতটি সূবর্ণশলাকা দিবার ব্যবস্থা আছে। আর গৃহ হইতে অন্নপাক করিয়া আমপাত্রে ঐ অন্ন শবের সঙ্গে লইয়া বাইতে হয়। কিছুদূরে রাখায় শবকে হামাইয়া ঐ স্থানে অর্ধেক অন্ন ফেলিয়া দিতে হয়, বাকী অর্ধেক চিতাপিণ্ডের জন্ত লইয়া বাইতে হয়।

(২) রঘুনন্দনের মতে সাববেদী ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য সকল বর্ণেরই মৃত্যুর পূর্বে এবং মৃত হইলে উত্তর শিরয় হইবে। ‘প্রেত-মঞ্জরী’ মতে সৰ্কেদাই উত্তর শিরয় হইবে। হলায়ুগ মতে মৃত্যুকালে দক্ষিণ শিরয় হইবে; কিন্তু দাহকালে উত্তর শিরয় হইবে। আর পারস্কর গৃহের ভাব্যকার হরিহর বলেন কি মৃত্যুকালে, কি মৃত হইলে সৰ্কেদাই দক্ষিণ শিরয় হইবে।

(৩) এইস্থানে “দেবশাঙ্গিমুখাঃ সৰ্কে গৃহীত্বা তু হতাশনং” এইটুকু রঘুনন্দন ভট্টাচার্যের পুস্তকে অধিক দেখা যায়।

(৪) ‘প্রেতমঞ্জরীতে’ স্নানের মন্ত্র নাই, মৃত মাখাইয়া স্নানের ব্যবস্থা নাই, ইহাতে সুতিকা ও জল দ্বারা মৃতব্যক্তির দেহ প্রক্ষালন পূর্বক স্নান করাইবার কথা আছে এবং এককণ্ড সূবর্ণ কেবল মুখে দিবার ব্যবস্থা আছে। স্নান করানর পর বস্ত্র মালাদি পরাইয়া শবশরীরে মৃত মাখাইয়া চন্দন কাষ্ঠাদি রচিত চিতায় স্থাপন করিতে বলা হইয়াছে। কুশ দিবার কথা নাই। গৃহস্থেরও মন্ত্রদ্বারা স্নানের কথা নাই, সেখানে অময়ক স্নানের কথা আছে, তবে স্নানের পূর্বে মৃত মাখাইবার কথাও আছে। [পারস্কর গৃহের তৃতীয় কাণ্ডে দশম কণ্ডিকা ঐষ্টব্য।]

• কেহ কেহ বলেন যে সাববেদীরা “অপহতাস্মরা রক্ষাংসি বেদিবদঃ” এইরূপ সন্ধিসূক্ত করিয়া পড়িবে।

† কেহ কেহ বলেন যে “অপহতা ইত্যাদি” পড়িয়া চতুর্কোণ রেখা করিবে, “নিহস্মি ইত্যাদি” পড়িবে না। আর ঐ চতুর্কোণ রেখা বৈকুণ্ঠ কোণ হইতে অগ্নিকোণ পর্যন্ত টানিবে, অগ্নিকোণ হইতে ঈশানকোণ, ঈশান কোণ হইতে বায়ুকোণ ও বায়ুকোণ হইতে নৈঋতকোণে রেখার সঙ্গে মিশাইয়া চতুর্কোণ করিবে।

‡ কেহ কেহ বলেন যে সাববেদী-ভিন্ন-ব্যক্তি “এহি প্রেত সৌম্য গম্ভীরেভিঃ পথিভিঃ পূর্ক্সাণেভিঃ দেহ্যস্বভ্যাং ত্রিহাণিত্যং রসিক নঃ সৰ্কেবারং নিবজ্জ” এই মন্ত্রে আবাহন করিয়া পিণ্ডস্থান উৎসর্গ করিবে।

সাগ্রসমূলকুশের আন্তরণ করিয়া “অপহতা ইত্যাদি” মন্ত্রে তিল ছড়াইয়া দিয়া তিল-তুলসী ও দ্ব্যতযুক্ত পিণ্ড লইয়া “ওঁ অমুকগোত্র প্রেত অমুক এতন্তে পিণ্ডমুপতিষ্ঠতাং” § বলিয়া কুশের উপর পিণ্ড দিবে, পরে পাত্রপ্রক্ষালন জল লইয়া “অমুকগোত্র প্রেত অমুক এতন্তে প্রত্যবনেজনং উপতিষ্ঠতাং” বলিয়া পিণ্ডের উপর দিবে।]

(“পারস্করগৃহে”, তাহার ভাষ্যকার হরিহরের ও “প্রেতমঞ্জরী”র মতে চিতাপিণ্ডের ব্যবস্থা নাই। আমরা যে এখানে ইহা বন্ধনীতে দিলাম, তাহার কারণ হল্যুধ ও রঘুনন্দন উভয়েই চিতাপিণ্ডের কথা ধরিয়াছেন।)

পরে প্রাচীনাবীতি হইয়া (অর্থাৎ দক্ষিণস্বন্ধে যজ্ঞোপবীত ও উত্তরীয় ধারণ করিয়া) মৌনভাবে বামহস্তে অগ্নি লইয়া তিনবার প্রদক্ষিণ করত “ওঁ কৃতা তু হুতং কৰ্ম্ম, জানতা বাপ্যজানতা। মৃত্যুকাণবশং প্রাপ্য, নরং পঞ্চম্মাগতম্ ॥ ওঁ ধর্মাধর্ম-সমায়ুক্তং, লোভমোহ-সমাবৃতম্। দহেয়ং সর্কগাত্রাণি, দিব্যান্ লোকান্ স গচ্ছতু ॥” এই মন্ত্র পড়িয়া শবের মস্তকে অগ্নি দিবে। দাহের কিছু অবশিষ্ট থাকিতে প্রাদেশপরিমিত সাতখানি কাষ্ঠ লইয়া চিতা না দেখিয়া দক্ষিণ দিকে যাইবে এবং “ওঁ ক্রব্যাদায় নমস্তভ্যং” এই মন্ত্র একবার পড়িয়া জলজ্বলিত চিতার কাষ্ঠের উপর সাতবার কুঠারাঘাত করিয়া ঐ সাতখানি কাষ্ঠ এক এক করিয়া চিতার দক্ষিণভাগে অগ্নির উপরে দিবে। [সাগ্নিক পক্ষে :- “ওঁ অশ্মাঙ্কমধি জাতোহসি ত্বদয়ং জায়তাং পুনঃ। অসৌ স্বর্গায় লোকায় স্বাহা” (বা ৩৫।২২) এই মন্ত্র পড়িয়া পুরুষদিগকে অগ্নি দিবে। কিন্তু সাগ্নিকের স্ত্রীদিগকে “ওঁ কৃতা তু” ইত্যাদি মন্ত্রেই অগ্নি দিতে হইবে ॥] পরে দক্ষ-শেষ (অস্থি) জলে নিক্ষেপ করিবে। (গঙ্গায় অস্থি নিক্ষেপের বিশেষ ফলশ্রুতি আছে।) নিঃশেষ করিয়া দক্ষ করিতে নাই। পরে চিতা নির্ক্ষাণ করিয়া “ওঁ অপ নঃ শৌণ্ডচদমম্” [বা ৩৫।২১] এই মন্ত্রে বামহস্তের অনামিকাদ্বারা জল ক্ষেপণ করিয়া স্নান করিবে ও সকলেই তর্পণ করিবে, যথা :- দক্ষিণমুখে দাঁড়াইয়া প্রাচীনাবীতি হইয়া তিল ও মোটক লইয়া “অমুক-গোত্র প্রেত অমুক-দেবশশ্মন বর্ষন্ বা ণ্ডু এতং সতিলোদকং ভূভাং উপতিষ্ঠতাং” বলিয়া এক অঞ্জলি করিয়া জল দিয়া তর্পণ করিবে (ইহাতে প্রেতের বিশেষ উপকার হয়)। অনস্তর অগ্নি বজ্রাদি পরিয়া কোনও চত্বরাদি স্থানে সকলে বসিয়া শোক অপনোদন করিবে। যদি রাত্রিতে দাহ শেষ হয় তাহা হইলে দিবাভাগে ফিরিবে, আর যদি দিবাভাগে দাহ শেষ হয় তাহা হইলে রাত্রিতে গ্রামে আসিবে। আবশ্যক হইলে দিবাতেই বা রাত্রিতেই ব্রাহ্মণের অনুমতিপ্রাপ্ত বালক বা বালকের অভাবে জ্যেষ্ঠকে অগ্রে করিয়া গ্রামে ফিরিবে। শ্রাদ্ধান হইতে আসিবার সময় পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিবে না। অনস্তর গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া আচমন করিয়া পর পর উদক, অগ্নি, গোময়, ষ্ঠেতসর্ষপ, এবং তৈল স্পর্শ করিয়া একখানি পাথরে পদক্ষেপপূর্বক গৃহে প্রবেশ করিবে (১)। জ্ঞাতিভিন্ন স্বজাতির শবস্পর্শ করিলে কেবল মাত্র দ্ব্যত সেবন করিলে শুদ্ধ হইবে।

হৃতিকা বা রজস্বলা স্ত্রী মরিলে জলপূর্ণ কুন্তে তিল পঞ্চগব্য ও পুষ্প নিক্ষেপ করিয়া “ওঁ আপো হিষ্ঠা ময়ৌভুবন্তা ন উর্জ্জ দধাতন। মহেরণায় চক্ষুষে ॥ ওঁ যো বঃ শিবতমো রসন্তস্য ভাজয়তেহ নঃ। উশতীরিব মাতরঃ ॥ ওঁ তন্মা অরং গমাম বো যস্য ক্ষয়্য জিহ্বথ। আপো জনয়থা চ নঃ ॥” (বা ১১।৫০-৫২) এবং “ওঁ মহাবামদেব্য ঋষিঃ, বিরাড়্ গায়ত্রীচ্ছনঃ, ইন্দ্রো দেবতা, শাস্তিকর্ম্মণি জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ কন্না নশ্চিত্র আভুবদুতী সদাবৃধঃ সখা। কন্না শচিষ্ঠয়াহবৃত ॥ ওঁ কন্না সত্যো মদ্বানাম্ মণ্ডহিষ্ঠো মৎসদক্ষসঃ। দৃঢ়া চিদারুজ্জে বহু ॥ ওঁ অভী যুগঃ সখীনামবিভা জরিতৃণাম্। শতং ভবান্যতরে” (বা ২৭।৩২-৪১) এই মন্ত্র পড়িয়া স্নান করাইয়া দাহ করিতে হয়। গর্ভবতী স্ত্রী মরিলে গর্ভস্থ-সন্তানকে বাহির করিয়া স্থানান্তরে প্রোথিত করিয়া গর্ভবতীর মৃতদেহ দাহ করিবে। যে বালক বা বালিকার বয়স দুই বৎসরের কম তাহাদিগের দাহ বা প্রেততর্পণাদি নাই, তাহাদিগকে শ্রাদ্ধানভূমিতে একটি গর্তে পুতিয়া ফেলিতে হয়।

§ “পিণ্ড” এই শব্দের স্থানে “অন্নং” এইরূপ উল্লেখ কোন কোন স্থলে দেখা যায়।

(১) হল্যুধের “ব্রাহ্মণ-সর্কষ” পুস্তকের মতে আচমন করিয়া বালক বা জ্যেষ্ঠ স্পর্শ করিয়া “ওঁ শমী-পাণং নাশয়তু” মন্ত্রে শমী স্পর্শ করিয়া জল, গোময়, বৃষ, অজ স্পর্শ করিয়া দ্ব্যতযুক্ত ষ্ঠেতসর্ষপ মস্তকে গাড়ে নিক্ষেপ করিয়া “ওঁ অশ্বোষ হিরো ভূমাসম” মন্ত্রে প্রস্তরে পদক্ষেপপূর্বক দৌহন্ত হইয়া গৃহে প্রবেশ করিবে।

পূরকপিণ্ড বা ঘাটপিণ্ড

অশৌচ সঙ্কে মনু বলিয়াছেন যে—ব্রাহ্মণের দশ দিন অশৌচ, ক্ষত্রিয়ের ষাট দিন, বৈশ্যের পঞ্চদশ দিন ও শূদ্রের ত্রিশ দিন অশৌচ হয়। ঐ মৃত্যুশৌচের প্রথমদিন হইতে পর পর নয়দিন এক একটি করিয়া প্রতিদিন পূরক পিণ্ড দিবে, শেষে দশম পিণ্ডটি ব্রাহ্মণ দশমদিনে দিবে, ক্ষত্রিয় (কায়স্থ) বারদিনের দিন দিবে, বৈশ্য পনের দিনের দিন দিবে ও শূদ্র ত্রিশদিনের দিন দিবে। অশৌচান্ত দিনে সকল বর্ণেরই দশম পিণ্ডটি দিয়া ক্ষৌরাদি স্নান করার ব্যবস্থাই শাস্ত্রসিদ্ধ। ঋগ্বেদশৌচেও দশপিণ্ড দিতেই হইবে। যদি স্মৃতিবিধি হয় তাহা হইলে দিন অনুসারে ভাগ করিয়া পূরক-পিণ্ড দিবে, নচেৎ অশৌচের শেষ দিনই দশটি পিণ্ড দিবে। পূরকপিণ্ডদানের সঙ্গে সঙ্গে নীরক্ষীর (জল ও দুধ) দানের ব্যবস্থা আছে। তাহা প্রথম দিনে এক অঞ্জলি দ্বিতীয় দিনে দুই অঞ্জলি ও তৃতীয় দিনে তিন অঞ্জলি, এইরূপে পঞ্চম অঞ্জলি নীরক্ষীর দিবার ব্যবস্থা যাহা আছে, তাহাও দিন-বিভাগ করিয়া পিণ্ডানুসারে দিতে হইবে। ঐ নীরক্ষীর কাঁচা মাটির সরায় দিতে হইবে এবং তাহা ঐ সরায় রাখিয়া সরা ঢাকা দিয়া ঘাটপিণ্ড দিবার ঘাটে জলের মধ্যে তেঁকাটায় বা দুইটি খোঁটা পুতিয়া তাহাতে এড়ো বাঁধিয়া তাহাতে শূন্তে বুলাইয়া রাখিবার যেরূপ ব্যবস্থা আছে তাহাও করিতে হইবে।

পূরকপিণ্ড বা ঘাটপিণ্ড দিবার ব্যবস্থা:—যথা—দক্ষিণাভিমুখে বসিয়া উত্তরীয় বিপরীতভাবে রাখিয়া অর্থাৎ দক্ষিণস্বক্কে রাখিয়া আচমন করিয়া প্রথমতঃ—“ওঁ নিহস্মি সর্বং যদমেধ্যবস্ত্রবেৎ, হতাশ্চ সর্ব্বেষুস্বরদানবা ময়া। রক্ষাংসি যক্ষাঃ সপিশাচ-সংঘাঃ, হতা ময়া যাতুধানাশ্চ সর্ব্বৈঃ ॥” এই মন্ত্রে পিণ্ড দিবার স্থানটিতে মাটি লেপিয়া পরিষ্কার করতঃ তাহাতে দক্ষিণাগ্র রেখা করিবে এবং ঐ স্থান অভ্যক্ষণ করিয়া পিণ্ডস্থান উৎসর্গ করিবে, যথাঃ—একটি মোটক লইয়া “অমুক-গোত্র প্রেত অমুক এতন্তে অবনেনিক্ষু উপতিষ্ঠতাম্” বলিয়া সজল মোটকটি রেখার উপর দিবে; পরে ঐ রেখার উপর কতকগুলি কুশ আস্তরণ করিয়া “ওঁ অপহতা অস্তুরাঃ রক্ষাংসি বেদিষদঃ” বলিয়া তিল ছড়াইয়া দিবে। পরে তিল-মধু-ঘৃত-মিশ্রিত তণ্ডুল পিণ্ড অর্থাৎ গরম ভাতের পিণ্ড (শূদ্রের অন্ন পিণ্ড দিতে নাই) দক্ষিণ হস্তে লইয়া “ওঁ অমুক-গোত্রস্ত প্রেতস্ত অমুকস্ত এতৎ প্রথম-পিণ্ডঃ শিরঃ-পূরকঃ উপতিষ্ঠতাম্” বলিয়া কুশের উপর দিবে। এইরূপ “দ্বিতীয়-পিণ্ডঃ নাসিকা-পূরকঃ।” “তৃতীয়-পিণ্ডঃ গলাংস-ভুজ-বক্ষঃ-পূরকঃ।” “চতুর্থ-পিণ্ডঃ নাভি-লিঙ্গ-শুদ-পূরকঃ।” “পঞ্চম-পিণ্ডঃ জাহ্নু-জঙ্ঘা-পাদ-পূরকঃ।” “ষষ্ঠ-পিণ্ডঃ সর্ব্ব-মর্দ-পূরকঃ।” “সপ্তম-পিণ্ডঃ সর্ব্ব-নাড়ী-পূরকঃ।” “অষ্টম-পিণ্ডঃ দন্ত-রোম-পূরকঃ।” “নবমপিণ্ডঃ বীৰ্য্য-পূরকঃ।” “দশমপিণ্ডঃ পূর্ণতা-তৃপ্ততা-ক্ষুধিপর্যায়-পূরকঃ।” এইরূপে দশপিণ্ড দিবে। প্রত্যেক দিন এক এক পিণ্ড দান করাই উচিত। যদি না হয় তাহা হইলে অশৌচান্ত দিনেই দশপিণ্ড দিবে। পিণ্ডদান করিয়া পিণ্ডশেষ অন্ন পিণ্ডের চতুর্দিকে বেঠন করিয়া কৃতাজ্জলি হইয়া “অত্র প্রেত মাদয়স্ব যথাভাগমাব্যায়স্ব” বলিয়া উত্তরাভিমুখ হইয়া—“ওঁ বসন্তায় নমস্ততাং, গ্রীষ্মায় চ নমো নমঃ। বর্ষাভাশ্চ শরৎ-সংক্রান্ততবে চ নমঃ সদা ॥ ওঁ হেমন্তায় নমস্ততাং, নমস্তে শিশিরায় চ। মাস-সংবৎসরেভ্যশ্চ, দিবসেভ্যো নমো নমঃ ॥” পড়িয়া দক্ষিণাভিমুখে স্বাস ত্যাগ করিবে। তাহার পর পিণ্ডপাত্র প্রক্ষালন করিয়া ঐ জলে মোটক ডুবাইয়া লইয়া “অমুক-গোত্র প্রেত অমুক এতন্তে প্রত্যবনেজনং উপতিষ্ঠতাং” বলিয়া পিণ্ডের উপর দিবে। পরে উর্গাতস্তময়-বাস (মেঘলোম) লইয়া “এতদ্বঃ প্রেতাবাসঃ” বলিয়া তাহাতে জলের ছিটা দিয়া “অমুক-গোত্র প্রেত অমুক এতন্তে উর্গাতস্তময়ং বাস উপতিষ্ঠতাং” বলিয়া ঐ বাস পিণ্ডের উপর দিবে। তদনন্তর গন্ধ ও পুষ্প দ্বারা অমন্ত্রক পিণ্ড পূজা করিবে।

নীরক্ষীর দিবার নিয়ম ॥—একটি আমপাত্রে (মৃত্তিকার কাঁচা সরায়) সতিল এক গণ্ডুষ জল ও অপর পাত্রে এক গণ্ডুষ দুগ্ধ রাখিয়া “ও নীরায় নমঃ, ও ক্ষীরায় নমঃ বলিয়া যথাক্রমে জল দিবে। পরে “ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুক-মাসি অমুক-পক্ষে অমুক-তিথৌ অমুক-গোত্রস্ত প্রেতস্ত অমুকস্ত স্নানার্থমিদং নীরং উপতিষ্ঠতাং” বলিয়া উৎসর্গ করিয়া “স্নাহি” বলিবে। পরে “ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুক-গোত্র প্রেত অমুক পানার্থমিদং ক্ষীরং তে উপতিষ্ঠতাম্। ইদং পিব” বলিবে। পরে কৃতাজ্জলি হইয়া—“ওঁ ঋশানানলদম্বোহসি, পরিত্যক্তোহসি বাস্কবৈঃ। ইদং নীরমিদং ক্ষীর-মজ্জ স্নাহি ইদং পিব ॥ আকাশস্থো নিরালম্বো, বায়ুভূতো নিরালস্রঃ। তৃষিতঃ ক্ষুধিতশ্চৈব, স্নাত্বা পীত্বা স্তবী

ভব ॥” এই মন্ত্রটি পড়িবে। পিণ্ডদানের পরে যে নীর ও ক্ষীর দানের বিধান আছে তাহাতে বিশেষ এই যে প্রথমদিনে একাঙ্গলি পরিমিত হুঙ্ ও জলদান করিতে হয়, এইরূপে দ্বিতীয় দিনে দুই অঙ্গলি, তৃতীয় দিনে তিন অঙ্গলি, চতুর্থ দিনে চারি অঙ্গলি, পঞ্চম দিনে পাঁচ অঙ্গলি, ষষ্ঠ দিনে ছয় অঙ্গলি, সপ্তম দিনে সাত অঙ্গলি, অষ্টম দিনে আট অঙ্গলি, নবম দিনে নয় অঙ্গলি, এবং অশোচান্ত দিনে দশ অঙ্গলি জলদান কর্তব্য। এইরূপ করিলেই পঞ্চায় অঙ্গলি জল হইয়া থাকে। মৃত্তিকাদ্বারা পঞ্চায়টি জলপাত্র প্রস্তুত করিয়া তাহাতে তিলযুক্ত জল রাখিতে হয়। তাহার পর ~~কাক~~ ~~বলি~~ দিবে (“পারস্কর-গৃহ্যে” ও “প্রোতমঞ্জরীতে” কাক বলি নাই)। উপবীতী হইয়া আচমন করিয়া—“বায়সেভ্যো নমঃ” বলিয়া গন্ধ ও পুষ্প ভূমিতে নিক্ষেপ করিবে। পরে “অদ্যোত্যাদি অমুক-গোত্রস্ত প্রোতস্ত তৃপ্ত্যর্থং যমদ্বারাবস্থিত-নানা-দিগদেশীয় বায়সেভ্যঃ এষ বলি-নমঃ” বলিয়া তণ্ডুলাদি খাদ্য মাটিতে ছড়াইয়া দিবে। পরে কৃত্যঙ্গলি হইয়া—“কাক স্বং যমদূতোহসি, গৃহাণ বলিমুক্তমম্। যমলোকগতং প্রোতং, ত্বমপ্যারিতুমহসি ॥ কাকায় কাকপুরুষায়, বায়সায় মহাঅনে। অত্র পিণ্ডং প্রেচ্ছামি, কথ্যতাং ধর্ম্মরাজনি ॥” এইরূপ প্রত্যেক পিণ্ড দিবার দিন করিবে। প্রথম দিনে যে যে দ্রব্য পিণ্ড দিবে শেষদিন পর্য্যন্ত সেই সেই দ্রব্য দেওয়া আবশ্যক। পিণ্ড জলে নিক্ষেপ করিবে। যদি সমর্থ হয়, নীরক্ষীর উৎসর্গ করিয়া একরাতি অন্তরিক্ষে রাখিয়া প্রাতে জলে নিক্ষেপ করিবে। যদি যথাক্রমে পিণ্ড দেওয়া হয় তাহা হইলে প্রোতের বিশেষ উপকার হয়।

আত্মশ্রাদ্ধ।

আত্মশ্রাদ্ধ দিনে প্রাতঃকালে কর্তব্য।

অশোচান্ত দ্বিতীয় দিনে অর্থাৎ আত্মশ্রাদ্ধের দিনে প্রাতঃকালে স্নান করিয়া নুতন বস্ত্র ও উত্তরীয় ধারণ করিয়া গঙ্গাদি নদীর ঘাটে, নদী না থাকিলে পুষ্করিলীর ঘাটে, অভাবে বাটীতেই পূর্বমুখে বসিয়া চারিটি কণার খোলায় জল রাখিয়া চতুর্দশাঙ্গি করিবে। [ইহা শ্রাদ্ধের দিনে আমাদের এদেশে চলিয়া আসিতেছে। পারস্কর-গৃহ্যসূত্রে অথবা হলায়ুধের “ব্রাহ্মণসর্বস্ব” যজুর্বেদীর চতুর্দশাঙ্গি করিবার কথা নাই, পশ্চিমের পুঁথিতেও নাই; আনাদের দেশেও সকল পুঁথিতে পাওয়া যায় না; ইহা যে কোথা হইতে এ দেশে আসিয়াছে, তাহা জানা যায় না। তবে ইহা এখন এদেশে অনেকস্থলে চলিতেছে, সেইজন্য নিম্নে উহা বন্ধনী-মধ্যে দেওয়া হইল।] পরে (শ্রাদ্ধকর্তা নিজের) অঙ্গপ্রারশ্চিত্ত করিয়া ও হৃদ্যার্থ দিয়া যদি (মৃতের) বৈতরনী না হইয়া থাকে, তাহা করিয়া, তিলকাঞ্চনদান সম্পন্ন করিয়া বাটীতে আসিয়া বৃষোৎসর্গের সঙ্কল্প ও মহাত্মারত নামোচ্চারণের সঙ্কল্প করিয়া বিরাটপাঠের সঙ্কল্প করিবে। পরে স্তম্ভবাচন করিয়া অগ্রে ব্রহ্মা, তারপর হোতা, পরে আচার্য্য প্রভৃতির বরণ করিবে। ব্রতগণ কাঁচ আরম্ভ করিলে দানোৎসর্গ করিবে। পরে বৃষোৎসর্গ শেষ হইলে আঠৈকোদ্বিষ্ট (অর্থাৎ আত্মশ্রাদ্ধ) করিতে হইবে। যদি বৃষোৎসর্গ না করা হয়, তাহা হইলে তিলকাঞ্চন পর্য্যন্ত করিয়া যাহা কিছু দানাদি থাকিবে তাহা উৎসর্গ করিয়া ও একটা ভোজ্যোৎসর্গ করিয়া যথাসময়ে আঠৈকোদ্বিষ্ট করিবে।

[* যজুর্বেদীর চতুর্দশাঙ্গি :— পাকাটি বা নারিকেল পত্রে আগুন জালিয়া ঐ পাকাটি বা নারিকেল পত্র ডানহাতে ধরিয়া দক্ষিণদিকে রাখিয়া দুই হাত ঐ আগুনে তাতাইয়া হাত দুইয়া আচমন করিয়া স্তম্ভবাচন করিবে। যথা—চাটুটি

* সামবেদীপণের চতুর্দশাঙ্গি :—চার বেদের আদি মন্ত্র চারিটি পড়িয়া চারিটি পাত্রে জল কুশধার মন্তকে দেওয়াই চতুর্দশাঙ্গি। ইহা ব্যতীত আর কোন মন্ত্র বা কাব্য নাই। মন্ত্রগুলি যথা :—ওঁ অগ্নি আত্মহি দীভ্যে গৃণামো হব্যদাতয়ে। নি হোতাঃ সৎসি বহিবি (সা ১০১১) ॥ ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং বজ্রস্ত দেবমুচ্চিস্ব। হোতারং রত্নবাতম্ ॥ (ব ১০১১) ॥ ওঁ ইবে বোজ্জ্বা বায়বহ দেবো বা সবিভাঃ প্রার্ষরু শ্রেষ্ঠতমায় কর্ণয়ে ॥ (বা ১১) ॥ ওঁ শং নো দেবীরতিষ্টয় আপো ভবন্ত পীতয়ে। শং যারতি প্রবন্ত নঃ ॥ (অ ১০১১) ॥

আলো চাউলে দ্বত মাথাইয়া ঐ চাউলগুলি একখানি কুশিতে রাখিয়া কুশিটি অঞ্জলিতে ধরিয়া—“ওঁ কর্তব্যোধেষু অশৌচাস্ত-
 দ্বিতীয়দিন-বিহিত-কৰ্ম্মসু ওঁ পুণ্যাং ভবন্তোহধিক্রবন্ত” তিনবার বলিবে। সেখানকার ব্রাহ্মণ প্রভৃতির “ওঁ পুণ্যাং” তিনবার
 বলিবে। এবং “ওঁ কর্তব্যোধেষু অশৌচাস্ত-দ্বিতীয়দিন-বিহিত-কৰ্ম্মসু ওঁ স্বস্তি ভবন্তোহধিক্রবন্ত” তিনবার বলিবে। তখন
 ব্রাহ্মণগণও “ওঁ স্বস্তি” তিনবার বলিবে। এবং “ওঁ কর্তব্যোধেষু অশৌচাস্ত-দ্বিতীয়দিন-বিহিত-কৰ্ম্মসু ওঁ স্বস্তি ভবন্তোহধি-
 ক্রবন্ত” তিনবার বলিলে, ব্রাহ্মণ প্রভৃতিরও “ওঁ স্বস্তি” তিনবার বলিবে। পরে ঐ চাউলগুলি ছড়াইতে ছড়াইতে
 “ওঁ স্বস্তি ন ইক্ষো বৃক্ষশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পুষা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তি নস্তাক্ষ্যে অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু ॥”
 (বা ২৫।১২) ॥ “ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি ॥” এই স্বস্তিসূক্ত পড়িবে। পরে পাশাপাশি চারিটি কলার খোলায়
 কুশ, তিল ও জল রাখিয়া বামদিকের প্রথম পাত্রটিতে বামহস্ত-সংযুক্ত-দক্ষিণহস্ত রাখিয়া গায়ত্রী পড়িয়া
 “ওঁ শং নো দেবৌরভিষ্টয় আপো ভবন্ত পীতয়ে। শং যোরভিষ্টবন্ত নঃ” ॥ “ওঁ স্তোনা পৃথিবী নো ভবানুকরা
 নিবেশনী। যচ্ছা নঃ শর্ম্ম সপ্রথাঃ” ॥ “ওঁ আপো হি ঠা ময়োভুবন্তা ন উর্জ্জ দধাতন। মহে রণায় চক্ষসে” ॥ “ওঁ
 যো বঃ শিবতমো রসঃ তস্য ভাজয়তেহ নঃ। উশতীরিব মাতরঃ” ॥ “ওঁ তস্মা অরং গমাম বো যস্য ক্ষমায় জিবথ। আপো
 জনয়থা চ নঃ” (৩৬।১২-১৬) ॥ এই মন্ত্রগুলি পড়িয়া পুনরবার গায়ত্রী পড়িবে ॥১॥ পরে দ্বিতীয় পাত্রে পূর্বের ত্রায় দক্ষিণ হস্ত
 রাখিয়া গায়ত্রী পড়িয়া—“ওঁ শং নো দেবী ইত্যাদি”, “ওঁ সোনা পৃথিবী ইত্যাদি”, “ওঁ আপো হি ঠা ইত্যাদি” পূর্বোক্ত তিনটি
 মন্ত্র পড়িয়া—“ওঁ অথ যো ন মহোবাচ বিজ্ঞায়য়েহাস্তি হিরণ্যসোপাত্তং গোখানাং দাসীনাং পরিধানানাং মানো ভবায়হোরাণম্।
 তস্য পার্থ্য ইক্ষায়ী ভবতা ময়োভিঃ শব ইক্ষা পুষণ রাজসা তৌ শমিক্সা সুবিতায় শয়োঃ।” “ওঁ শং নো দেবী ইত্যাদি”,
 “ওঁ সোনা ইত্যাদি”, “ওঁ আপো হি ঠা ইত্যাদি ॥” পড়িয়া “ওঁ দ্যোঃ শান্তিঃ, ওঁ অন্তরিক্ষং শান্তিঃ, ওঁ পৃথিবী শান্তিঃ,
 ওঁ আপঃ শান্তিঃ, ওঁ ওষধঃ শান্তিঃ। ওঁ বনস্পত্যঃ শান্তিঃ, ওঁ বিষেদেবাঃ শান্তিঃ, ওঁ ব্রহ্ম শান্তিঃ, ওঁ সর্বং
 শান্তিঃ শান্তিরেব শান্তিঃ।” (বা ৩৬।১৭) ॥ বলিয়া পুনরবার গায়ত্রী পড়িবে ॥২॥ পরে বামহস্ত দ্বারা শরীর অর্থাৎ নূতন
 মেটেখোলা ও কুলোখ কড়াই লইয়া দাঁতে কাটিয়া ফেলিয়া দিবে। পরে আচমন করিয়া তৃতীয়পাত্রে পূর্বের ত্রায় দক্ষিণ
 হস্ত রাখিয়া গায়ত্রী পড়িয়া “ওঁ দূতে দূতং মা মিত্রস্য মা চক্ষুমা সর্বাণি ভূতানি সমীক্ষস্বাম্। মিত্রস্যাহং চক্ষুমা সর্বাণি
 ভূতানি সমীক্ষে। মিত্রস্য চক্ষুমা সমীক্ষামহে। ওঁ দূতে দূতং মা। জ্যোক্তে সংদৃশি জীব্যাসং জ্যোক্তে সংদৃশি জীব্যাসম্ ॥
 ওঁ নমস্তে হরসে শোচিষে নমস্তে অশ্বচ্চিষে ॥ অজ্ঞাস্তে অশ্বতপস্ত হেতয়ঃ পাবকো অশ্বতপ্ত শিবো ভব ॥ ওঁ নমস্তে অশ্ব
 বিদ্র্যতে নমস্তে স্তনরিত্তবে। নমস্তে ভগবন্ত যতঃ স্বঃ সমীহসে ॥ ওঁ যতো যতঃ সমীহসে ততো নো অভয়ং কুরু। শং নঃ
 কুরু প্রজাত্যোহভয়ং নঃ পশুভ্যাঃ ॥ ওঁ স্মমিত্রিয়া ন আপ ওষধঃ সন্ত। হুশ্মিত্রিয়াস্তস্মৈ সন্ত। যোহস্মান্ দ্বৈষ্টি
 বঞ্চ বয়ং দ্বিষঃ ॥ ওঁ তচ্চক্ষুর্দেবহিতং পুরস্তাচ্ছূক্রমুচ্চরৎ। পশ্যাম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতং শৃণুয়াম শরদঃ শতং
 প্রব্রবাম শরদঃ শতম্ অদীনাঃ স্যাম শরদঃ শতং ভূয়শ্চ শরদঃ শতাৎ (বা ৩৬।১৮-২৪) ॥ ওঁ তদন্ত মিত্রাবরণা তদগ্নে শং যো
 রশ্বত্যাঃ মিত্রমন্ত শন্তম্। অশীমহি গাধমুত প্রতীষ্টাং নমো দিবে বৃহতে সাদনায় [ঋ ৫।৪৭।৭]। ওঁ গৃহা বৈ প্রতীষ্টা স্তুতং
 তৎপ্রতীষ্ঠিতং ময়া বাচা সংস্তব্যং তস্মাদদ্য বিদুরেঃ পশুনালভতে গৃহা মে বৈ নানা জিঘাৎসতি গৃহাহি পশুনাং প্রতীষ্টা” এই
 মন্ত্রগুলি পড়িয়া গায়ত্রী পড়িবে ॥৩॥ পরে চতুর্থ পাত্রে পূর্বের ত্রায় দক্ষিণ হস্ত রাখিয়া গায়ত্রী পড়িয়া “ওঁ শর্ম্মা
 বাতেন্দ্রজীব যস্মাং কোবাং পৃথিবী শান্তিরিতি স্বস্তি নো নত্য়াভিঞ্চামি ভূর্ভবত্যাভিঞ্চামি। ব্রাহ্মণেভ্যো দেবেভ্যঃ সর্কেভ্যো
 ভূতেভ্যশ্চ জগাম। ওঁ ইক্ষো জীবা সুনীতি সহমা পুনাতু সোমঃ স্বস্ত্যা বরণঃ সমীচ্যা যমো রাজা প্রমৃণাভিঃ পুনাতু মা
 জাতবেদা মূর্জয়ন্ত্যা পুনাতু। ওঁ গোয়াং তঙ্করত্যাং জীব্যাং যচ্চ কিঞ্চিৎ। পাপকং চ চরণেভ্যঃ তৎপাবমানীভিরহং পুনামি
 [ঋঃ খি ১৭।১২] ॥ ওঁ স্তোঃ শান্তিঃ, ওঁ অন্তরিক্ষং শান্তিঃ, ওঁ পৃথিবী শান্তিঃ, ওঁ আপঃ শান্তিঃ, ওঁ ওষধঃ শান্তিঃ। ওঁ
 বনস্পত্যঃ শান্তিঃ, ওঁ বিষেদেবাঃ শান্তিঃ, ওঁ ব্রহ্ম শান্তিঃ, ওঁ সর্বং শান্তিঃ শান্তিরেব শান্তিঃ” (বা ৩৬।১৭) বলিয়া
 গায়ত্রী পড়িবে। পরে ঐ চারিটি পাত্রে জল লইয়া মাথায় ছিটা দিবে। ইতি চতুর্ধাশান্তি সমাপ্ত ॥]

পরে অঙ্গপ্রারম্ভিক। যথা :—কলাধোলার ডোকায় একখণ্ড বর্ণ রাখিয়া তাহাতে একখানি গামছা সঙ্কলিতভাবে

দিয়া ঐ গামছা বামহস্তে ধরিয়া “এতস্মৈ সবজ্ঞ-কাঞ্চনায় নমঃ” বলিয়া উহাতে দক্ষিণ হস্তদ্বারা কুশের জলের ছিটা দিয়া “এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ সবজ্ঞকাঞ্চনায় নমঃ” বলিয়া উহাতে একটি সচন্দন পুষ্প দিবে। “এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে ত্রীবিধবে নমঃ” বলিয়া একটি সচন্দন পুষ্প শালগ্রামে বা জলে দিবে। “এতৎ সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ” বলিয়া দানদ্রব্যে কুশের জলের ছিটা দিয়া দক্ষিণ হস্ত কোশার জলে রাখিয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অত্ম (শূদ্রপক্ষে - বিষ্ণুর্নামোহত্ম) অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক-তিথৌ অমুক-গোত্র ত্রীঅমুক-দেবশর্মা, বর্মা, গুপ্তঃ বা এতদশৌচকালোৎপন্ন-পঞ্চশূন্যজনিত-পাপক্ষয়-কামঃ এতৎ সবজ্ঞকাঞ্চনং ত্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভব গোত্র-নাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদে” বলিয়া দানদ্রব্যে কুশের জল ছিটাইয়া দিয়া দক্ষিণাস্ত করিবে। যথাঃ— যৎকিঞ্চিদক্ষিণা কলাখোলার ডুঙ্গিতে বা কলার পাতায় রাখিয়া উহা বাম হস্তে ধরিয়া “এতস্মৈ কাঞ্চনমূল্যায় নমঃ” বলিয়া কুশের জলের ছিটা দিয়া উহাতে “এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ কাঞ্চনমূল্যায় নমঃ” বলিয়া একটি সচন্দন পুষ্প উহার উপর দিয়া “এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে ত্রীবিধবে নমঃ” বলিয়া একটি সচন্দন পুষ্প জলে বা শালগ্রামে দিয়া “এতৎ সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ” বলিয়া দাক্ষণায় কুশের জল ছিটাইয়া কোশার জলে ডানহাতের উপরে বামহাত রাখিয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকে-মাসি অমুকে-পক্ষে অমুক-তিথৌ অমুক-গোত্র-ত্রীঅমুক-দেবশর্মা, বর্মা, গুপ্তঃ বা এতদশৌচকালোৎপন্ন-পঞ্চশূন্যজনিত-পাপক্ষয়-কামনয়া কৃতৈতৎ-সবজ্ঞ-কাঞ্চন-দান-কর্মণঃ সাক্ষ্যতার্থং দক্ষিণামিদং যৎকিঞ্চিদ-কাঞ্চনমূল্যং ত্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্র-নাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদে” বলিয়া কুশের জল উহাতে ছিটাইয়া “কৃতৈতৎ কর্ম্মচ্ছিন্নমস্ত” বলিবে। পুরোহিতাদি “ওঁ অস্ত” বলিবে। ইতি অঙ্গপ্রারম্ভিক সমাপ্ত। এই সময়ে প্রাতঃসন্ধ্যা করিয়া লওয়া হয়। পরে সূর্য্যার্ঘ্য দিবে।

সূর্য্যার্ঘ্যঃ—অগ্নে “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সূর্য্যায় নমঃ। এতৌ ধূপ-দৌপৌ ওঁ সূর্য্যায় নমঃ। এতৎ সোপকরণামান্নতোজ্যং ওঁ সূর্য্যায় নমঃ” বলিয়া পূজা করিয়া কোশার জলে রক্তচন্দন-পুষ্প-দুগ্ধ-কুশাগ্র-দধি-স্নত-যব-স্নেহসরিষা-আতপতলুল মিলিত অর্ঘ্য লইয়া “ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন, ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে। জগৎসবিত্রে শুচয়ে, সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে॥” (বিষ্ণু পুঃ ৩।১১।৩৯) ॥ এই মন্ত্র পড়িয়া “এমঃ অর্ঘ্যঃ ওঁ ত্রীসূর্য্যায় নমঃ” বলিয়া সূর্য্যাকে অর্ঘ্য দিবে। ইতি সূর্য্যার্ঘ্য সমাপ্ত ॥

তিলকাঞ্চন উৎসর্গঃ—একটি তাত্রপাত্রে একখণ্ড স্বর্ণ রাখিয়া তাহাতে কতকগুলি তিল ঢালিয়া উহাতে একখানি বস্ত্র দিবে। পরে ঐ তিলপাত্র বামহস্তে ধরিয়া “ওঁ এতেভ্যঃ সবজ্ঞ-তাত্রাধার-হেমগর্ভ-তিলেভ্যো নমঃ” বলিয়া উহাতে কুশের জল ছিটাইয়া দিবে। “এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে ত্রীবিধবে নমঃ” বলিয়া বিষ্ণুর উদ্দেশে গন্ধপুষ্প দিয়া “এতৎ সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ” বলিয়া তিলপাত্রে কুশের জল ছিটাইয়া দিবে। পরে দক্ষিণহস্ত কোশার জলে রাখিয়া “বিষ্ণুরেঁ। তৎ সৎ ওঁ অদ্য অমুক-মাসি অমুকপক্ষে অমুক-তিথৌ অমুক-গোত্রস্ত প্রেতস্ত অমুক-দেবশর্মা, বর্মা, গুপ্তস্ত বা অশৌচাস্তাদ্বিধীয়ে অহি অমুক-গোত্রস্ত প্রেতস্ত এতত্তিলপরিমিত-বর্ষাবচ্ছিন্ন-বিশিষ্টস্বর্গকামঃ এতান্ সবজ্ঞ-তাত্রাধার-হেমগর্ভ-তিলান্ ত্রীবিষ্ণুদৈবতান্ যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি” বলিয়া ঐ পাত্রে কুশের জল ছিটাইয়া দিবে। পরে কৃতাজ্জলি হইয়া “ওঁ যথা মধুবধে বিষ্ণেঃ-ধর্ম্মবিন্দু-সমুদ্ভবাঃ। তিলাঃ কুশাশ্চ সমিধ-স্তম্বাচ্ছান্তা ভবন্ত মে॥ বিষ্ণুদেহোদ্ভবাঃ পুণ্যা-স্তিলাঃ পাপপ্রনাশনাঃ। প্রেতস্বর্গং প্রযচ্ছন্ত, সংসারার্ণবতারকাঃ॥” (ব্রাহ্মণসর্ব্বশ্ব) ॥ এই মন্ত্র পড়িয়া তিলদানের দক্ষিণা দিবে। দক্ষিণাবাক্য যথাঃ— অগ্নে কাঞ্চনাদি দক্ষিণা বামহস্তে ধরিয়া “এতস্মৈ কাঞ্চনায় (বা কাঞ্চনমূল্যায়) নমঃ” বলিয়া দক্ষিণাদ্রব্যে কুশের জল ছিটাইয়া দিবে। “এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে ত্রীবিধবে নমঃ” বলিয়া একটি গন্ধপুষ্প বিষ্ণুর উদ্দেশে দিবে। “এতৎ সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ” বলিয়া দক্ষিণায় কুশের জল ছিটাইয়া দিবে। পরে কোশার জলে দক্ষিণহস্ত রাখিয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ তৎ সৎ অদ্য অমুক-মাসি অমুক-পক্ষে অমুক-তিথৌ অমুক-গোত্রস্ত প্রেতস্ত অমুকস্ত অশৌচাস্তাদ্বিধীয়ে অহি অমুক-গোত্রস্ত প্রেতস্ত অমুকস্য এতত্তিল-সমসংখ্যক-সংবৎসরাবচ্ছিন্ন-স্বর্গবাস-কামনয়া কৃতৈতৎ সবজ্ঞ-তাত্রাধার-হেমগর্ভ-তিলদান-কর্ম্মণঃ সাক্ষ্যতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং কাঞ্চনমূল্যং বা ত্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভব গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি” বলিয়া কুশের জল দক্ষিণায় ছিটাইয়া দিবে। পরে “কাঞ্চনগর্ভ-তিলদানমিদং বিষ্ণুদৈবতং” বলিবে। অনন্তর “কৃতৈতৎ তিলদানকর্ম্মচ্ছিন্নমস্ত” বলিবে “ওঁ অস্ত” ব্রাহ্মণাদিরা বলিবে। ইতি তিলকাঞ্চন সমাপ্ত।

পরে বুঝাৎসর্গের সঙ্কল্প করিয়া ত্রীদিগের বরণ করিয়া ষোড়শাদি উৎসর্গ করিবে। পরে বুঝাৎসর্গ সম্পন্ন করিয়া আদ্যাদ্য করিবে। (বুঝাৎসর্গে অপারগ পক্ষে তিলকাঙ্কনের পর আদ্যাদ্য করিবে।)

ষোড়শ দীপ যথা :— ভূদীপায় জলং বজ্রং, তাম্বূলং কলমুত্তমম্ । গন্ধশূক্রেণ পাছকা চ, আসনং পুষ্পমেব চ ।
ব্যজনং রজতং হেম, শয্যা শূলী চ যোড়শ ॥ অপর প্রমাণ যথা :— ভূম্যাসনং জলং বজ্রং, দীপময়ং ততঃ পরম্ । তাম্বূলচ্ছত্র-
গন্ধাচ্চ, মালাং ফলমতঃ পরম্ । শয্যা চ পাছকা গাবঃ, কাঙ্কনং রজতং তথা ॥

ভূম্যাদি দ্রব্য যথাক্রমে অর্চনা করিয়া উৎসর্গ করিবে। **অর্চনা** যথা :— যদি ভূমিদান করা হয় তাহা হইলে সীমাবদ্ধ করিয়া তাহাতে বজ্র দিয়া ঐ বজ্র বামহস্তে ধরিয়া “এতস্মৈ সবজ্রভূমৌ নমঃ” বলিয়া কুশের জল ছিটাইয়া দিবে; “এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে ত্রীবিধবে নমঃ” বলিয়া গন্ধপুষ্প দিয়া “এতৎ সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ” বলিয়া কুশের জল ব্রাহ্মণ-হস্তে অভাবে ভূমিতে দিবে; পরে দক্ষিণ-হস্ত কোশার জলে রাখিয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অথ অমুকৈ মাসি অমুকৈ পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অশৌচাস্তাদ্বিতীয়েহহি অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্য অমুকস্য দশকল্লাবচ্ছিন্ন স্বর্গবাসপূর্বক-
পিতৃবংশ-সপ্তপুরুষ-মাতৃবংশ-সপ্তপুরুষ-স্বশুরবংশ-সপ্তপুরুষোদ্ধরণ-কামঃ [সামান্য ভূমিদানে—যষ্টিবর্ষসহস্রাবচ্ছিন্ন স্বর্গকামঃ—
এইরূপ ফলের উল্লেখ করিয়া] ইমাং গোচর্মপরিমিতাং বাস্তবপাণং বনোপবন-নারিকেল-পুগফলাদি-যুক্তাং ফালকুষ্ঠাং সবোজাং
সশস্যং যথাপ্রসিদ্ধচতুঃসীমাবচ্ছিন্নাং প্রিয়দত্তাং গন্ধাচ্ছিতাং সবজ্রাং ভূমিং বিষ্ণুদৈবতাকাং যথাসম্ভবগোত্রান্নৈ ব্রাহ্মণায় অহং দদানি” বলিয়া কুশের জল দানদ্রব্যে দিবে। অনন্তর “ওঁ রত্নহস্তং হি ভূতানাং, ধারণী পোষণী স্থিরা । মাতাসি
সর্বলোকানাং, ক্ষমস্ব ত্বং প্রসীদ মে” ॥ পাঠান্তে কাঙ্কন-দক্ষিণা দিবে। যথা :— দক্ষিণাটি বামহস্তে ধরিয়া “এতস্মৈ কাঙ্কনায়
(বা কাঙ্কনমূল্যায়) নমঃ” বলিয়া কুশের জল দিয়া “এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে ত্রীবিধবে নমঃ” বলিয়া গন্ধপুষ্প জলে বা
শালগ্রামে দিয়া “এতৎ সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ” বলিয়া কুশের দক্ষিণহস্তে বা ভূমিতে দিবে, পরে কোশাতে দক্ষিণহস্ত
রাখিয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য অশৌচাস্তাদ্বিতীয়েহহি অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্য অমুকস্য
কুতৈতৎ ভূমিদানকর্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং কাঙ্কনং [কাঙ্কনমূল্যং বা] যথাসম্ভবগোত্রান্নৈ ব্রাহ্মণায় অহং দদানি”
বলিয়া কুশের জল ছিটাইয়া দিবে। যদি ভূমিমূল্য দেওয়া হয় তাহা হইলে “এতস্মৈ সশস্য-ভূমিমূল্যায় নমঃ” বলিয়া
জলের ছিটা দিয়া—“এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে ত্রীবিধবে নমঃ” বলিয়া গন্ধপুষ্প দিয়া “এতৎ সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায়
নমঃ” বলিয়া কুশের জল দিয়া “ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য অশৌচাস্তাদ্বিতীয়েহহি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য
অমুকস্য প্রেতলোকবিমুক্তস্ব-স্বর্গলোক-গমন-কামঃ এতৎ সশস্য-ভূমিমূল্যং ত্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রান্নৈ ব্রাহ্মণায় অহং
দদানি” বলিয়া ভূমিমূল্যে কুশের জল দিয়া দক্ষিণাস্ত করিবে; যথা :— দক্ষিণাদ্রব্য অর্চনান্তে “বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ ওঁ অদ্যেত্যাদি
অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য অশৌচাস্তাদ্বিতীয়েহহি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য প্রেতলোক-বিমুক্তস্ব-স্বর্গলোক-
গমন-কামনয়া কুতৈতৎ সশস্য-ভূমিমূল্য-দানকর্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং কাঙ্কনমূল্যং ত্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রান্নৈ
ব্রাহ্মণায় অহং দদানি” বলিয়া দক্ষিণায় কুশবারি নিক্ষেপ করিবে। [১] । পরে দীপ । অর্চনা; যথা :— “এতস্মৈ
দীপায় নমঃ । এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে অগ্নয়ে নমঃ । এতৎ সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ ।” পরে “ওঁ মুখং ত্বং
দর্শদেবানাং, পিতৃণাং হব্য-কবারোঃ । হিরণ্যরেতো-হস্তভূক্ত, ক্ষমস্ব ত্বং প্রসীদ মে” ॥ মন্ত্র পড়িয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ
অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবকর্মণঃ অশৌচাস্তাদ্বিতীয়েহহি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য নিয়তাক্ষকারা-
দর্শনকামঃ ইমং দীপং সবজ্রং অগ্নিদেবতং যথাসম্ভবগোত্রান্নৈ ব্রাহ্মণায় অহং দদানি” বলিয়া কুশবারি দান দ্রব্যে দিবে।
পরে দক্ষিণাস্ত, যথা :— দক্ষিণা অর্চনান্তে “বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য অশৌচাস্তাৎ-
বিতীয়েহহি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য নিয়তাক্ষকারাদর্শনকামনয়া কুতৈতদদীপদানকর্মণঃ সাধার্থং দক্ষিণামিদং কাঙ্কনং
কাঙ্কনমূল্যং বা] ত্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রান্নৈ ব্রাহ্মণায় অহং দদানি” বলিয়া কুশবারি প্রোক্ষণ করিবে। [২] ।
পরে অন্নদান । যথা :— অন্নপাত্র বামহস্তে ধরিয়া “এতস্মৈ সবজ্রোপকরণ-তৈজসাদারান্নায় নমঃ” বলিয়া কুশবারি প্রোক্ষণ ।
এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে প্রজাপত্যে নমঃ ; “এতৎ সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ” পরে “ওঁ অন্নং হি সর্বজন্মানাং, প্রাণা

জীবিতমেব চ । দেবতানামুঘীণাঞ্চ, তৎসমং নাস্তি কিঞ্চন ।” পরে দক্ষিণহস্ত কোশার জলে রাখিয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্যোগ্রাস্য প্রেতস্য অমুকস্য অশোচাস্তাদ্বিতীয়েহহি অমুক-গোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য অক্ষয়-সুখলাভকামঃ ইদং ব্রহ্ম তৈজসসাধারসমেতং গন্ধাদ্যচিহ্নং সব্রহ্ম প্রজাপতিদৈবতং যথাসম্ভব-গোত্রনায়ে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি” বলিয়া কুশবারি দান-ক্রমে প্রোক্ষণ করিয়া দক্ষিণাস্ত করিবে । যথা :—অর্চনান্তে “ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্যোগ্রাস্য প্রেতস্য অমুকস্য অক্ষয় সুখকামনয়া কৃতৈতৎ সব্রহ্মতৈজসসাধার-সোপকরণাদানকর্মণঃ সাক্ষ্যার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং ত্রিবিষুদৈবতং যথাসম্ভব-গোত্রনায়ে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি” বলিয়া কুশবারি দক্ষিণায় প্রোক্ষণ করিবে । [৩] । পরে জলদান । “এতস্মৈ সাধার-গণ্ডলায় বা জলায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে বরুণায় নমঃ; তৎ সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ । পরে “ওঁ অপাং মধ্যে স্থিতাঃ দেবাঃ, সর্বমস্মু প্রতিষ্ঠিতম্ । ব্রাহ্মণস্য করে ন্যস্তাঃ, শিবা আপো ভবন্ত নমঃ ॥” এই মন্ত্র পড়িয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্যোগ্রাস্য প্রেতস্য অমুকস্য অশোচাস্তাদ্বিতীয়েহহি অমুক-গোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য অক্ষয়-সুখলাভকামঃ ইদং সাধারগণ্ডাজলং বা জলং বরুণদৈবতং ইত্যাদি ।” পরে দক্ষিণাস্ত । [৪] অনন্তর বস্ত্রদান । “এতস্মৈ বস্ত্রায় নমঃ” “এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে বৃহস্পত্যে নমঃ” “এতৎ সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ” বলিয়া বস্ত্র অর্চনা করিয়া “ওঁ দেবতানামুঘীণাঞ্চ, পিতৃণাং যৎপিধানভাক্ । পাবনং পরমং লোকে, শোধনং বসনং মহৎ ॥” এই মন্ত্রটি পড়িয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্যোগ্রাস্য প্রেতস্য অমুকস্য ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তি-পূর্বক-বহুবর্ষ-কোটিবচ্ছিন্ন-সুখবাস-কামঃ ইদং বস্ত্রং বৃহস্পতিদৈবতং ইত্যাদি ।” [৫] অনন্তর তাষূলদান । “এতস্মৈ সাধার-তাষূলায় নমঃ” “এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে বনস্পত্যে নমঃ” “এতৎ সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ” পরে “ওঁ যদ্রসং সর্বদোষঘ্নং, মঙ্গলং সুখসাধকম্ । তাষূলং দেবতানাঞ্চ, পরমং প্রীতিকারকম্ ॥” এই মন্ত্র পড়িয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্যোগ্রাস্য প্রেতস্য অমুকস্য মেধাবিশ্ব-সুভগ-প্রাজ্ঞ-দর্শনীয়ত্ব-কামঃ ইদং তাষূলং বনস্পতিদৈবতং যথাসম্ভব-গোত্রনায়ে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি” বলিয়া কুশবারি প্রোক্ষণ করিয়া দক্ষিণাস্ত করিবে; যথা :—“বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্যোগ্রাস্য প্রেতস্য অমুকস্য মেধাবিশ্ব-সুভগ-প্রাজ্ঞ-দর্শনীয়ত্ব-কামনয়া কৃতৈতৎ তাষূলদানকর্মণঃ সাক্ষ্যার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং (বা কাঞ্চনমূল্যং) যথাসম্ভব-গোত্রনায়ে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি” বলিয়া কুশবারি দক্ষিণায় প্রোক্ষণ করিবে [৬] অনন্তর ফলদান । ফলপাত্র বামহস্তে ধরিয়া “এতস্মৈ সাধার-ফলায় নমঃ” “এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে বনস্পত্যে নমঃ”; “এতৎ সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ” । পরে “ওঁ প্রাণিনামুপকারার্থং, পঞ্চভূতানি নিশ্চয়ে । এতানি ফলরূপেণ, প্রাণিপ্রাণধরাণি হি ॥” এই মন্ত্র পড়িবে । পরে দক্ষিণহস্ত কোশার জলে রাখিয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকমাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য অশোচাস্তাং দ্বিতীয়ে অহি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য হংসবৃদ্ধ-বিমানকরণক-ব্রহ্মপূর-গমনকামঃ ইদং ফলং বনস্পতিদৈবতং যথাসম্ভব-গোত্রনায়ে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি” বলিয়া কুশের জল ছিটাইয়া দিবে । অনন্তর দক্ষিণাস্ত; দক্ষিণাটি বামহস্তে ধরিয়া “এতস্মৈ কাঞ্চনায় বা কাঞ্চনমূল্যায় নমঃ” বলিয়া কুশের জল ছিটাইয়া দিবে, “এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে ত্রিবিধে নমঃ” বলিয়া একটি গন্ধপুষ্প বিষ্ণুর উদ্দেশে জলে বা শালগ্রামে দিবে; পরে দক্ষিণহস্ত কোশার জলে রাখিয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্যোগ্রাস্য প্রেতস্য অমুকস্য অশোচাস্তাদ্বিতীয়েহহি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য হংসবৃদ্ধ-বিমানকরণক-ব্রহ্মপূরগমন-কামনয়া কৃতৈতৎ ফলদান-কর্মণঃ সাক্ষ্যার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং তন্মূল্যং বা যথাসম্ভব-গোত্রনায়ে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি” বলিয়া জল ছিটাইয়া দিবে । [৭] অনন্তর গন্ধদান । “এতস্মৈ গন্ধায় নমঃ” “এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে গন্ধর্বায় নমঃ” “এতৎ সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ” বলিয়া অর্চনা করিয়া “ওঁ গন্ধো দুর্গন্ধদমনঃ, মোদনশ্চ মহাশ্রনাম্ । দেবতানাং প্রিয়ো যন্মাস্তদ্বাদগন্ধঃ প্রসীদতু” ॥ বলিয়া বামহস্তে গন্ধপাত্র ধরিয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্যোগ্রাস্য প্রেতস্য অমুকস্য গন্ধর্বলোকগমনকামঃ ইদং গন্ধং গন্ধর্বদৈবতং যথাসম্ভব-গোত্রনায়ে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি” বলিয়া কুশবারি প্রোক্ষণ করিবে । পরে দক্ষিণাস্ত, যথা :—“বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্যোগ্রাস্য প্রেতস্য অমুকস্য গন্ধর্বলোকগমন-কামনয়া কৃতৈতৎ গন্ধদান-কর্মণঃ সাক্ষ্যার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং বা কাঞ্চনমূল্যং ত্রিবিষুদৈবতং যথাসম্ভব-গোত্রনায়ে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি” । [৮] অনন্তর ছত্রদান । বামহস্তে ছত্রাট ধরিয়া “এতস্মৈ ছত্রায় নমঃ । এতে গন্ধপুষ্পে

এতদধিপত্যে ইন্দ্রায় নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ।” বলিয়া কুশের জল দিয়া -- “ওঁ যমদেয়ে: প্রদানার্থং, সূর্যোধৈব বিনির্মিতম্। যম-বর্ষাতপ-ক্লেণ-নাশনং চত্ৰমুত্তমম্॥” এই মন্ত্র পড়িয়া দক্ষিণহস্ত কোশার জলে রাখিয়া “বিষ্ণুরেঁ। তৎসং ওঁ অদ্যাত্মাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য ইন্দ্রলোকগমন-পূর্বকং সর্বত্র নানাভোগপ্রাপ্তিকামঃ ইদং চত্ৰং ইন্দ্রদৈবতং যথাসম্ভব গোত্রনামে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি” বলিয়া কুশের জল ছিটাইয়া দিবে। পরে দক্ষিণাস্ত; যথা: দক্ষিণাটি বামহস্তে ধরিয়া “এতস্মৈ কাঞ্চনায় বা কাঞ্চনমূল্যায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ কাঞ্চনায় বা কাঞ্চনমূল্যায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে ত্রিবিধবে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ।” বলিয়া কুশজল দিয়া পরে দক্ষিণহস্ত কোশার জলে রাখিয়া “বিষ্ণুরেঁ। তৎসং ওঁ অদ্য অমুকগামি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুক গোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য অশৌচান্তাদ্বিতীয়েহহি অমুক গোত্রস্য প্রেতস্য ইন্দ্রলোকগমন-পূর্বকং সর্বত্র নানাভোগপ্রাপ্তি-কামনয়া কৃতেতচ্ছত্ৰদানকাম্যং সাক্ষ্যার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং বা কাঞ্চনমূল্যং ত্রিবিধদৈবতং যথাসম্ভব-গোত্রনামে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি” বলিয়া কুশের জল ছিটাইয়া দিবে। [৯]। পরে পাটকা দানঃ—“এতস্মৈ পাটকা-সগলায় নমঃ।” “এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ পাটকা-সগলায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে উত্তানাগ্নিরসে নমঃ।” “এতৎ সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ” বলিয়া কুশের জল ছিটাইয়া দিবে। পরে “ওঁ উপানহৌ চ পরমে, কাম্যগে মনুসাপিতে। কাঙ্কিকৈয়-সুখার্থায়, নির্মিতে সুখকর্মণা॥” বলিয়া দক্ষিণহস্ত কোশার জলে রাখিয়া “বিষ্ণুরেঁ। তৎসং ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য অশৌচান্তাৎ দ্বিতীয়ে অহি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য দিব্যচক্ষুঃপ্রাপ্তিপূর্বক-স্বর্গপ্রাপ্তি-বিনোদভাগিষ্ণ-কামঃ ইদং পাটকাযুগলং উত্তানাগ্নিরোদৈবতং যথাসম্ভব-গোত্রনামে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি” বলিয়া কুশজল ছিটাইয়া দিবে। পরে দক্ষিণাস্ত। [১০]। পরে আসনদান :—আসন বামহস্তে ধরিয়া “এতস্মৈ ওঁ আসনায় নমঃ” বলিয়া কুশের জল ছিটাইয়া “এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ আসনায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে উত্তানাগ্নিরসে নমঃ” “এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ব্রাহ্মণায় নমঃ” বলিয়া কুশজলের ছিটা দিয়া “ওঁ আগ্নেং সর্বলোকানাং, পরমং সুখসাধনম্। তাস্রং রৌপ্যং কাঞ্চনঞ্চ, শ্রেষ্ঠং শ্রেষ্ঠতরং শুভম্॥” এই মন্ত্র পড়িয়া আসনটি বামহস্তে ধরিয়া দক্ষিণ হস্ত কোশার জলে রাখিয়া “বিষ্ণুরেঁ। তৎসং ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য সর্বকামলাভপূর্বক-সুখপ্রাপ্তি-কামঃ ইদং আসনং উত্তানাগ্নিরোদৈবতং যথাসম্ভব-গোত্রনামে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি” বলিয়া কুশের জল ছিটাইয়া দিবে। পরে দক্ষিণাস্ত করিবে। [১১]। পরে পুষ্পদান :—পাটস্থিতপুষ্প বামহস্তে ধরিয়া “এতস্মৈ পুষ্পায় নমঃ” বলিয়া কুশজল ছিটাইয়া “এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ পুষ্পায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে শ্রীয়ে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ”। পরে “ওঁ দেবৈবদ্বা-চ্ছিরোধাধাং, ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদিভিঃ। লক্ষ্মীর্দসতি পুষ্পেণ, লক্ষ্মীর্দসতি পুষ্পরে॥” এই মন্ত্রে উপুড় বামহস্তে পুষ্পপাত্র ধরিয়া দক্ষিণহস্ত কোশার জলে রাখিয়া “বিষ্ণুরেঁ। তৎসং ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য উত্তম-ত্ৰীলাভকামঃ ইদং পুষ্পং শ্রীদৈবতং যথাসম্ভব-গোত্রনামে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি” বলিয়া কুশজল ছিটাইয়া দিবে। পরে দক্ষিণা দিবে। [১২]। পরে বাজনদান :—বাজনটি বামহস্তে ধরিয়া “এতস্মৈ বাজনায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ বাজনায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে ওঁ বায়বে নমঃ” বলিয়া কুশবারি প্রোক্ষণ করিয়া “ওঁ বাজনং তাপহরণম্, সর্বলোকপ্রিয়ঙ্করম্। তস্য প্রদানং সকল-স্তাপা নশান্ত মে সদা॥” বলিয়া দক্ষিণহস্ত কোশার জলে রাখিয়া “ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসং ওঁ অদ্য অমুকগামি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য অশৌচান্তাৎ দ্বিতীয়ে অহি অমুক-গোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য চন্দ্রলোকগমনকামঃ ইদং তালবৃন্তবাজনং বায়ুদৈবতং যথাসম্ভব গোত্রনামে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি” বলিয়া কুশজল প্রোক্ষণ করিবে। পরে দক্ষিণাস্ত। [১৩]। পরে রজতদান :—রজত বামহস্তে ধরিয়া “এতস্মৈ রজতায় নমঃ” বলিয়া কুশজল প্রোক্ষণ। “এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ রজতায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে চন্দ্রায় নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ”। পরে দক্ষিণহস্তে কোশার জলে কুশ ধরিয়া “বিষ্ণুরেঁ। তৎসং ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য অশৌচান্তাদ্বিতীয়ে অহি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য সংস্কারমান-কনকেচ্ছগ-বিমানকরণক-ত্ৰিংশলোকগমনকামঃ ইদং রজতং চন্দ্রদৈবতং যথাসম্ভব-গোত্রনামে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি” বলিয়া কুশজল

প্রোক্ষণ করিবে। পরে দক্ষিণান্ত। [১৪]। পরে কাঞ্চনদান :--কাঞ্চন বামহস্তে ধরিয়া “এতৈশ্চ কাঞ্চনায় নমঃ” কুশজল প্রোক্ষণ। “এতে গন্ধপুষ্পে এতৈশ্চ কাঞ্চনায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে অগ্নয়ে নমঃ। এতৎসম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ” বলিয়া কুশজল দিয়া “ওঁ স্তবর্ণং পরমং দানম্, স্তবর্ণং দক্ষিণা পরম্। এতৎ পবিত্রং পরম মেতৎ স্বস্তায়নং মহৎ।” পড়িয়া দক্ষিণহস্তে কোশার জলে কুশ ধরিয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য প্রেতস্ত অমুকস্ত অশৌচাস্তাদ্বিতীয়ে অহ্নি অমুক গোত্রস্য প্রেতস্য সৰ্বপাপক্ষয়পূৰ্ব্বক-পূৰ্ব্বদশপুরুষোদ্ধরণাপরদশ-পুরুষোদ্ধরণ-কামঃ ইদং কাঞ্চনং অগ্নিদেবতং যথাসম্ভব-গোত্রনায়ে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি” বলিয়া কুশজল প্রোক্ষণ। পরে রজত দিয়া দক্ষিণান্ত করিবে :—রজত বামহস্তে ধরিয়া “এতৈশ্চ রজতায় নমঃ” কুশবারি প্রোক্ষণ। “এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে চন্দ্রায় নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ” বলিয়া কুশজল প্রোক্ষণ। পরে কোশার জলে দক্ষিণহস্তে কুশ ধরিয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্য অমুকস্য অশৌচাস্তাদ্বিতীয়ে অহ্নি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য সৰ্বপাপক্ষয়পূৰ্ব্বক-পূৰ্ব্বদশপুরুষোদ্ধরণাপরদশ-পুরুষোদ্ধরণ-কামনয়া কৃতৈতৎ কাঞ্চনদান কৰ্ম্মণঃ সাক্ষ্যার্থং দক্ষিণামিদং রজতং চন্দ্রদেবতং যথাসম্ভব-গোত্রনায়ে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি” বলিয়া কুশজল প্রোক্ষণ। [১৫] পরে শযাদান :--শযা বামহস্তে ধরিয়া দক্ষিণহস্তে কোশার জলে কুশ ধরিয়া “এতৈশ্চ সাচ্ছাদনোপধানশয্যায়ৈ নমঃ” কুশবারি প্রোক্ষণ। “এতে গন্ধপুষ্পে এতৈশ্চ সাচ্ছাদনোপধান-শয্যায়ৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে উত্তানাজিরসে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ” বলিয়া কুশজল প্রোক্ষণ করিয়া “ওঁ যথা ন কৃষ্ণায়নম্, শূন্যং সাগর-জাতয়া। শয্যামবাপ্যাশূন্তাস্ত তথা জন্মনি জন্মনি ॥” এই মন্ত্র পড়িয়া দক্ষিণহস্তে কোশার জলে কুশ ধরিয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য অশৌচাস্তাদ্বিতীয়ে অহ্নি অমুক-গোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য ষষ্টিবর্ষদ্ব্যাবচ্ছিন্ন-স্বর্গবাসকামঃ ইমাং শয্যাং উত্তানাজিরোদেবতাকাং যথাসম্ভব-গোত্রনায়ে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি” বলিয়া কুশবারি প্রোক্ষণ করিয়া দক্ষিণান্ত করিবে। যথা : দক্ষিণাটি বাম হস্তে ধরিয়া “এতৈশ্চ কাঞ্চনায় বা কাঞ্চনমূল্যায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতৈশ্চ কাঞ্চনায় বা কাঞ্চনমূল্যায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে ত্রীবিধবে নমঃ। এতৎসম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ” বলিয়া কুশজল দিয়া দক্ষিণহস্তে কোশার জলে কুশ ধরিয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য ষষ্টিবর্ষাবচ্ছিন্ন-স্বর্গবাস-কামনয়া কৃতৈতৎ শযাদান-কৰ্ম্মণঃ সাক্ষ্যার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং বা কাঞ্চনমূল্যং অগ্নিদেবতং [মূল্যপক্ষে—ত্রীবিধুদেবতং] যথাসম্ভব-গোত্রনায়ে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি” বলিয়া কুশজল প্রোক্ষণ করিবে। [১৬]। পরে ধেনুদান :—হেমশূদ্র প্রভৃতি অলঙ্কারে ভূষিত ধেনু আনিয়া পড়িবে—“ওঁ বা লক্ষ্মীঃ সৰ্বভূতানাং, যা চ দেবেষ্ববস্থিতা। ধেনুরূপেণ সা দেবী, যম পাপং ব্যাপোহতু ॥ দেহসংস্থা চ রুদ্রাণী, শঙ্করস্য সদা প্রিয়া। ধেনুরূপেণ সা দেবী, যম শাস্তিং প্রবচ্ছতু ॥ বিষ্ণোর্করুদসি বা লক্ষ্মীঃ, স্বাহা চৈব বিভাবসোঃ। চন্দ্রস্তাষ্পতে-যাতু, সা ধেনু-বর্ষদ-স্ত মে ॥ চতুর্শূন্যস্য বা লক্ষ্মী-যা চ লক্ষ্মী-ইরস্য চ। যা লক্ষ্মী-লোকপালানাং, সা ধেনুর্বরদাস্ত মে ॥ স্বাহা ত্বং পিতৃমুখানাং, স্বাহা চৈব হবিভূজাম্। ধন্যং পাং হরা ধেনু-স্তস্মাচ্ছাস্তিং প্রবচ্ছ মে ॥” পরে অর্চনা :—“এতৎপাদ্যং ওঁ সালঙ্কারায়ৈ ধেনুৈ নমঃ” বলিয়া গাভির পায়ে জল দিবে। গন্ধ পুষ্প দুর্ভাক্ষতাদির সহিত অর্ঘ্য লইয়া “এষঃ অর্ঘ্যঃ ওঁ সালঙ্কারায়ৈ ধেনুৈ নমঃ” বলিয়া অর্ঘ্য দিয়া চন্দনাদি লইয়া “এষঃ গন্ধঃ, এতৎপুষ্পং, এষঃ ধূপঃ, এষঃ দীপঃ, এতেন্নৈবেদ্যং ওঁ সালঙ্কারায়ৈ ধেনুৈ নমঃ” বলিয়া অর্চনা করিয়া গন্ধপুষ্পাদি শৃঙ্গাাদিতে বিষ্ণু প্রভৃতির পূজা করিবে। যথা : “এতে গন্ধপুষ্পে শৃঙ্গাগ্রে ওঁ বিসর্গবে নমঃ” বলিয়া শৃঙ্গাগ্রে গন্ধপুষ্প দিবে। “শৃঙ্গমধ্যে ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ। শৃঙ্গমূলে ওঁ ইন্দ্রায় নমঃ। ললাটে ওঁ বৃষধ্বজায় নমঃ। কর্ণয়োঃ ওঁ অশ্বিনীকুমারভ্যাং নমঃ। চক্ষুযোঃ ওঁ শশি-ভাস্করাভ্যাং নমঃ। নস্তেযু ওঁ মরুভ্যো নমঃ। জিহ্বায়াং ওঁ সরস্বতীভ্যো নমঃ। নাসাপুটয়োঃ ওঁ বণমুখায় নমঃ। উদরে ওঁ পৃথিব্যে নমঃ। অপাঙ্গয়োঃ ওঁ সাগরেভ্যো নমঃ। রোমকূপেযু ওঁ ঋষিভ্যো নমঃ। পৃষ্ঠে ওঁ রুদ্রেভ্যো নমঃ। দক্ষিণ পার্শ্বে ওঁ কুমারায় নমঃ। বামপার্শ্বে ওঁ বরুণায় নমঃ। রেখিষ্ঠে ওঁ রশ্মিভ্যো নমঃ। শ্রোণীতটে ওঁ পিতৃভ্যো নমঃ। ভজ্বাস্থ ওঁ তীর্থেভ্যো নমঃ। খুরমধ্যে ওঁ গন্ধর্কেভ্যো নমঃ। খুরাগ্রেযু ওঁ অশ্বাভ্যো নমঃ। ক্রোড় ওঁ পৃথ্বীগণেভ্যো নমঃ।

গোময়ে ওঁ লক্ষ্মী নমঃ। হুঁকারে ওঁ বেদেভ্যো নমঃ। পরসি ওঁ গঙ্গায়ৈ নমঃ” বলিয়া পুতা করিয়া দক্ষিণহস্তে পুচ্ছ ধরিয়া—“ওঁ সৰ্বদেবময়ীং দোহিত্রীং, সৰ্বলোকময়ীং তথা। সৰ্বলোক-নিমিত্তায়, সৰ্বপাপ-ক্ষয়ায় চ। সৰ্বধৰ্ম্মপ্রদায় নিত্যং, সৰ্বভূত-নমস্কৃত্যাম্। উৎসৃজামি মহাভাগাম্, অক্ষয়-স্বৰ্গগামিনাম্॥” পড়িয়া বাসগ্রাস লইয়া “ওঁ গাবো মে মাতরঃ সৰ্বাঃ, গোব্বাঃ পিতরো নমঃ। বাসগ্রাসঃ ময়া দত্তং, প্রতিগৃহ্ণন্ত মাতরঃ॥” মন্ত্র পড়িয়া বাস দিয়া ধেনুর পুচ্ছ দেশে দাঁড়াইয়া, বেদবেদাঙ্গপারগ ক্রিয়াপারগ ব্রাহ্মণকে অর্চনা করিবে, যথা : “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ব্রাহ্মণায় নমঃ, এতৎ মালাং ব্রাহ্মণায় নমঃ, এতৎ বস্ত্রং যজ্ঞোপবীতং ওঁ ব্রাহ্মণায় নমঃ” বলিয়া অর্চনা করিয়া দান করিবে :— “ওঁ সোপকরণ-ধনবে নমঃ” বলিয়া জলের ছিটা দিয়া “গর্গশ্চাং রোপাথুরাং, মুক্তালাজুল-ভূষিতাম্। কাংসোপদোহাং ধেনুং বৈ, বস্ত্রচ্ছ্রামলঙ্কৃতাম্। দম্বা দ্বিজেন্দ্রায় নমঃ, স্বৰ্গলোকে মহীয়তে॥” পড়িবে। পরে তিল, হরিতকী ও কুশ কোশার জলে দক্ষিণহস্তে ধরিয়া “ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য অশৌচান্তা-দ্ধিতীয়ে অহ্নি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য এতদ্ধেনুরোম-সমসংখ্যবর্ষাবচ্ছিন্ন-স্বৰ্গবাসকামঃ ইমাং ধেনুং স্বৰ্গশ্চাং রোপাথুরাং মুক্তালাজুলভূষিতাং কাংসোপদোহাং বস্ত্রচ্ছ্রামং যথাসক্ত্যলঙ্কৃতাং রুদ্রদেবতাকাং যথাসম্ভব-গোত্রনায়ে ব্রাহ্মণায় দাতুমহং উৎসৃজে।” বলিয়া পুচ্ছ কুশজল প্রোক্ষণ করিবে। পরে কাঞ্চন বা কাঞ্চনমূল্য দক্ষিণা দিবে :— দক্ষিণাটি উপুড়াবে বামহস্তে ধরিয়া “এতস্মৈ কাঞ্চন মূল্যায় বা কাঞ্চনায় নমঃ” বলিয়া দক্ষিণহস্তে কুশজল প্রোক্ষণ করিবে “এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ (কাঞ্চনপক্ষে “অগ্নয়ে নমঃ”), এতৎ সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ” কুশজল দিবে। পরে দক্ষিণহস্তে কোশার জলে কুশ ধরিয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য অশৌচান্তাদ্ধিতীয়ে অহ্নি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য এতদ্ধেনুরোম-সমসংখ্যবর্ষাবচ্ছিন্ন-স্বৰ্গবাস-কামনয়া কৃতৈতদ্ যথোক্তালঙ্কৃত ধেনুদান-কর্মণঃ সাংস্কারার্থং দক্ষিণামিদং (কাঞ্চনং অগ্নিদেবতং বা কাঞ্চনমূল্যং বিষ্ণুদেবতং) যথাসম্ভব-গোত্রনায়ে ব্রাহ্মণায় (ব্রাহ্মণ উপস্থিত থাকিলে— অমুকগোত্রায় অমুক দেবশ্রম্ভণে ব্রাহ্মণায় তুভ্যং) অহং দদামি” বলিয়া কুশের জল দিবে। অনন্তর দান শেষ করিয়া “ওঁ কোহদং কস্মা অদাৎ কামোহদাৎ কাম্যামাদাৎ। কামো দাতা কামঃ প্রতিগৃহীতা কটমতন্তে” [বা ৭।৪৮] এই কামস্ততি পড়িবে। ইতি ষোড়শ দান।

হলায়ুধেঃ মতে পূর্বোক্ত দান সহ সবৎসা কপলা, উভয়গোমুখী-ধেনু, বিপুলগৃহ ও শ্রেষ্ঠ দোলা দান করিলে দানসাগর হয়।

আদ্যশ্রাদ্ধ-পদ্ধতি।

আচমন করিয়া “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ নারায়ণায় নমঃ, ওঁ আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ, ওঁ ইন্দ্রাদি দিক্‌পালেভ্যো নমঃ” বলিয়া গন্ধপুষ্প দিয়া ভোজ্যোৎসর্গ করিবে। যথা :— উপুড় বামহস্তে ভোজ্য ধরিয়া “এতেভ্যঃ সোপকরণামান্নভোজ্যেভ্যো নমঃ” বলিয়া তিনবার কুশবারি প্রোক্ষণ করিয়া “এতে গন্ধপুষ্পে এতেভ্যঃ সোপকরণামান্ন-ভোজ্যেভ্যো নমঃ” বলিয়া একটি গন্ধপুষ্প ভোজ্যের উপর দিবে। “এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে ত্রীবিষ্ণবে নমঃ” বলিয়া বিষ্ণুর উদ্দেশে জলে বা শালগ্রামে গন্ধপুষ্প দিবে। “এতৎ সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ” বলিয়া কুশের জল দিবে। অনন্তর কোশার জলে দক্ষিণহস্ত রাখিয়া “ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুক দেবশ্রম্ভণঃ বর্ষণঃ শুশ্রূষা বা

অশৌচাস্তাদ্বিতীয়েহি • অমুক-গোত্রস্ত প্রেতস্ত অমুকস্ত প্রেতলোকবিমুক্তস্ত-স্বর্গলোক গমনকামঃ এতানি সোপকরণান্ন-
ভোজ্যানি শ্রীবিষ্ণুদৈবতানি যথাসম্ভব-গোত্রান্নায়ে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি” বলিয়া কুশের জল দিয়া উৎসর্গ করিয়া “ও
বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্ত অমুকস্ত অশৌচাস্তাদ্বিতীয়েহি •
অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্ত অমুকস্ত প্রেতলোকবিমুক্তস্ত-স্বর্গলোকগমনকামনয়া কৃতৈতৎ সোপকরণান্ন-ভোজ্যাদানকর্ষণঃ
সান্নতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যরজতখণ্ডং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভব-গোত্রান্নায়ে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি” বলিয়া দক্ষিণাস্ত
করিয়া “কৃতৈতৎ ভোজ্যাদানকর্ষণাচ্ছিদমস্ত” বলিবে; “ওঁ অস্ত” উত্তর দিবে। পরে বাস্তপূজা : - “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ
বাস্তপুরুষায় নমঃ। এতৌ ধূপদীপৌ ওঁ বাস্তপুরুষায় নমঃ। এতৎ সোপকরণান্ন ভোজ্যং ওঁ বাস্তপুরুষায় নমঃ” বলিয়া
পঞ্চোপচারে বাস্তপূজা করিয়া “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ যজ্ঞেশ্বরায় বিষ্ণবে নমঃ। এতৌ ধূপদীপৌ ওঁ যজ্ঞেশ্বরায় বিষ্ণবে
নমঃ। এতৎ সোপকরণান্ন-ভোজ্যং ওঁ যজ্ঞেশ্বরায় বিষ্ণবে নমঃ” বলিয়া পূজা করিবে।

[পরকীয় ভূমিতে যদি শ্রাদ্ধ করা হয়, তাহা হইলে ভূস্বামি পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধীয়াগ্রভাগভোজ্য দিবে, যথা :--“বিষ্ণুঃ
ওঁ এতৎশ্রাদ্ধীয়াগ্রভাগ সন্ন্যতপকরণান্ন-ভোজ্যং এতদ্ভূস্বামি-পিতৃভ্যাঃ স্বধা” বলিয়া একটি মোটক ভোজ্যের উপরি দিয়া
উৎসর্গ করিবে।]

অনন্তর কুশ-ব্রাহ্মণ স্নান করাইবে। কুশ-ব্রাহ্মণটিকে বানহস্তে ধরিয়া “ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ, সহস্রাংগঃ সহস্রপাং।
স ভূমিং সর্বতঃ স্পৃশ্বা, অতাতিষ্ঠঞ্চশাস্তুলম্॥” (বা ৩১।১) ॥ এই মন্ত্রটি পড়িয়া দক্ষিণ হস্তে কুশব্রাহ্মণের মস্তকে
জল দিয়া, ব্রাহ্মণ স্নান করাইয়া - “ওঁ গন্ধদ্বারাং হ্রদপর্বাং নিতাপুষ্ঠাং করীমিগীম্। ঈশ্বরীং সর্বভূতানাং স্বাগিহোপহ্বরে
শ্রিয়ম্” এই মন্ত্র পড়িয়া চন্দন দিয়া ব্রাহ্মণকে আসনে বসাইবে। অনন্তর “এব গন্ধঃ ওঁ দর্ভময়-ব্রাহ্মণায় নমঃ।
এতৎ পুষ্পং ওঁ দর্ভময়-ব্রাহ্মণায় নমঃ। এব বপঃ ওঁ দর্ভময়-ব্রাহ্মণায় নমঃ। এব দীপঃ ওঁ দর্ভময়-ব্রাহ্মণায় নমঃ।
এতৎ সোপকরণান্ন-ভোজ্যং ওঁ দর্ভময়-ব্রাহ্মণায় নমঃ” বলিয়া পঞ্চোপচার-পূজা করিয়া প্রাচীনাবীতী হইয়া অর্থাৎ উত্তরীয়
ডান কাঁধে রাখিয়া কুশব্রাহ্মণকে স্পর্শ করিয়া দক্ষিণমুখ হইয়া ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিবে, যথাঃ--“ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অত
অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্ত অমুকস্ত মরণাশৌচাস্তাং দ্বিতীয়-দিন-বিহিতমেকোদ্বিষ্টশ্রাদ্ধং
[মাসিক স্থলে - অমুক-মাসিক-দিনবিহিত-মেকোদ্বিষ্টশ্রাদ্ধং] কর্ত্ব্যং কুণময়-ব্রাহ্মণ-মহং নিমন্ত্রয়ে।” শ্রাদ্ধকর্ত্তা এই কথা
বলিলে পর “ওঁ নিমন্ত্রয়” এই কথা ব্রাহ্মণ বলিবে। [যদি প্রকৃত ব্রাহ্মণ বসাইয়া শ্রাদ্ধ করা হয়, তাহা হইলে এই ব্রাহ্মণ
“ওঁ নিমন্ত্রয় প্রসন্নোহস্মি” পর্যাস্ত বলিবে।] অনন্তর শ্রাদ্ধকর্ত্তা বলিবে “ঋক্বেদৈঃ শৌচপঠৈঃ, সততং

১ম মাসিক শ্রাদ্ধে	“অশৌচাস্তাদ্বিতীয়েহি”	স্থলে	“প্রথম-মাসিকেকোদ্বিষ্ট-শ্রাদ্ধবাসরে” বলিবে।
২য়	“	“	“দ্বিতীয়-মাসিকেকোদ্বিষ্ট-শ্রাদ্ধবাসরে” বলিবে।
৩য়	“	“	“তৃতীয়-মাসিকেকোদ্বিষ্ট-শ্রাদ্ধবাসরে” বলিবে।
৪র্থ	“	“	“চতুর্থ-মাসিকেকোদ্বিষ্ট-শ্রাদ্ধবাসরে” বলিবে।
৫ম	“	“	“পঞ্চম-মাসিকেকোদ্বিষ্ট-শ্রাদ্ধবাসরে” বলিবে।
৬ম বাষ্মাসিক শ্রাদ্ধে	“	“	“প্রথম-ষাণ্ মাসিকেকোদ্বিষ্ট-শ্রাদ্ধবাসরে” বলিবে।
৭ম মাসিক শ্রাদ্ধে	“	“	“ষষ্ঠ মাসিক-কোদ্বিষ্ট-শ্রাদ্ধবাসরে” বলিবে।
৮ম	“	“	“সপ্তম-মাসিকেকোদ্বিষ্ট-শ্রাদ্ধবাসরে” বলিবে।
৯ম	“	“	“অষ্টম-মাসিকেকোদ্বিষ্ট-শ্রাদ্ধবাসরে” বলিবে।
১০ম	“	“	“নবম-মাসিকেকোদ্বিষ্ট-শ্রাদ্ধবাসরে” বলিবে।
১১ম	“	“	“দশম-মাসিকেকোদ্বিষ্ট-শ্রাদ্ধবাসরে” বলিবে।
১২ম বাষ্মাসিক শ্রাদ্ধে	“	“	“একাদশ-মাসিকেকোদ্বিষ্ট-শ্রাদ্ধবাসরে” বলিবে।
১৩ম মাসিক শ্রাদ্ধে	“	“	“দ্বাদশ-মাসিকেকোদ্বিষ্ট-শ্রাদ্ধবাসরে” বলিবে।

ব্রহ্মবাদিভিঃ। ভবিতব্যং ভবতিষ্ঠ, ময়াত্র শ্রাদ্ধকর্মণি ॥ (ব্রাহ্মণ-সর্বস্ব) ॥ অনন্তর শ্রাদ্ধকর্তা “স্বাগতং ভবতা” এই কথা জিজ্ঞাসা করিবে। “স্বাগতং” এই উত্তর দিবে। কুশ-ব্রাহ্মণ হইলে পুরোহিতই উত্তর বাক্য বলিয়া থাকেন।

পরে “ওঁ অমুকগোত্র প্রেত অমুক! এতৎ পাদাং তুভ্যং স্বধা” বলিয়া কুশিতে করিয়া পাণ্ডুল ব্রাহ্মণকে দিবে।* অনন্তর “ওঁ অমুকগোত্র প্রেত অমুক! এতদাসনং তুভ্যং উপতিষ্ঠতাম্” বলিয়া ব্রাহ্মণকে আসন দিবে এবং আসনখানি ধরিয়া বলিবে “সিদ্ধিমিদমাসনং অত্র আশ্রিতাম্”। পরে ছত্র নিবেদন করিবে, যথা :- ছত্রটি বামহস্তে ধরিয়া “এতস্মৈ ছত্রায় নমঃ” বলিয়া কুশের জল ছিটাইয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্র প্রেত অমুক দেবশর্শন এতন্তে ছত্রং নমঃ” বলিয়া নিবেদন করিয়া দিবে। পরে চর্মপাত্রকা লইয়া “এতস্মৈ উপানদ্যুগলায় নমঃ” বলিয়া কুশবারি প্রোক্ষণ করিয়া “বিষ্ণুরেঁ। অমুকগোত্র প্রেত অমুক-দেবশর্শন এতন্তে উপানদ্যুগলায় নমঃ” বলিয়া উৎসর্গ করিয়া দিবে। পরে— “ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ, মহাযোগিভ্য এব চ। নমঃ স্বধায়ৈ স্বাহায়ৈ, নিত্যমেব ভবন্ত নঃ।” (ব্রহ্মপুরাণ ২২০ অঃ) ॥ এই মন্ত্র তিনবার পাঠান্তে গায়ত্রী পড়িবে। [এই অংশ মাসিক শ্রাদ্ধে পড়িবে না।]

অনন্তর ব্রাহ্মণে একগণ্ডূষ জল দিয়া অমুক্তা লইবে। অমুক্তাবাক্য যথা :- “ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসং ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথে অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্ত অমুকস্ত অশৌচান্ত-দ্বিতীয়-দিন-বিহিতং [মাসিক স্থলে—অমুক-মাসিক-দিন বিহিতং] একোদ্ধিষ্ট-শ্রাদ্ধং সোপকরণসামিধিসিদ্ধায়েন সতিলোমকেন দর্ভময়-ব্রাহ্মণে অহং করিষ্যে” এই অমুক্তা লইবে; “ওঁ কৃক্বধ” এই উত্তর ব্রাহ্মণ বলিবে। অনন্তর কুশাসন দান। যথা :- “বিষ্ণুঃ ওঁ অমুকগোত্র প্রেত অমুক এতৎ কুশাসনং তুভ্যং উপতিষ্ঠতাম্” বলিয়া পায়ের তলায় কুশ বা কুশের আসন দিবে। পরে (গন্ধা) যুক্তিকায়ুক্ত জলদ্বারা শ্রাদ্ধীয়দ্রব্য ও শ্রাদ্ধস্থান প্রোক্ষণ করিয়া ঐ জলপাত্র ব্রাহ্মণের নিকট রাখিবে। অনন্তর “ওঁ অপহতা অমৃত্য রক্ষাংসি বেদিসদঃ” বলিয়া তিল ছড়াইয়া দিয়া ব্রাহ্মণের সম্মুখে একগাছি প্রাদেশ-পরিমিত কুশ দক্ষিণাগ্র করিয়া পাতিয়া তাহার উপর অর্ধপাত্র [কলাখোলা বা কলাপাতা] স্থাপন করিবে। পরে একগাছি সাগ্রকুশ লইয়া “ওঁ পবিত্রাসি বৈশ্ববি” বলিয়া নখ ব্যতিরেকে প্রাদেশ পরিমাণে ছেদন করিয়া “ওঁ বিষ্ণোর্মনসা পূতমসি” বলিয়া জলের ছিটা দিয়া অর্ধপাত্রে রাখিবে। [দৈবপক্ষ যে শ্রাদ্ধে থাকে তাহাতে কুশান্তরবেষ্টিত দুইগাছি কুশে পবিত্র করিতে হয়; আর একোদ্ধিষ্টশ্রাদ্ধে একটিমাত্র কুশে পবিত্র করিতে হয়] পরে— “ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয় আপো ভবন্ত পীতয়ে শং বো রভিসবর নঃ ॥” (বা ৩৬।১২) ॥ এই মন্ত্র পড়িয়া অর্ধপাত্রে গণ্ডূষত্রয় জল দিয়া “ওঁ তিলোহসিসোমদৈবত্যো গোসবো দেবনিম্মিতঃ। প্রহ্মমাত্তঃ পুরুঃ স্বধয়া প্রেতান্ লোকান্ গ্রীণাহি নঃ স্বাহা ॥” এই মন্ত্র পড়িয়া অর্ধপাত্রে তিল দিবে এবং অমন্ত্রব গন্ধপুষ্প দিয়া কুশদ্বারা অর্ধপাত্রটি আচ্ছাদিত করিবে। পরে কুতাজলি হইয়া “ওঁ অচ্ছিন্নমিদমর্ষপাত্রমন্ত” বলিয়া আচ্ছাদনকুশটি ফেলিয়া দিবে। পরে “ওঁ ব্রাহ্মণহস্তে পবিত্রং নমঃ” বলিয়া অর্ঘের ঐ পবিত্রটি ব্রাহ্মণে দিবে। “ওঁ ব্রাহ্মণহস্তে জলাস্তরং নমঃ” বলিয়া অর্ধপাত্রের জল ভিন্ন অত্র জল ব্রাহ্মণে দিবে। “ওঁ ব্রাহ্মণহস্তে পুষ্পাস্তরং নমঃ” বলিয়া অর্ধপাত্রের পুষ্প ভিন্ন অত্র পুষ্প একটি দিবে। “ওঁ শিরঃপাণ্যাদি-সর্বগাত্রেভ্যো নমঃ” বলিয়া অর্ধপাত্রের পুষ্প লইয়া ব্রাহ্মণে দিবে; পরে ঐ অর্ধপাত্রটি বামহস্তে রাখিয়া দক্ষিণহস্তদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া— “ওঁ যা দিব্যা আপঃ পয়সা সংবভূবুঃ। যা অন্তরিক্ষা উত পার্গির্দীর্ঘাঃ। হিরণ্যবর্ণা বজ্রিয়াঃ তা আপঃ শিবাঃ সংশ্রোনা সুহবা ভবন্ত ॥” আশ্বরা ২।১১৫। এই মন্ত্র পড়িয়া “বিষ্ণুরেঁ। অমুক গোত্র প্রেত অমুক এতৎ স্বধাঃ তুভ্যং উপতিষ্ঠতাম্” বলিয়া পিতৃতীর্থদ্বারা অর্ঘের সমস্ত জিনিষ কুশব্রাহ্মণে অর্পণ করিবে।* অনন্তর গন্ধাদিপঞ্চকদান, যথা :- দক্ষিণাগ্র একটি রেখা করিয়া তাহার উপর একখানি কলার খোলা বা কলাপাতা রাখিয়া তাহাতে বস্ত্র ও বস্ত্রের উপর তুলসীপত্র চন্দন যজ্ঞোপবীত পুষ্প দিয়া ধূপ ও দীপ স্বতন্ত্র পাত্রে জ্বালাইয়া “এতেভ্যঃ গন্ধাদিপঞ্চকেভ্যো নমঃ” বলিয়া কুশের জল ছিটাইয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ অমুকগোত্র প্রেত অমুক দেবশর্শন (বা অমুক বর্শন ইত্যাদি) “এতানি গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপ-বাসো-যজ্ঞোপবীতানি তুভ্যমুপতিষ্ঠতাম্” বলিয়া কুশবারি

* মাসিক শ্রাদ্ধে পাত্রকা, ছত্র, পাড়ে, শয্যা, ও তৈজস দান নাই। মাসিকগুলি সাধারণ একোদ্ধিষ্টের সমান।

প্রোক্ষণ করিয়া—“ওঁ সর্বঃ স্রগন্ধ এবাং, শীতলঃ স্রমনোহরঃ। ময়া নিবেদিতো ভক্ত্যা, গন্ধোহং প্রতিগৃহ্যতাম্॥” (ত্রা, স) ॥ [মাসিকে গন্ধাদি দানে শ্রোত্র পড়িবে না।] এই মন্ত্রটি পড়িয়া “এষ তে গন্ধঃ” বলিয়া ঐ তুলসীপত্রস্থিতচন্দন দর্ভময় ব্রাহ্মণে অর্পণ করিবে। অনস্তর—“ওঁ শ্রিয়া দেব্যা সমায়ুক্তং, দেবৈরপি শিরোধৃতম্। ময়া নিবেদিতঃ ভক্ত্যা, পুষ্পমেতৎ প্রতিগৃহ্যতাম্” (ত্রা, স) এই মন্ত্রটি পড়িয়া “এতন্তে পুষ্পং” বলিয়া দর্ভময়-ব্রাহ্মণে পুষ্প দিবে। পরে “ওঁ বনস্পতি-রসো দিব্যঃ, শীতলঃ স্রমনোহরঃ। ময়া নিবেদিতা ভক্ত্যা, ধূপোহং প্রতিগৃহ্যতাম্” (ত্রা, স) এই মন্ত্রটি পড়িয়া “এষ তে ধূপঃ” বলিয়া জল-প্রোক্ষণ দিবে। অনস্তর—“ওঁ স্রপ্রকাশো মহাদীপঃ, সর্বতন্তিমিরাপহঃ। সবাহ্যাত্তন্তরং জ্যোতি-দীপোহং প্রতিগৃহ্যতাম্॥” (ত্রা, স) এই মন্ত্র পড়িয়া “এষ তে দীপঃ” বলিয়া কুশের জল ছিটাইয়া “এতন্তে আচ্ছাদনং” বলিয়া বস্ত্রখানি দর্ভময় ব্রাহ্মণের শিরোদেশে রাখিয়া দিবে এবং “এতন্তে যজ্ঞে পবীতর্থহৃতং” বলিয়া যজ্ঞোপবীতটি বস্ত্রের উপর দিবে। পরে যোড় হাত করিয়া “গন্ধাদি-দানমিদমচ্ছিদ্রমস্ত” বলিবে। পুরোহিত “ওঁ অস্ত” বলিবে। পরে শ্রাদ্ধকর্তা “ওঁ ভোজনপাত্রমহং পাতয়িষ্যে” বলিবে। পুরোহিত বলিবে, “ওঁ পাতয়”। পরে কুশ-ব্রাহ্মণের সম্মুখে পিঁড়েখানি রাখিয়া তাহার নিকটে একটি চতুষ্কোণমণ্ডল করিয়া তাহার উপর ভোজনপাত্র পাতিবে। তাহাতে স্ত্রী বা স্বয়ং অন্ন-বায়ন-স্বতাদি সমস্ত পরিবেশন করিয়া জমপাত্রে জল দিয়া অন্নপাত্রটি চিং বামহস্তদ্বারা ধরিয়া—“ওঁ এতৎ সর্বং হবিঃ শ্রীবিষ্ণো কব্যাং রক্ষস্ব” বলিয়া কুশবারি প্রোক্ষণ করিয়া—“ওঁ ইদং বিষ্ণুবিচক্রেমে ত্রেণা নিদধে পদম্। সমুতমস্ত পাত্মসুরে” ॥ (বা ৫১৫) ॥ এই মন্ত্র পড়িয়া অন্নপাত্রে চিংভাবে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ স্থাপন করিবে। পরে “ওঁ অপহতা অসুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ” এই মন্ত্র পড়িয়া তিল ছড়াইয়া দিয়া ব্রাহ্মণে এক গণ্ডুষ জল দিয়া একবার গায়ত্রী পড়িবে। পরে একটি মোটক লইয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্র প্রেত অমুক দেবশর্শন এতৎ অন্নং স্বতাত্ত্যাপকরণ-সহিতং সতিলোদকং তুভ্যমুপতিষ্ঠতাম্” বলিয়া অন্ন উৎসর্গ করিয়া “ওঁ ইদং অন্নং ইমাঃ আপঃ ইদং হবিঃ এতাত্ত্যাপকরণানি, ওঁ যথাস্থং বাগ্যতঃ স্বদ” বলিয়া প্রত্যেক দ্রব্য দেখাইয়া কুশ-ব্রাহ্মণে একটু জল দিবে। অনস্তর—“ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাদ্বীনঃ সস্বাধীঃ। মধু নস্তমুতোযসো মধুমংপাথিবৎ রজঃ। মধু ত্বোরস্ত নঃ পিতা ॥ মধুমানো বনস্পতি মধুর্মা হস্ত হৃদাঃ। মাদ্বীগীবো ভবন্ত নঃ” ॥ (বা ১৩২৭-২৯) ॥ এই মন্ত্রে অন্ন মধু দিয়া “অন্নদানমিদমচ্ছিদ্রমস্ত” এবং “ওঁ অন্নহীনং ক্রিয়াহীনং, বিধিহীনঞ্চ যদ্যভবেৎ, তৎসর্বমচ্ছিদ্রমস্ত” বলিয়া কুচিস্তব পড়িবে। অনস্তর “ওঁ যোগীশ্বরং যাজ্ঞবল্ক্যং, সংপূজ্য মুনয়োহত্রবন্। বর্ণাশ্রমেতন্নাগং নো, ত্রাহি ধর্মানশেষতঃ” ॥ “মম্বজি-হিস্র হারীত-যাজ্ঞবল্ক্যোশনোহঙ্গিরো যমাপস্তম্ব-সম্বর্তাঃ কাত্যায়ন-বৃহস্পতী ॥ পরাশর-ব্যাস-শঙ্খলিখিতাঃ দক্ষগোতমো। শাতাতপো-বশিষ্ঠশ্চ ধর্মশাস্ত্র-প্রয়োজকাঃ ॥ (যাজ্ঞ সং ১৪-৫) ॥ ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ সদা পশন্তি সুরয়ঃ। দিবীং চক্ষুরাততম্” ॥ (বা ৬৫) ॥ “ওঁ ছর্যোধনো-মল্ল্যময়ো-মহাক্রমঃ, স্বকঃ কর্ণঃ শকুনিস্তস্ত শাখা। ছঃশাসনঃ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে, মূলং রাজা ধৃতরাষ্ট্রোহমনীষী ॥ ওঁ বুধিষ্ঠিরো ধর্মময়ো মহাক্রমঃ, স্বকোহর্জুনো ভীমসেনোহস্ত শাখা মাদ্রীসুতো পুষ্পফলে সমৃদ্ধে, মূলং কৃষ্ণো ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চ।” (মহাভারত মাদিপর্ব ১১০-১১১)। “ওঁ সপ্তবাহা দশার্ণেযু, মৃগাঃ কালজরে গিরৌ চক্রবাকাঃ শরদীপে, হংসাঃ সরসি মানসে ॥ তেহপি জাতাঃ কুরুক্ষেত্রে, ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ। প্রস্থিতা দূরমধ্বানং যুগং তেভ্যোহবসীদত ॥” (মৎস্ত পুরাণ ২০-২১ অঃ) পড়িয়া দক্ষিণাগ্র করিয়া কতকগুলি কুশ পাতিয়া সতিল অন্ন দক্ষিণহস্তে লইয়া—“ওঁ অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীব্যাঃ, নেহপাদগ্ধাঃ কূলে মম। ভূমৌ দন্তেন তৃপ্যন্ত, তৃপ্তাঃ যান্ত পরাং গতিম্” (মৎস্ত পু ১৭অ) এই মন্ত্র পড়িয়া ভূমিতে কুশের উপর অগ্নিদগ্ধার পিণ্ড ছড়াইয়া দিবে। পরে হস্ত দুইয়া কৃতাজলি হইয়া—“ওঁ যেথাং ন মাতা ন পিতা ন বন্ধুঃ, নৈবান্নসিদ্ধিন্ তথান্নমাস্তি। তত্ত্বপ্তয়েহং ভুবি দত্তমেতৎ, প্রায়ান্ত গোকার স্রুথায় তদ্বৎ ॥” (বিষ্ণু পুরাণ ॥ এই মন্ত্র পড়িয়া এক গণ্ডুষ জল ব্রাহ্মণে দিয়া “ওঁ স্বদিতং” এই প্রন্ন করিবে; “ওঁ স্রস্বদিতং” এই উত্তর ব্রাহ্মণ বলিবে।* পরে “শেষমন্নপাতি” বলিবে; “ইষ্টেভ্যো যথাস্থং বিনিযুক্ত্যতাম্” এই কথা ব্রাহ্মণ বলিবে। পরে—“ওঁ নিহন্নি সর্বং যদমেধ্যবস্তবেৎ, হতাশ্চ সর্বৈহস্রং দানবা ময়া। রক্ষাংসি যক্ষাঃ সপিশাচ-

২১৭৭৭

* শব্দা থাকিলে এই সময় উৎসর্গ করিয়া দিবে, যথা :—“এতন্তে শব্দাঃ নমঃ, এতৎ গন্ধপুষ্পে এতদধিগতং শ্রীং কবয়ে নমঃ” পক্ষপুষ্প মলে বা শালগ্রামে দিয়া বায় হস্তে শব্দা ধরিয়া “ক্ষিঃ ওঁ অমুকগোত্রপ্রেত অমুক দেবশর্শন এষ তে শব্দা নমঃ” বলিয়া জলের ছিটা দিবে।

সন্ধ্যাঃ, হতা ময়া যাতুধানাশ্চ সৰ্বে ॥” (ব্রা, স) ॥ এই মন্ত্র পড়িয়া জলের দ্বারা একটি চতুষ্কোণ মণ্ডল করিয়া --“ওঁ অপহতা অমুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ” এই মন্ত্রে এবং “ওঁ নিহম্মি সৰ্বং ইত্যাদি” মন্ত্রে দুইখানা সমূল কুশ দুই হাতে ধরিয়া ঐ মণ্ডলের মাঝখানে দুইটি দক্ষিণাগ্র রেখা করিয়া জলের দ্বারা ঐ রেখা অভিক্ষেপ করিয়া বামকোমরের বস্ত্রগ্রস্থি দৃঢ় করিয়া অর্থাৎ নিজের কোমরের কাপড় আঁটিয়া দিয়া ঐ পিণ্ডস্থান-মণ্ডলটি উৎসর্গ করিবে, যথা—একটি মোটক জলে ডুবাইয়া ধরিয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্র-প্রেত অমুক-দেবশৰ্ম্মন বৰ্ম্মন বা এতদবনেনিগ্ধ তুভ্যমুপতিষ্ঠতাং” বলিয়া মোটকটি ঐ মণ্ডলের উপর পিতৃতীর্থ দ্বারা দিবে। পরে ঐ রেখার উপর সমূল কতকগুলি কুশ বিছাইয়া “ওঁ অপহতা অমুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ” বলিয়া ঐ কুশের উপর তিল ছড়াইয়া দিবে; তার পর --“ওঁ মধুবাভা ইত্যাদি” [এবং “ওঁ অক্ষয়মৌমদন্ত হব প্রিয়া অধুষত। অনন্তোষত স্বভানবো বিপ্রা নবিষ্ঠয়া মতা যোজ্ঞা বিজ্ঞতে হবী ॥” (বা ৩:৫১) * ॥] এই মন্ত্রগুলি পড়িয়া তিল তুলসী মোটক সহিত বিলম্বপ্রমাণ পিণ্ড দক্ষিণ হস্তে লইয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্র-প্রেত অমুক-দেবশৰ্ম্মন বৰ্ম্মন বা এতৎ পিণ্ডং সতিলোদকং তুভ্যং উপতিষ্ঠতাং” বলিয়া ঐ অবনেনজনের মোটকের উপর পিতৃতীর্থ দ্বারা পিণ্ড দিয়া এক কুশি তিলোদক ঐ পিণ্ডের উপর পিতৃতীর্থ দ্বারা দিবে। পরে পিণ্ডের অবশিষ্ট অন্নগুলি পিণ্ডের চারিদিকে ছড়াইয়া দিবে। অনন্তর কৃতাজ্জল হইয়া--“ওঁ অত্র প্রেত মাদয়ষ যথাভাগ মাৰ্ঘ্যায়িষ্ঠ” এই মন্ত্র জপ করিয়া উত্তরাতিমুখ হইয়া খাসধারণ করিয়া--“ওঁ বদন্তায় নমস্তভ্যং, ঐশ্ব্যায় চ নমো নমঃ। বর্ষাভ্যশ্চ শরৎসংস্কৃত্য তে চ নমঃ সদা ॥ হেমন্তায় নমস্তভ্যং, নমস্তে শিশিরায় চ। মাস-সংবৎসরেভ্যশ্চ, দিবসেভ্যো নমো নমঃ ॥” [ব্রা, স] ॥ এই মন্ত্র তিনবার পড়িবে। অনন্তর দক্ষিণাতিমুখ হইয়া --“ওঁ অমৌমদন্তঃ প্রেত যথাভাগ মাৰ্ঘ্যায়িষ্ঠ” এই মন্ত্র জপ করিয়া খাস ত্যাগ করিবে। পরে পিণ্ডপাত্রে হস্ত প্রক্ষালন করিয়া পিণ্ডের উপর প্রত্যবনজন দিবে; যথা--পিণ্ডপাত্রের অবশিষ্ট অন্নাদির সহিত জল দক্ষিণ হস্তে লইয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্র-প্রেত অমুক-দেবশৰ্ম্মন বৰ্ম্মন বা এতৎ প্রত্যবনজনং তুভ্যমুপতিষ্ঠতাং” বলিয়া পিণ্ডের উপর দিবে। অনন্তর কোমরের বস্ত্রগ্রস্থি শিথিল করিয়া পিণ্ডোপরি মড়জলি মন্ত্র পড়িবে অর্থাৎ অসংলগ্নভাবে পিণ্ডের উপর অঞ্জলি স্থাপন করিয়া মন্ত্র পড়িবে; যথা:--“ওঁ নমস্তে প্রেত শুভায়। ১। ওঁ নমস্তে প্রেত তপসে। ২। ওঁ নমস্তে প্রেত রসায়। ৩। ওঁ নমস্তে প্রেত বজ্জীবম্ ॥ ৪ ॥ ওঁ নমস্তে প্রেত যোরায মত্তবে। ৫। ওঁ স্বধায়ৈ প্রেত নমঃ ॥ ৬ ॥” পরে নূতন বস্ত্রের একটু সূতা একটি মোটকে জড়াইয়া “ওঁ এতদ্বঃ প্রেতাঃ বাসঃ” বলিয়া বাম হস্ত হইতে দক্ষিণ হস্তে ঐ বাসটি লইয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র-প্রেত অমুক দেবশৰ্ম্মন বা বৰ্ম্মন এতদ্বাসঃ তুভ্যমুপতিষ্ঠতাং” বলিয়া পিণ্ডের উপরি বাস দিয়া কলাখোলের ডোঙ্গা করিয়া বা কুশি করিয়া জল বামহস্তে ধরিয়া “ওঁ উৰ্জ্জং বহন্তীরমৃতং ঘৃতং পয়ঃ কৌলালং পরিশ্রুতম্। স্বধা স্থ তপয়ত মে পিতৃন ॥” এই মন্ত্র পড়িতে পড়িতে পিতৃতীর্থদ্বারা ঐ জল পিণ্ডের চতুর্দিকে ঘুরাইবে। অনন্তর অমল্লক গন্ধপুষ্প পিণ্ডের উপর দিয়া শিণ্ডপূজা করিবে। পরে “ওঁ শিবাঃ আঃ সন্তু” বলিবে; উত্তর “ওঁ সন্তু” বলিলে, ব্রাহ্মণে এক গণ্ডুষ জল দিয়া “ওঁ পিণ্ডং সম্পন্নং” এই কথা জিজ্ঞাসা করিবে; “ওঁ সূসম্পন্নং” এই উত্তর দিবে; “ওঁ সৌমনস্তম্ অস্তু” বলিয়া ব্রাহ্মণে পুষ্প দিবে; “ওঁ অস্তু” উত্তর দিবে। “ওঁ অক্ষং অরিষ্ঠঞ্চ অস্তু” বলিয়া ব্রাহ্মণে আতপত ধুণ দিবে; “ওঁ অস্তু” উত্তর বলিবে। অনন্তর অক্ষ্যা দান। ঘৃত মধু ও তিল একত্র লইয়া একটু জল মিশাইয়া “ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসং ওঁ ঋত্ব অমুক মাসি অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রস্ত প্রেতস্ত অমুক-দেবশৰ্ম্মণঃ বৰ্ম্মণো বা অশৌচাষ্ট্যাদিতীয়দিনবিহিতকোদ্বিষ্টশ্রাদ্ধে [মাসিক স্থলে--অমুকমাসিককোদ্বিষ্টশ্রাদ্ধে] অগ্নিন্ দত্ত-মিদং অন্নপানাদিকং অক্ষ্যা-মুপতিষ্ঠতাং সৰ্বং তস্মৈ উপতিষ্ঠতাম্” বলিয়া দক্ষিণ হস্তের পিতৃতীর্থদ্বারা পিণ্ডের উপর দিবে। পরে পুনর্বার ব্রাহ্মণ-হস্তে জল গণ্ডুষ দিয়া কৃতাজলি হইয়া বলিবে: “ওঁ অঘোরঃ প্রেতোহস্তু” “ওঁ অস্তু” উত্তর বাক্য ব্রাহ্মণ বলিলে; “ওঁ গোত্রং নো বর্দ্ধতাং” বলিবে, “ওঁ বর্দ্ধতাং” উত্তর ব্রাহ্মণ দিবে। [প্রেতকৰ্ম্ম বলিয়া আশিস গ্রহণাদি নাই।] অনন্তর দক্ষিণাস্ত করিবে। যথা--“ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসং ওঁ ঋত্ব অমুকমাসি অমুক-পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক

* এই মন্ত্রটি হলায়ুধৃত নহে। তবে বর্তমান সময়ে রোহিত মহাশয়েরা ইহা পড়েন বলিয়া দেওয়া হইল। যোষ হন ইহা একমাত্র সামবেদীদিগেরই পাঠ্য।

গোত্রস্য প্রেত্যম্মুক-দেবশর্ষণঃ বর্ষণঃ শুশ্রূষা বা কৃতৈতন্নয়ন-শৌচাঙ্গাদিত্রীতয়দিন-বিহিতৈকোদ্বিষ্টশ্রাদ্ধ-কর্মণঃ । মাসিক-স্থলে — অমুক মাসিক দিনবিহিতৈকোদ্বিষ্টশ্রাদ্ধ-কর্মণঃ । প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং রজতঞ্চণ্ডং [রজত মূল্যং বা] ত্রিবিষ্ণুদেবতং যথাসম্ভব গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি” বলিয়া দক্ষিণা উৎসর্গ করিয়া “ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ, মহাযোগিত্য এব চ । নমঃ স্বধাঠৈ স্বাহাঠৈ, নিতামেব ভবন্ত নঃ ॥” তিনবার পড়িয়া—“ওঁ অভিরমাতাং, ক্ষমস্ব” বলিয়া ব্রাহ্মণের আসন একটু চালাইয়া ব্রাহ্মণ বিসর্জ্ঞন করিয়া—“ওঁ আ মা বাজস্য শ্রসবো জগম্যাদেমে ত্বা বা পৃথিবী বিশ্বরূপে । আ মা গন্ত্যং পিতরা মাতরা চা মা সো.মা জমৃতভেন গম্যাৎ” ॥ [বা ৯।১৯] ॥ বলিয়া জল ও পুষ্প ব্রাহ্মণ হস্তে দিবে । [প্রেতকার্যো নমস্কার করিবে না ।] পরে পাত্ৰায় ব্রাহ্মণকে দিবে ; ব্রাহ্মণাভাবে মনে মনে ব্রাহ্মণের উদ্দেশ্য করিয়া ভূমিতে জলক্ষেপণ করিবে । গন্ধ ছাগ ব্রাহ্মণ অগ্নি বা জলে পিণ্ড দেওয়া যায় । উহা দিগার রীতি, যথা :—“এতদ্ব্রাহ্মণং ব্রাহ্মণমুদ্ভিষ্ট জলে সমর্পয়ামি, পিণ্ডমপি সমর্পয়ামি” বলিবে অনন্তর হাতের কুণ খুলিয়া জলে হাত দিয়া বৈশ্বাণ্যসমাদান করিবে, যথা—“ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অথ অমুকমাসি অমুক-পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রস্য প্রেত্যম্মুক দেবশর্ষণঃ বর্ষণঃ কৃতৈতন্নয়ন অশৌচান্তদ্বিতীয়-দিনবিহিতশ্রাদ্ধ-কর্মণি [মাসিক স্থলে—অমুক-মাসিক-দিনবিহিতৈকোদ্বিষ্টশ্রাদ্ধ-কর্মণি] যদৈবশ্রুণ্যং জাতং তদেদ্যশ্রমনার ওঁ বিষ্ণুস্মরণমহং করিষ্যে” বলিয়া “ওঁ বিষ্ণুঃ” আটবার জপ করিবে । পরে “কৃতৈতৎ শ্রাদ্ধকর্ম অচ্ছিন্নমন্ত” বলিবে, “ওঁ অন্ত” উত্তরবাক্য বলিবে । পরে একগণ্ডুষ জল হইয়া—“ওঁ প্রীত্যাং পুণ্ডরীকাক্ষ, সর্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ । তস্মিন্স্থষ্টে জগন্তুষ্টং প্রীণিতে, প্রীণিতং জগৎ ॥” বলিয়া জল গণ্ডুষ ত্যাগ করিয়া “এতৎকর্ম ত্রিকৃষ্যাপিতমন্ত” বলিবে ॥ ইতি অগ্নিশ্রাদ্ধ-পদ্ধতি বা আত্মৈকোদ্বিষ্ট শ্রাদ্ধপদ্ধতি [এবং ইহার সহিত মাসিক শ্রাদ্ধপদ্ধতি] সমাপ্ত ॥

সপিণ্ডীকরণ পদ্ধতি ।

সপিণ্ডীকরণশ্রাদ্ধে শ্রাদ্ধকর্তার বামদিকে প্রেতপক্ষ সাজান হইবে ; সম্মুখে পিতৃপক্ষ ও ডানদিকে দেবপক্ষ সাজান হইবে । পূর্বমুখে বসিয়া ভোজ্যোৎসর্গ করিতে হইবে । প্রেতপক্ষ ও পিতৃপক্ষের কার্যে প্রাচীনাবীতী হইয়া দক্ষিণমুখে বসিয়া সমুদয় কার্য্য করিবে । দেবপক্ষের কার্য্য উত্তরমুখে বসিয়া উপবীতী হইয়া করিবে ; আর এই কার্য্যের কোশাকুশি আসনাদি সমস্ত স্বতন্ত্র রাখিবে ।

অগ্রে পিতৃপক্ষের আননে বসিয়া পূর্বমুখে আচমন করিয়া “ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদাপ্রাপ্তি সুরয়ঃ । দিবৌ চক্ষুরাততম্” এই মন্ত্র পড়িয়া সচন্দন পুষ্প লইয়া “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ নারায়ণায় নমঃ” বলিয়া নারায়ণকে গন্ধপুষ্প দিয়া “এতে গন্ধপুষ্পে আদিত্যাদি-নবগ্রহেভ্যো নমঃ । ওঁ ইন্দ্রাদি দশদিকৃপালৈভ্যো নমঃ । ওঁ ব্রাহ্মণৈভ্যো নমঃ” বলিয়া প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে প্রত্যেকবারে এক একটি গন্ধপুষ্প শালগ্রামে বা জলে দিবে । [সম্ভব হইলে এইস্থলে ষোড়শাদি দান করিবে । পৃঃ ২৩ দেখ] । পরে ভোজ্যোৎসর্গ । যথা :—উপভূতাবে বামহস্তে ভোজ্য ধরিয়া দক্ষিণহস্তে কোশার জলে কুণ ধরিয়া “এতস্মৈ সোপকরণান্ন-ভোজ্যায় নমঃ” বলিয়া কুণবারি প্রোক্ষণ করিয়া একটি সচন্দনপুষ্প লইয়া “এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ সোপকরণান্ন-ভোজ্যায় নমঃ” বলিয়া ফুল দিয়া “এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে ত্রিবিষ্ণবে নমঃ” বলিয়া ফুল শালগ্রামে বা জলে দিয়া “এতৎ সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ” বলিয়া ভোজ্যে কুণবারি প্রোক্ষণ করিয়া “ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অথ অমুকমাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য সপিণ্ডীকরণ-শ্রাদ্ধবাসরে (যদি অপকর্ষসপিণ্ডীকরণ হয় তাহা হইলে ‘সপিণ্ডীকরণে কর্তব্যো’) অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকস্য অক্ষরস্বর্গকামঃ এতৎ সোপকরণান্ন-ভোজ্যং ত্রিবিষ্ণুদেবতং যথাসম্ভব-গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি” বলিয়া কুণবারি প্রোক্ষণ করিয়া দক্ষিণাস্ত করিবে যথা :—“ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অথ অমুকমাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য

প্রোতস্য অমুকস্য সপিণ্ডীকরণশ্রাদ্ধবাসরে [অপকর্ষস্থলে “সপিণ্ডীকরণে কর্তব্যে”] অমুকগোত্রস্য প্রোতস্য অমুকস্য অক্ষয়শ্রদ্ধ-
কামনয়া কৃতৈতদ্ভোজ্যাদানকর্ষণঃ সাক্ষ্যার্থং দক্ষিণামিদং [বা দক্ষিণাং তৎ] কাঞ্চনমূল্যং ত্রিবিধুদৈবতং যথাসম্ভব-
গোত্রান্নয়ে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি” বলিয়া কুশবারি প্রোক্ষণ করিয়া “কৃতৈতদ্ভোজ্যাদানকর্ষ্যচ্ছিন্নমন্ত্ৰ” বলিবে; “ও অস্তু”
ব্রাহ্মণ প্রত্যুত্তরে বলিবে। পরে বাস্তপুজা :- “এতে গন্ধপুষ্পে ও বাস্তপুষ্কায় নমঃ” বলিয়া গন্ধপুষ্প দিয়া “এতৌ
ধূপদীপৌ ও বাস্তপুষ্কায় নমঃ” বলিয়া ধূপদীপে জল ছিটাইয়া দিয়া “এতৎ সোপকরণমারভোজ্যং ও বাস্তপুষ্কায় নমঃ”
বলিয়া ভোজ্যে জল ছিটাইয়া দিবে। পরে যজ্ঞেখরার পূজা :- “ও যজ্ঞেখরায় বিষ্ণবে নমঃ” মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা
করিবে। পরে কুশ ব্রাহ্মণ স্থানাদি :- দেবপক্ষে দুইটি ব্রাহ্মণ, পিতামহপক্ষে একটি ব্রাহ্মণ, প্রপিতামহপক্ষে একটি ব্রাহ্মণ,
বৃদ্ধপ্রপিতামহপক্ষে একটি ব্রাহ্মণ ও প্রোতপক্ষে একটি ব্রাহ্মণ, এই ছয়টি কুশব্রাহ্মণকে বাম হস্তে ধরিয়া তাত্রকুণ্ডে রাখিয়া “ও
সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ, সহস্রাঙ্কঃ সহস্রপাৎ। স ভূমিৎ সর্বতঃ স্পৃহাত্যতিষ্ঠদ্ধশাস্ত্রলম্” মন্ত্রটি পড়িয়া কুশিধারা জল দিয়া স্নান
করাইয়া “ও গন্ধদ্বারাং দুর্ধাধর্ষাং নিতাপুষ্ঠাং করীষিণীম্। ঈশ্বরীং সর্কভূতানাং স্বামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্” ॥ এই মন্ত্র পড়িয়া
চন্দন দিয়া দৈবপক্ষের আসনে দৈবব্রাহ্মণদ্বয় ও পিতামহাদিপক্ষের ব্রাহ্মণাসনে পিতামহাদিপক্ষের ব্রাহ্মণগণকে বসাইয়া
প্রোতপক্ষের ব্রাহ্মণাসনে প্রোতপক্ষের ব্রাহ্মণ বসাইবে। পরে অগ্রে দৈবপক্ষে “এতে গন্ধপুষ্পে ও দর্ভময়-ব্রাহ্মণাভ্যাং
নমঃ, এতৌ ধূপদীপৌ ও দর্ভময়-ব্রাহ্মণাভ্যাং নমঃ। এতে ফলদ্রুপকরণনৈবেদ্যে ও দর্ভময়-ব্রাহ্মণাভ্যাং নমঃ”
বলিয়া পূজা করিবে। পরে পিতৃপক্ষে “ও দর্ভময়-ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ” বলিয়া পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া, প্রোতপক্ষে
“ও দর্ভময়-ব্রাহ্মণায় নমঃ” বলিয়া পঞ্চোপচারে পূজা করিবে। প্রথম দৈবপক্ষের ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণঃ “ও বিষ্ণুঃ
ও তৎসৎ ও অদ্যেত্যাদি অমুক-গোত্রস্য প্রোতস্য অমুকস্য সপিণ্ডীকরণার্থং অমুকগোত্রাণাং পিতামহ-প্রপিতামহ-
বৃদ্ধপ্রপিতামহানাং অমুকানাং দেবশ্রদ্ধাং পার্শ্ববিধিনা শ্রাদ্ধে পুরোরবোমাদ্রবসোর্কিষেযাং দেবানাং শ্রাদ্ধং কর্তুং কুশময়-
ব্রাহ্মণমহং নিমন্ত্রয়ে” বলিয়া নিমন্ত্রণ করিলে, “ও নিমন্ত্রয় প্রসন্নো স্বঃ” এই উত্তরবাক্য ব্রাহ্মণেরা বলিবে। পরে
“ও অক্রোধনৈঃ শৌচপঠৈঃ, সততং ব্রহ্মবাদিভিঃ। ভবিতব্যং ভবন্তি, ময়াত্র শ্রাদ্ধকর্মণি” ॥ এই মন্ত্র পড়িয়া
ব্রাহ্মণস্পর্শ করিয়া “স্বাগতং ভবদ্ভ্যাং” এই কথা জিজ্ঞাসা করিবে; “স্বস্বাগতং” উত্তর ব্রাহ্মণেরা বলিলে “এতৎ পাদ্যং
ও দর্ভময়-ব্রাহ্মণাভ্যাং নমঃ” বলিয়া কুশি করিয়া জল দিয়া “এষঃ অর্থঃ ও দর্ভময়-ব্রাহ্মণাভ্যাং নমঃ। এষঃ গন্ধঃ ও দর্ভময়-
ব্রাহ্মণাভ্যাং নমঃ। এতৎ পুষ্পং ও দর্ভময়-ব্রাহ্মণাভ্যাং নমঃ। এষঃ ধূপঃ ও দর্ভময়-ব্রাহ্মণাভ্যাং নমঃ। এষঃ দীপঃ
ও দর্ভময়-ব্রাহ্মণাভ্যাং নমঃ। এতৎ ফলদ্রুপকরণনৈবেদ্যং ও দর্ভময়-ব্রাহ্মণাভ্যাং নমঃ” বলিয়া অর্থ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ,
ও ফলদ্রুপ নৈবেদ্য দিবে। পরে জলস্পর্শ করিয়া দৈবপক্ষের ব্রাহ্মণাসন দক্ষিণহস্তে স্পর্শ করিয়া “ও সিদ্ধে ইমে আসনে
অত্রাস্যেতাং” বলিয়া “ও দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ, মহাযোগিভ্য এব চ। নমঃ স্বধারৈ স্বাহারৈ, নিত্যমেব ভবন্ত নমঃ” ॥
মন্ত্র তিনবার পড়িয়া একবার গায়ত্রী জপ করিয়া দৈবপক্ষে অনুজ্ঞা লইবে; যথা :- “ও বিষ্ণুঃ ও তৎসৎ ও অস্ত্র অমুক-
মাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য প্রোতস্য অমুকস্য [মাতৃসপিণ্ডীকরণস্থলে—“অমুকগোত্রায়া প্রোতয়াঃ
অমুক দেব্যাঃ”] সপিণ্ডীকরণার্থং অমুকগোত্রাণাং পিতামহ-প্রপিতামহ-বৃদ্ধপ্রপিতামহানাং অমুক-অমুক-অমুক-দেবশ্রদ্ধাং
[পিতা জীবিত না থাকিলে মাতৃসপিণ্ডীকরণস্থলে—“অমুক গোত্রাণাং পিতৃ-পিতামহ-প্রপিতামহানাং অমুকামুকামুক-
দেবশ্রদ্ধাং” আর পিতা জীবিত থাকিলে—“অমুকগোত্রাণাং পিতামহী-প্রপিতামহী-বৃদ্ধপ্রপিতামহীনাং অমুকামুকামুক-
দেবীনাং”] পার্শ্ববিধিনা শ্রাদ্ধে কর্তব্যে পুরোরবোমাদ্রবসোর্কিষেযাং দেবানাং পার্শ্ববিধিক শ্রাদ্ধং স্মৃতাছুপকরণসহিতেন
সযবোদকেন অগ্নেন দর্ভময়-ব্রাহ্মণদ্বয়োরহং করিষ্যে” বলিলে, “ও কুরুধ” ব্রাহ্মণেরা বলিবে। পরে পিতামহপক্ষে অনুজ্ঞা।
পিতামহপক্ষের ব্রাহ্মণাসন দক্ষিণহস্তে ধরিয়া “ও সিদ্ধিমিদমাসনং অত্রাস্যেতাং” বলিয়া “ও দেবতাভ্যঃ ইত্যাদি” তিনবার
ও গায়ত্রী একবার পড়িয়া “ও বিষ্ণুঃ ও তৎসৎ ও অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রোতস্য অমুকস্য সপিণ্ডীকরণার্থং
অমুকগোত্রস্য পিতামহস্য অমুকদেবশ্রদ্ধাং পার্শ্ববিধিনা শ্রাদ্ধং স্মৃতাছুপকরণসহিতেন অগ্নেন সতিলোদকেন দর্ভময়-
ব্রাহ্মণে অহং করিষ্যে” বলিলে “ও কুরুধ” ব্রাহ্মণ বলিবে। পরে ঠিক এইরূপে প্রপিতামহ ও বৃদ্ধপ্রপিতামহের পৃথক

পৃথক অঙ্কুরা করিবে। পরে প্রেতপক্ষের অঙ্কুরা যথা :—প্রেতপক্ষের ব্রাহ্মণের আসন ধরিয়া “ওঁ সিদ্ধমিদমাগ্নং অত্রাগত্যাম্” বলিয়া “দেবতাভ্য ইত্যাদি” তিনবার ও গায়ত্রী একবার পড়িয়া “ওঁ বিষ্ণুঃ ৩ তৎসং ৩” অণ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্শ্ণঃ একোদ্ধিষ্টবিধিনা সপিণ্ডীকরণশ্রাঙ্কং সিদ্ধায়ৈন যুতাত্তাপকরণ-সহিতেন সতিলোদকেন দর্ভময়-ব্রাহ্মণে অহং করিষ্যে” বলিলে “ওঁ কুরুষ” ব্রাহ্মণ বলিবে। পরে জলস্পর্শ করিয়া দৈবপক্ষে কুশাসনদান। দৈবপক্ষে দুইটি ত্রিপত্র লইয়া “ওঁ পুরোরবো-মাদ্রবসৌ বিশ্বেদেবা এতে বাৎ দর্ভাসনে নমঃ” বলিয়া দৈব-ব্রাহ্মণের পদতলে দিবে। পরে গন্ধামৃত্তিকা জলে গুলিয়া ঐ জল শ্রাদ্ধীয় দ্রব্যে প্রোক্ষণ দিয়া কিঞ্চিৎ জল ব্রাহ্মণের শীর্ষস্থানে (কলার খোলার করিয়া) রাখিবে। পরে পিতৃপক্ষে কুশাসন দান : পিতামহপক্ষে মোটক লইয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র পিতামহ অমুকদেবশর্শ্ণন্ এতদর্ভাসনং তুভ্যং স্বধা” বলিয়া ব্রাহ্মণের পদতলে দিবে। অত্র মোটক লইয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র প্রপিতামহ অমুক দেবশর্শ্ণন্ এতদর্ভাসনং তুভ্যং স্বধা” বলিয়া ব্রাহ্মণের পদতলে দিবে। আর একটি মোটক লইয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র বৃদ্ধ-প্রপিতামহ অমুকদেবশর্শ্ণন্ এতদর্ভাসনং তুভ্যং স্বধা” বলিয়া ব্রাহ্মণের পদতলে দিয়া গন্ধামৃত্তিকা জলে গুলিয়া শ্রাদ্ধদ্রব্যে প্রোক্ষণ করিয়া ঐ জলের কিঞ্চিৎ প্রত্যেক ব্রাহ্মণের শীর্ষস্থানে কলাখোলার রাখিয়া দিবে। পরে প্রেতপক্ষে একটি মোটক বা কতকগুলি কুশ লইয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র-প্রেত-অমুক-দেবশর্শ্ণন্ এতদর্ভাসনং তুভ্যং স্বধা” বলিয়া প্রেতপক্ষের ব্রাহ্মণের পদতলে দিবে। পরে গন্ধামৃত্তিকার জলে শ্রাদ্ধদ্রব্য প্রোক্ষণ করিয়া রক্ষার্থ ঐ জল ব্রাহ্মণের শীর্ষস্থানে রাখিয়া জলস্পর্শ করিয়া আবাহন। দৈবপক্ষে - যব লইয়া “ওঁ বিশ্বান্ দেবান্ আবাহয়িষ্যে” বলিলে “ওঁ আবাহয়” উত্তর বাক্য ব্রাহ্মণ বলিবে। তখন “ওঁ বিশ্বেদেবাস আগত শূণ্তা ম ইমং হবম্। এদং বহিনিষীদত” ॥ (বা ৭।৩৪) ॥ মন্ত্রে আবাহন করিয়া যব ছড়াইয়া দিবে। পরে “ওঁ বিশ্বেদেবাসঃ শূণ্তেমং হবং মে যেহস্তরীক্ষে য উপ দ্যাবিষ্ঠ। বে অগ্নিজিহ্বা উত বা যজ্ঞা আসদ্যাস্নিন্ বহির্বি মাদয়ধ্বম্” (বা ৩।৫৩)। মন্ত্র জপ করিবে। পরে পিতামহাদি পক্ষে আবাহন। যথা :—তিল লইয়া “ওঁ পিতৃন্ আবাহয়িষ্যে” প্রণ করিবে; “ওঁ আবাহয়” উত্তর ব্রাহ্মণ বলিলে, “ওঁ উশন্ত্বা নিধীমহ্যশস্তঃ সমিধীমহি। উশশুশত আবহ পিতৃন্ হবিষে অন্তবে” ॥ (বা ১৯।৭০) “ওঁ আয়ান্ত নঃ পিতরঃ সোম্যাসোহগ্নিষান্তাঃ পথিভি দৈববানৈঃ। অস্নিন্ যজ্ঞে স্বধয়া মদন্তোহধিক্রবন্ত তেহবন্তস্মান্” (বা ১৯।৫৮) ॥ বলিয়া তিল ছড়াইয়া দিবে। পরে প্রেতপক্ষে “ওঁ অপহতা অনুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ” বলিয়া তিল ছড়াইয়া দিবে (১)।

* পরে অর্ঘ্য স্থাপন—জল স্পর্শ করিয়া দৈবপক্ষের ব্রাহ্মণের অগ্রভূমিতে একপত্র কুশ উত্তরাগ্র করিয়া পাতিয়া তাহার উপর অর্ঘ্যপাত্র (কলার খোলার ডুঙ্গি) রাখিয়া গর্ভশূত্র সাগ্রে দুইগাছি কুশ কুশান্তরে বেষ্টিত করিয়া “ওঁ পবিত্রে হো বৈষ্ণবো” বলিয়া নখব্যতিরেকে কাটিয়া “ওঁ বিষ্ণোর্মনসা পুতে স্থঃ” বলিয়া জলাভূক্ষণ করিয়া অর্ঘ্যপাত্রে রাখিয়া “ওঁ শং নো দেবীরতিষ্ঠি আপো ভবন্ত পীতয়ে। শং যোরভিপ্রবন্ত নঃ” ॥ (বা ৩।১২) এই মন্ত্রে অর্ঘ্যপাত্রে তিন গণ্ডু জল দিয়া

(১) প্রেতপক্ষে আবাহন হলায়ুধে নাই কিন্তু এ দেশে এখন “এই প্রেত সোম্য গন্ত্যেতিঃ পথিভঃ পূর্কোভঃ দন্তাস্তাঃ জঘিণানি ভজং রক্ষি নঃ সর্ববীরং নিরজঃ” (সা. ব্রা ২।৩৫) বলিয়া আবাহন করে।

* এই পারাগ্রাণ স্থানে সামবেদীয়গণ নিম্নপ্রদর্শিত মত কার্য করিবেন। কারণ সামবেদী কার্যে অর্ঘ্য ও গন্ধাদিদানে যজুর্বৈদের কার্যের সহিত প্রভেদ আছে। অতএব সামবেদী ঐ দুই কার্য স্বতন্ত্রভাবে, এখানে নিয়ে দেখান হইল।

সামবেদীয় পক্ষে অর্ঘ্য জল সমন্বয়াদির বিশেষ, যথা :—অগ্রে দৈবপক্ষেঃ ব্রাহ্মণের সম্মুখে একগাছি কুশপাতিয়া তাহার উপরি দুইটি অর্ঘ্যপাত্র স্থাপন করিয়া, পিতামহাদির ব্রাহ্মণের সম্মুখে কুশপাতিয়া ঐ কুশের মূল মধ্যে ও অগ্রভাগে তিনটি অর্ঘ্যপাত্র রাখিয়া “ওঁ পবিত্রে হো বৈষ্ণবো” এই মন্ত্রে নখব্যতিরেকে পবিত্র ছেদন করিয়া “ওঁ বিষ্ণোর্মনসা পুতে স্থঃ” মন্ত্রে জল প্রোক্ষণ দিয়া দৈবাদিক্রমে পাঁচটি পাত্রে ঐ পাঁচটি পবিত্র দিবে। পরে প্রেতপক্ষে আসিয়া প্রেত ব্রাহ্মণের সম্মুখে একগাছি দক্ষিণাগ্র কুশ পাতিয়া তাহার উপর একটি ডুঙ্গি বসাইয়া একগাছি কুশ-লইয়া “ওঁ পকিজাসি বৈষ্ণবি” মন্ত্রে পবিত্র ছেদন করিয়া “ওঁ বিষ্ণোর্মনসা পুতমদি” বলিয়া জল প্রোক্ষণ দিয়া প্রেতপাত্রে ঐ

“ও যবোহসি যবরাশ্রমে যবরাশ্রাতীঃ” (বাঃ ১২৬) বলিয়া অর্ঘ্যপাত্রে যব দিবে, এবং অমন্ত্রক চন্দন পুষ্প দিয়া একগাছি কুশাধারা আচ্ছাদিত করিবে। পরে পিতামহাদি পক্ষে অর্ঘ্য স্থাপন। যথা:—পিতামহাদির ব্রাহ্মণের সম্মুখে তিনটি সমূলকুশ দক্ষিণাশ্র করিয়া পাতিয়া তাহার উপর তিনটি অর্ঘ্যপাত্র (কলাথোলের ডুঙ্গী) বসাইবে; পরে পূর্বের জ্ঞান প্রদেয় পরিমাণ তিনটি পবিত্র লইয়া প্রত্যেকটি “ও পবিত্রে হ্রৌ বৈষ্ণবো” বলিয়া নখ ব্যতিরেকে কাটিয়া প্রত্যেকটি “ও বিষ্ণোর্মহীনা পূতমসি” বলিয়া জলে ডুবাইয়া পিতামহাদির তিন পাত্রে এক গাছি করিয়া পবিত্র দিবে। পরে “ও শং নো দেবীরভিষ্টয় আপো ভবন্ত পীতয়ে। শং যোরভিষ্টবন্ত নমঃ” মন্ত্র পড়িয়া অর্ঘ্যপাত্র তিনটিতে তিন গণ্ডুষ জল দিবে; পরে “ও তিলোসি দেবদেবতো গোসবে দেবনির্গিতঃ। প্রভবন্তি: প্রভু: স্বধরা পিতৃন ইমাং লোকান্ প্রীগয়াহি নমঃ স্বাহা ॥” (আখ ৪১৭) ॥ এই মন্ত্রে অর্ঘ্যপাত্র তিল ছড়াইয়া দিয়া অমন্ত্রক চন্দন, পুষ্প, দুর্কা, আতপচাউল দিয়া কুশের দ্বারা আচ্ছাদিত করিবে। পরে প্রেতপক্ষে অর্ঘ্য স্থাপন—ব্রাহ্মণের সম্মুখে একগাছি সমূলকুশ দক্ষিণাশ্র করিয়া পাতিয়া তাহার উপর অর্ঘ্যপাত্র বসাইয়া একটি সাগ্রগর্ভশুল্ল কুশ লইয়া “ও পবিত্রমসি বৈষ্ণব্যাং” বলিয়া নখ-ব্যতিরেকে প্রদেয় পরিমিত পবিত্রচ্ছেদন করিয়া “ও বিষ্ণোর্মহীনা পূতমসি” বলিয়া জলে ডুবাইয়া প্রেতপক্ষের অর্ঘ্যপাত্রে রাখিয়া “ও শং নো দেবীরভিষ্টয় ইত্যাদি” পূর্বোক্ত মন্ত্রে তিন গণ্ডুষ জল দিবে; পরে “ও তিলোহসি ইত্যাদি” পূর্বোক্ত মন্ত্রে তিল দিয়া অমন্ত্রক চন্দন ও পুষ্প দিয়া একগাছি কুশ আচ্ছাদন দিবে। পরে অর্ঘ্যদান ॥ যথা:—জল স্পর্শ করিয়া দৈবপক্ষে কৃতাজলি হইয়া “ও অচ্ছিদ্রে ইমে অর্ঘ্যপাত্রো নমঃ” বলিলে “আস্ত্যং” ব্রাহ্মণ উত্তর দিবে। পরে আচ্ছাদন কুশগাছটি ফেলিয়া দিয়া “ব্রাহ্মণ হস্তে পবিত্রং নমঃ” বলিয়া অর্ঘ্যের পবিত্রট দৈবপক্ষের ব্রাহ্মণে দিবে; “জলাস্তরং নমঃ” বলিয়া কোশার জল ঐ ব্রাহ্মণে দিবে; “পুষ্পান্তরং নমঃ” বলিয়া পুষ্পপাত্রের একটি পুষ্প ঐ ব্রাহ্মণে দিবে; “ও শিরঃপাণ্যাদি-সর্বগাত্রোভ্যো নমঃ” বলিয়া অর্ঘ্যপাত্রের পুষ্প লইয়া ঐ ব্রাহ্মণে দিয়া, অর্ঘ্যপাত্রটি বামহস্ততলে রাখিয়া দক্ষিণহস্ত দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া “ও যা দিব্যা আপঃ পরসা সংভবুঃ ॥ যা অন্তরিক্ষা উত পার্থিবার্থীঃ। হিরণ্যবর্ণা যজ্ঞান্ভান আপঃ শংস্তানা ভবন্ত ॥” (আখ ৪১৭) ॥ এই মন্ত্র পড়িয়া “ও পুরোরবো মাদ্রবসৌ বিশ্বেদেবা এবোহর্ঘ্যঃ বা নমঃ” বলিয়া দৈবপক্ষের ব্রাহ্মণে অর্ঘ্যদান করিবে। অনন্তর প্রেতপক্ষের অর্ঘ্যপাত্রের জল চারিভাগ করিবে অর্থাৎ অর্ঘ্যের ডুঙ্গীর উপর আড়ে আড়ে দুইখানি কুশ

পবিত্রটি দিবে। পরে দৈবাদিক্রমে অর্থাৎ অগ্রে দৈবপাত্র, তারপর পিতামহাদির তিন পাত্র, তারপর প্রেতপাত্র এই ক্রমে “ও যবোহসি যবরা ইত্যাদি” মন্ত্রে যব দিয়া, পিতামহাদি পাত্র ও প্রেতপাত্র যথাক্রমে “ও তিলোহসি ইত্যাদি” মন্ত্রে তিল দিয়া দৈব, পিতৃ ও প্রেতপক্ষের প্রত্যেক অর্ঘ্যপাত্র অমন্ত্রক গন্ধ পুষ্প দিয়া, “ও শম্বোদেবী ইত্যাদি” মন্ত্রে জল দিবে; পরে অর্ঘ্যপাত্র-গুলি কুশাচ্ছাদিত করিয়া, অগ্রে দৈবপক্ষে “ও অচ্ছিদ্রমিদ-মর্ধ্যাপাত্র-মন্ত্ৰ” বলিবে; “ও অন্তু” ব্রাহ্মণ বলিলে পর, আচ্ছাদন কুশ ফেলিয়া দিয়া দৈব-ব্রাহ্মণ হস্তে “পবিত্রং নমঃ, জলং নমঃ, জলাস্তরং নমঃ, পুষ্পং নমঃ পুষ্পান্তরং নমঃ” বলিয়া প্রত্যেক দ্রব্য দিয়া “পুষ্পান্তরেণ শিরঃ প্রভৃতি সর্বগাত্রোভ্যো নমঃ” বলিয়া অন্ত্র একটি পুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া অর্ঘ্যপাত্র বামহস্তে রাখিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া “ও যা দিব্যা আপঃ ইত্যাদি” মন্ত্র পড়িয়া “ও পুরোরবো-মাদ্রবসৌ বিশ্বেদেবা এবোহর্ঘ্যঃ নমঃ” বলিয়া দৈব-ব্রাহ্মণে অর্ঘ্যদান করিয়া, প্রেতপক্ষের ব্রাহ্মণে ঐ রীতিতে “ও অচ্ছিদ্রং ইত্যাদি” হইতে “শিরঃপ্রভৃতি-সর্বগাত্রোভ্যো নমঃ” পর্যন্ত পূজা করিয়া বামহস্ততলে অর্ঘ্যপাত্র রাখিয়া দক্ষিণহস্তদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া “ও যা দিব্যা আপঃ ইত্যাদি” পড়িয়া “ও অমুকগোত্র পিতৃ অমুক দেব শর্শন এতন্তে অর্ঘ্যং স্বধা” বলিয়া উৎসর্গ করিয়া “ও যে সমান্য ইত্যাদি” মন্ত্রে গোত্রের অর্ঘ্যপাত্রের জল চারি ভাগ করিয়া এক ভাগ প্রেত-ব্রাহ্মণের হস্তে দিয়া অবশিষ্ট তিন ভাগ রাখিবে। পরে পিতামহ ব্রাহ্মণে ঐ রীতিতে “ও অচ্ছিদ্র ইত্যাদি” হইতে “যা দিব্যা ইত্যাদি” পর্যন্ত পাঠান্তে “ও অমুক গোত্র পিতামহ অমুক দেবশর্শন এতন্তে অর্ঘ্যং” বলিয়া অর্ঘ্য দিয়া “ও যে চাত্র স্বামহু যাস্ত স্বমহু তস্মৈ তে স্বধা” মন্ত্রে উৎসর্গ করিয়া “ও যে সমান্য ইত্যাদি” মন্ত্রে প্রেতার্থী জলের এক ভাগ বিশাইয়া পিতামহ-ব্রাহ্মণ হস্তে দিয়া সংস্রব সহিত অর্থাৎ অবশিষ্ট কিঞ্চিৎ জলাধিক সহিত অর্ঘ্যপাত্রটি বেধানকার দেহধানে রাখিবে। এই রীতিতে প্রপিতামহ ও বৃদ্ধপ্রপিতামহেরও অর্ঘ্যদান করিয়া সংস্রব সহিত অর্ঘ্যপাত্রটি যথাস্থানে রাখিয়া, হাটু খুইয়া দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ করিয়া প্রপিতামহ ও বৃদ্ধপ্রপিতামহপাত্রের জল

দিলেই চারিভাগ হইবে। পরে “ওঁ যে সমানাঃ সমনসঃ পিতরো যমরাজ্যে। তেবাং লোকঃ স্বধা নমো যজ্ঞো দেবেষু কল্পতাম্ ॥” (বা ১৯১৪৫) ॥ “ওঁ যে সমানাঃ সমনসো জীবা জীবেষু মামকাঃ। তেবাং শ্রীমন্নি কল্পতামসিন্ লোকে শতং সমাঃ ॥” (বা ১৯১৪৬) ॥ এই দুইটি মন্ত্র প্রত্যেক বার পড়িয়া চারি ভাগে বিভক্ত প্রেতপক্ষের অর্ঘ্য জলের এক ভাগ জল পিতামহ অর্ঘ্যপাত্রে, দ্বিতীয় ভাগ প্রপিতামহ অর্ঘ্যপাত্রে ও তৃতীয় ভাগ বৃদ্ধপ্রপিতামহের অর্ঘ্যপাত্রে মিশাইবে, এবং প্রেতপক্ষের অর্ঘ্যপাত্রে এক ভাগ অর্ঘ্য জল রাখিবে। পরে কৃতাজ্জলি হইয়া পিতামহের অর্ঘ্যপাত্র লক্ষ্য করিয়া “ওঁ অচ্ছিত্রমিদমর্ঘ্য-পাত্রমস্ত” বলিলে “ওঁ অস্ত” উত্তর ব্রাহ্মণ দিবে। তখন আচ্ছাদন কুশগাছটি ফেলিয়া দিয়া “ব্রাহ্মণহস্তে পবিত্রং নমঃ” বলিয়া অর্ঘ্যপাত্রের পবিত্রটি পিতামহ-ব্রাহ্মণে দিবে, “জলাস্তরং নমঃ” বলিয়া কোশার জল ঐ ব্রাহ্মণে দিবে; “পুষ্পাস্তরং নমঃ” বলিয়া পুষ্পপাত্রের পুষ্প ঐ ব্রাহ্মণে দিবে; এবং “শিরঃপাণ্যাদি সর্কগাত্রেভ্যো নমঃ” বলিয়া অর্ঘ্যপাত্রের একটি পুষ্প ঐ ব্রাহ্মণে দিবে। পরে অর্ঘ্যপাত্রটি বামহস্তের তলে রাখিয়া দক্ষিণহস্তে আচ্ছাদিত করিয়া “ওঁ যা দিব্যা আপঃ ইত্যাদি” পূর্বোক্ত মন্ত্র পড়িয়া একটি মোটক লইয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র পিতামহ অমুক দেবশর্শ্বন্ এবোহর্ষঃ তুভ্যং স্বধা” বলিয়া পিতামহ-ব্রাহ্মণে অর্ঘ্য দান করিয়া সংস্রব জল অর্থাৎ অবশিষ্ট কিঞ্চিং জল অর্ঘ্যপাত্রে রাখিয়া অর্ঘ্যপাত্রটি যেখানকার সেইখানে রাখিয়া দিবে। পরে প্রপিতামহপক্ষের কৃতাজ্জলি হইয়া “ওঁ অচ্ছিত্রমিদমর্ঘ্যপাত্রমস্ত” বলিলে “ওঁ অস্ত” ব্রাহ্মণ বলিবে। তখন আচ্ছাদন কুশটি ফেলিয়া দিয়া “ব্রাহ্মণহস্তে পবিত্রং নমঃ” “জলাস্তরং নমঃ” “পুষ্পাস্তরং নমঃ” বলিয়া পূর্ববৎ প্রপিতামহের ব্রাহ্মণে পবিত্র, জল ও পুষ্প দিয়া “শিরঃপাণ্যাদি সর্কগাত্রেভ্যো নমঃ” বলিয়া অর্ঘ্যপাত্রের পুষ্প ঐ ব্রাহ্মণে দিয়া অর্ঘ্যপাত্রটি পূর্বের স্থায় বামহস্ত-তলে রাখিয়া দক্ষিণহস্তে আচ্ছাদিত করিয়া “ওঁ যা দিব্যা আপঃ ইত্যাদি” পূর্বোক্ত মন্ত্র পড়িয়া একটি মোটক লইয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র প্রপিতামহ অমুক দেবশর্শ্বন্ এবোহর্ষঃ তুভ্যং স্বধা” বলিয়া প্রপিতামহের ব্রাহ্মণে অর্ঘ্য দান করিয়া কিঞ্চিং অবশিষ্ট সংস্রব জল অর্ঘ্যপাত্রে রাখিয়া অর্ঘ্যপাত্র যেখানকার সেখানেই রাখিবে। পরে বৃদ্ধপ্রপিতামহপক্ষে কৃতাজ্জলি হইয়া “ওঁ অচ্ছিত্র-মিদমর্ঘ্যপাত্রমস্ত” বলিলে “ওঁ অস্ত” উত্তর পাইলে আচ্ছাদন কুশগাছটি ফেলিয়া দিয়া “ব্রাহ্মণহস্তে পবিত্রং নমঃ” “জলাস্তরং নমঃ” “পুষ্পাস্তরং নমঃ” বলিয়া বৃদ্ধপ্রপিতামহের ব্রাহ্মণে এক্রপ পবিত্র জল ও পুষ্প দিয়া “শিরঃপাণ্যাদি সর্কগাত্রেভ্যো নমঃ”

পিতামহ-পাত্রে রাখিয়া বৃদ্ধপ্রপিতামহ-পাত্রদ্বারা পিতামহ-পাত্রটি আচ্ছাদিত করিয়া উন্টাইয়া অর্থাৎ পিতামহ-পাত্রটি বাহ্যতে উপরি থাকে সেইভাবে নিজের বামে কুশের উপর রাখিয়া “ওঁ পিতৃভ্যঃ স্বানমসি” বলিয়া কুশ ঢাকা দিবে। পরে গন্ধাদি পঞ্চকদান। অগ্রে দৈবপক্ষে, তারপর পিতৃপক্ষে গন্ধাদি পঞ্চক অর্থাৎ গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দৌপ ও বজ্র সাজাইয়া যথাক্রমে উৎসর্গ করিয়া দিবে। দৈবপক্ষে উৎসর্গ করিবার রীতি, যথা:- উপড় বামহস্তে গন্ধাদিপঞ্চক ধরিয়া দক্ষিণহস্তে কোশার জলে কুশ ধরিয়া “এতেভ্যো গন্ধাদিপঞ্চকভ্যো নমঃ” বলিয়া কুশবারি প্রোক্ষণপূর্বক অর্চনা করিয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র পিতামহ অমুক দেবশর্শ্বন্ অমুক গোত্র প্রপিতামহ অমুক দেবশর্শ্বন্ অমুক গোত্র বৃদ্ধপ্রপিতামহ অমুক দেবশর্শ্বন্ এতানি তে গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দৌপাচ্ছাদনানি ওঁ যে চাত্র স্বামহু বাঞ্চ স্বমহু তস্মৈ তে স্বধা” বলিয়া উৎসর্গ করিয়া “এষঃ তে গন্ধঃ, এতৎ তে পুষ্পং, এষঃ তে ধূপঃ, এষঃ তে দৌপঃ, এতন্তে আচ্ছাদনং” বলিয়া প্রত্যেক বারে এক একটি করিয়া পিতামহাদির তিনজন ব্রাহ্মণকে দিবে। পরে প্রেতপক্ষে আসিয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র প্রেত অমুক দেবশর্শ্বন্ এতানি তে গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দৌপাচ্ছাদনানি স্বধা” বলিয়া উৎসর্গ করিয়া “এষঃ তে গন্ধঃ, এতন্তে পুষ্পং, এষঃ তে ধূপঃ, এষঃ তে দৌপঃ, এতন্তে আচ্ছাদনং” বলিয়া প্রত্যেক বার এক একটি করিয়া প্রেতপক্ষের ব্রাহ্মণ-হস্তে দিবে। পরে গল স্পর্শ করিয়া দৈবাদি ক্রমে কৃতাজ্জলি হইয়া “ওঁ গন্ধাদিদানমিদ-মচ্ছিত্রমস্ত” বলিবে; “ওঁ অস্ত” ব্রাহ্মণ বলিবে।

বলিয়া অৰ্ধপাত্রের পুষ্প লইয়া ঐ ব্রাহ্মণে দিয়া অৰ্ধপাত্রটি পূর্বের স্নায় বামহস্ততলে রাখিয়া দক্ষিণহস্ত দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া “ওঁ বা দিব্যা আপঃ ইত্যাদি” পূর্বোক্ত মন্ত্র পড়িয়া একটি মোটক লইয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র বৃদ্ধপ্রপিতামহ অমুক দেবশর্মন্ এষোহর্থাঃ তুভ্যং স্বধা” বলিয়া ঐ ব্রাহ্মণে অর্ঘ্যদান করিয়া কিঞ্চিং অবশিষ্ট জলের সহিত অৰ্ধপাত্রটি বেথানকার সেইখানেই রাখিয়া দিবে। পরে বৃদ্ধপ্রপিতামহের অৰ্ধপাত্রের জল প্রপিতামহের অৰ্ধপাত্রে এবং প্রপিতামহের অৰ্ধপাত্রের জল পিতামহপাত্রে রাখিয়া, বৃদ্ধপ্রপিতামহের অৰ্ধপাত্র দ্বারা পিতামহের পাত্রটি আচ্ছাদিত করিয়া “ওঁ পিতৃভ্যাঃ স্থানমসি” বলিয়া শ্রাদ্ধকর্তা নিজের বামদিকে কুশাচ্ছাদিত করিয়া রাখিবে; এইরূপ হ্যাজীকরণ করিয়া, পরে প্রেতপক্ষে অর্ঘ্যদান করিবে। যথা :—প্রেতপক্ষের অৰ্ধপাত্রটি দক্ষিণহস্তে স্পর্শ করিয়া “ওঁ অচ্ছিন্নমিদমর্ধপাত্রমন্তু” বলিলে “ওঁ অন্তু” উত্তর পাইলে আচ্ছাদন কৃশটি ফেলিয়া দিয়া “ব্রাহ্মণহস্তে পবিত্রং নমঃ” বলিয়া অর্ধের পবিত্রটি প্রেতপক্ষের ব্রাহ্মণে দিয়া “জলাস্তরং নমঃ” বলিয়া কোশার জল ঐ ব্রাহ্মণে দিয়া “পুষ্পান্তরং নমঃ” বলিয়া পুষ্পপাত্রের একটি পুষ্প ঐ ব্রাহ্মণে দিয়া “শিরঃপাণ্যাদি-সর্গগাজ্ভো নমঃ” বলিয় অৰ্ধপাত্রের পুষ্প প্রেতপক্ষের ব্রাহ্মণে দিয়া অৰ্ধপাত্রটি বামহস্ততলে রাখিয়া দক্ষিণহস্তে আচ্ছাদিত করিয়া “ওঁ বা দিব্যা ইত্যাদি” পড়িয়া একটি মোটক লইয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র প্রেত অমুক দেবশর্মন্ বর্শন্ এষোহর্থাঃ তুভ্যং স্বধা” বলিয়া প্রেত-ব্রাহ্মণে অর্ঘ্যদান করিবে। পরে জল স্পর্শ পূর্বক দৈবপক্ষে গন্ধাদিপঞ্চকদান করিবে; যথা :—একটি কলাখোলার ডুঙ্গীতে বস্ত্র রাখিয়া তাহাতে তুলসী করিয়া চন্দন ও পুষ্প দিয়া, ধূপ ও দীপ নিকটে জালিয়া রাখিয়া, উপুড় বামহস্তে ঐ পাত্রটি ধরিয়া “এতেভ্যো গন্ধাদিপঞ্চকেভ্যো নমঃ” বলিয়া কুশবারি প্রোক্ষণ করিয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ পুরোরবোমাত্রবসৌ বিধেদেবাঃ এতানি গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপাচ্ছাদনানি বাং নমঃ” বলিয়া উৎসর্গ করিয়া “এষঃ বাং গন্ধঃ, এতৎ বাং পুষ্পং, এষঃ বাং ধূপঃ, এষঃ বাং দীপঃ, এতে বাং আচ্ছাদনং বস্ত্রং” বলিয়া প্রত্যেকটি প্রতি দৈব ব্রাহ্মণকে দেখাইয়া ঐ গন্ধাদিপঞ্চক ব্রাহ্মণদ্বয়কে দিবে। পরে পিতামহপক্ষে গন্ধাদি দান। যথা—গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ বস্ত্র চিং বামহস্তে ধরিয়া “এতেভ্যো গন্ধাদিপঞ্চকেভ্যো নমঃ” বলিয়া কুশবারি প্রোক্ষণ করিয়া দক্ষিণহস্তে কোশার জলে কুশ ধরিয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র পিতামহ অমুক দেবশর্মন্ এতানি গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপ-বাসাংসি তুভ্যং স্বধা” বলিয়া কুশবারি প্রোক্ষণ পূর্বক উৎসর্গ করিয়া “এষঃ তে গন্ধঃ, এতন্তে পুষ্পং, এষঃ তে ধূপঃ, এষঃ তে দীপঃ, এতন্তে আচ্ছাদনং বস্ত্রং” বলিয়া প্রত্যেক দ্রব্য ব্রাহ্মণে অর্পণ করিবে। এইরূপ প্রপিতামহের পক্ষের গন্ধাদিপঞ্চক চিং বামহস্তে ধরিয়া দক্ষিণহস্তে কোশার জলে কুশ ধরিয়া “এতেভ্যো গন্ধাদিপঞ্চকেভ্যো নমঃ” বলিয়া কুশবারি প্রোক্ষণ করিয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র প্রপিতামহ অমুক দেবশর্মন্ এতানি গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপ-বাসাংসি তুভ্যং স্বধা” বলিয়া কুশবারি প্রোক্ষণপূর্বক উৎসর্গ করিয়া “এষঃ তে গন্ধঃ, এতৎ তে পুষ্পং, এষঃ তে ধূপঃ, এষঃ তে দীপঃ, এতন্তে আচ্ছাদনং বস্ত্রং” বলিয়া প্রত্যেক দ্রব্য ব্রাহ্মণে দিবে। পুনরায় বৃদ্ধপ্রপিতামহ-পক্ষের গন্ধাদিপঞ্চক চিং বামহস্তে ধরিয়া দক্ষিণহস্তে কোশার জলে কুশ ধরিয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্র বৃদ্ধ-প্রপিতামহ অমুক দেবশর্মন্ এতানি গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপ-বাসাংসি তুভ্যং স্বধা” বলিয়া উৎসর্গ করিয়া “এষঃ তে গন্ধঃ, এতন্তে পুষ্পং, এষঃ তে ধূপঃ, এষঃ তে দীপঃ, এতন্তে আচ্ছাদনং বস্ত্রং” বলিয়া প্রত্যেক দ্রব্য ব্রাহ্মণে অর্পণ করিবে। পরে প্রেতপক্ষে গন্ধাদিপঞ্চকদান; যথা :—পূর্বের স্নায় গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপ ও বস্ত্র চিং বামহস্তে ধরিয়া “এতেভ্যো গন্ধাদিপঞ্চকেভ্যো নমঃ” বলিয়া কুশবারি প্রোক্ষণ করিয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্র প্রেত অমুক দেবশর্মন্ এতানি তে গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপ-বাসাংসি তুভ্যং স্বধা” বলিয়া উৎসর্গ করিয়া “এষঃ তে গন্ধঃ; এতন্তে পুষ্পং; এষঃ তে ধূপঃ; এষঃ তে দীপঃ; এতন্তে আচ্ছাদনং বস্ত্রং” বলিয়া প্রত্যেক দ্রব্য ব্রাহ্মণে অর্পণ করিবে। পরে জলস্পর্শপূর্বক দৈবাদিক্রমে কৃতাজলি হইয়া “ওঁ গন্ধাদিদানমিদমচ্ছিন্নমন্তু” বলিলে “ওঁ অন্তু” উত্তর বাক্য ব্রাহ্মণ বলিবে।

পরে অন্নোৎসর্গ; যথা :—“ওঁ ভোজন পাত্রমহং পাতয়িষ্য” জিজ্ঞাসা করিবে; “ওঁ পাতয়” উত্তর ব্রাহ্মণ বলিবে। পরে দৈবপক্ষে ব্রাহ্মণের সম্মুখে ঈশান কোণ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণাবর্তে পূর্বাগ্র চতুর্কোণ মণ্ডল করিয়া তাহার উপর ছুইটি ভোজন পাত্র পাতিবে। পিতামহাদিপক্ষেও প্রত্যেক ব্রাহ্মণের সম্মুখে নৈঋতকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া বামাবর্তে দক্ষিণাগ্র চতুর্কোণ মণ্ডল তিনটি করিয়া তাহার উপর যথাক্রমে (অর্থাৎ অগ্রে পিতামহের, তারপর প্রপিতামহের,

তারপর বৃদ্ধ প্রপিতামহের) ভোজনপাত্র পাতিয়া, প্রেতপক্ষেও এইরূপ রেখার উপর ভোজনপাত্র পাতিবে। পরে জলস্পর্শ করিয়া পঙ্কজিপাবন ব্রাহ্মণের সম্মুখে তাত্রপাত্রে জল রাখিয়া ঘৃতাক্ত অন্ন [শূদ্র পক্ষে—ঘৃতাক্ত আতপতুল] লইয়া “ও অন্নৌকরণমহং করিষ্যে” প্রার্থ্য করিবে। “ও কুরুষ” উত্তর ঐ ব্রাহ্মণ বলিবে। পরে ঐ অর্থে “ও অগ্নয়ে কবাবাহনায় স্বাহা, ও সোমায় পিতৃমতে স্বাহা” (বা ২।২৯) বলিয়া ছইবার ব্রাহ্মণহস্তে (অভাবে জলে) আহুতি দিয়া, অমন্ত্রক ছইবার আহুতি দিবে। পরে হতাবশিষ্ট অন্ন লইয়া দৈবপাত্রে ছইবার, পিতামহ পাত্রে একবার, প্রপিতামহ-পাত্রে একবার ও বৃদ্ধপ্রপিতামহ-পাত্রে একবার দিবে। [প্রেতপাত্রে হৃত শেষ অন্ন দিবে না]। দৈবপক্ষে উপুড়ভাবে ছই হস্তে ভোজন-পাত্র ধরিয়া “ও পৃথিবী তে পাত্রে দ্যৌঃ পিধানং ব্রাহ্মণস্য মুখে অমৃতং অমৃতং জুহোমি স্বাহা” মন্ত্র পড়িবে। পিতামহাদির তিনপাত্রে চিৎভাবে ছই হস্ত রাখিয়া “ও পৃথিবী তে পাত্রে ইত্যাদি” পূর্বোক্ত মন্ত্র পড়িবে। [কিন্তু প্রেতপক্ষে ঐ মন্ত্র পড়িবে না]। অনন্তর পত্নী বা স্বয়ং অগ্নে দৈবপাত্রে, পরে পিতামহপাত্রে, তারপর প্রপিতামহপাত্রে ও বৃদ্ধপ্রপিতামহপাত্রে অন্নব্যঞ্জনাদি সমস্ত পরিবেশন করিয়া দিয়া শেষে প্রেতপাত্রে অন্নাদি পরিবেশন করিবে। [প্রেতপাত্রের অগ্নে মংস্ত্র পাক করিয়া দিতে হইবে]। অনন্তর হাত ধুইয়া অস্ত্র পক্ষের কার্য্য করিবে। * প্রত্যেক পাতের নিকট পানীর জলের সহিত জলপাত্র রাখিয়া পাত্রাঙ্গ উৎসর্গ করিবে; যথা :— অগ্নে দৈবপক্ষের অন্নপাত্রটি উপুড় বামহস্তে ধরিয়া দক্ষিণহস্তে কোশার জলে কুশ ধরিয়া “এতৎ সর্বং হবিঃ শ্রীবিষ্ণো হব্যো রক্ষস্ব” বলিয়া কুশবারি দ্বারা অভ্যক্ষণ করিয়া—“ও ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রেম ত্রেধা নিদধে পদম্ সমুতমস্য পাত্মস্বরে” ॥ বলিয়া অন্নপাত্রে উপুড় অঙ্গুষ্ঠমূল স্থাপন করিয়া “ও অপহতা অসুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ” বলিয়া যব ছড়াইয়া দিয়া দৈবব্রাহ্মণে এক গণ্ডুষ জল দিয়া গায়ত্রী পড়িয়া একটি ত্রিপত্র কোশার জলে দক্ষিণ হস্তে ধরিয়া “বিষ্ণুঃ ও পুরোরবোমাত্রবসৌ বিশ্বদেবাঃ ইমে সিদ্ধান্তে ঘৃতাহ্ন্যপকরণসহিতে সযবোদকে বাঃ নমঃ” বলিয়া অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা ঐ ত্রিপত্রটি অগ্নের উপর নিক্ষেপ করিয়া বদ্ধাজলি হইয়া “ইমে সিদ্ধান্তে ঘৃতাহ্ন্যপকরণসহিতে সোপকরণে সোদকে ইমে হবিষী যথাস্থং বাগ্‌বতো ঋদেতাং” বলিয়া প্রত্যেক দ্রব্য দেখাইয়া এক গণ্ডুষ জল দৈব-ব্রাহ্মণে দিবে। পরে পিতামহের অন্নপাত্র চিৎ বামহস্তে ধরিয়া দক্ষিণ হস্তে কোশার জলে কুশ ধরিয়া “এতৎ সর্বং হবিঃ শ্রীবিষ্ণো কবাব রক্ষস্ব” বলিয়া কুশবারি অভ্যক্ষণ করিয়া “ও ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রেম ত্রেধা নিদধে পদম্। সমুতমস্য পাত্মস্বরে” পড়িয়া অন্নপাত্রে চিৎভাবে দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠ রাখিয়া “ও অপহতা অসুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ” মন্ত্রে তিল ছড়াইয়া দিয়া পিতামহ-ব্রাহ্মণে এক গণ্ডুষ জল দিয়া গায়ত্রী পড়িয়া একটি মোটক কোশার জলে দক্ষিণহস্তে ধরিয়া “বিষ্ণুঃ ও অমুক-গোত্র পিতামহ অমুক দেবশর্দন

* সাংবেদীয় অন্নোৎসর্গ নিম্নোক্তরূপে করিবে। অগ্নে দৈবপক্ষে, যথা :—“দক্ষিণ হস্ত পাত্তিত করিয়া উপবীতী হইয়া “ও বিলো হব্যবিদং রক্ষস্ব” বলিয়া “ও ইদং বিষ্ণুঃ ইত্যাদি” পড়িয়া অগ্নে উপুড়ভাবে অঙ্গুষ্ঠ স্থাপন করিয়া অমন্ত্রক যব ছড়াইয়া দিয়া অগ্নে মধু দিয়া দৈবব্রাহ্মণে একগণ্ডুষ জল দিয়া গায়ত্রী ও মধুবাতেত্যাদি মন্ত্র পড়িয়া উপুড় বামহস্তে অন্নপাত্র ধরিয়া দক্ষিণ হস্তে কোশার জলে ত্রিপত্র-কুশ ধরিয়া “বিষ্ণুঃ ও পুরোরবোমাত্রবসৌ বিশ্বদেবাঃ এতৎ অন্নং সোপকরণং নমঃ” মন্ত্রে দৈবতীর্থে ঐ ত্রিপত্র অগ্নে নিক্ষেপপূর্বক উৎসর্গ করিয়া জোড় হস্তে “ইদমগ্নং ইমাঃ আপঃ ইদং হবিঃ এতাহ্ন্যপকরণানি যথাস্থং বাগ্‌বতো ঋদেতাং” বলিবে। পরে পিতৃপক্ষে অন্নবান :— দক্ষিণমুখ, পাতিত বামহস্ত ও আটীশাবীতী হইয়া “ও বিলো কবাব রক্ষস্ব” বলিয়া “ইদং বিষ্ণুঃ ইত্যাদি” পড়িয়া ঋশর্শ না হয় এইরূপে চিৎ-ভাবে অঙ্গুষ্ঠ-স্থাপন করিয়া “ও অপহতাসুরারক্ষাসি বেদিষদঃ” বলিয়া তিল ছড়াইয়া দিয়া অগ্নে মধু দিয়া ব্রাহ্মণকে জল গণ্ডুষ দিয়া গায়ত্রী ও মধু বাতেত্যাদি পড়িয়া চিৎ বামহস্তে অন্নপাত্র ধরিয়া দক্ষিণ হস্তে কোশার জলে মোটক ধরিয়া “বিষ্ণুঃ ও অমুকগোত্র পিতামহ অমুক দেবশর্দন, অমুক গোত্র প্রপিতামহ অমুক দেবশর্দন, অমুক গোত্র বৃদ্ধপ্রপিতামহ অমুক দেবশর্দন এতানি তে অগ্নানি ও বেচাজ্জাবনু বাশ্চ বহম্ তন্তে তে স্বা” মন্ত্রে পিতৃতীর্থদ্বারা মোটক অগ্নে নিক্ষেপপূর্বক উৎসর্গ করিয়া জোড় হস্তে “ও ইদমগ্নং ইমাঃ আপঃ ইদং হবিঃ এতাহ্ন্যপকরণানি যথাস্থং বাগ্‌বতো ঋদেতাং” বলিয়া প্রত্যেককে প্রত্যেকের অন্ন দেখাইবে। পরে প্রেতপক্ষে পূর্বের দ্বারা “ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রেম” পড়িয়া ও মধুস্রব জল পর্বাক্ত করিয়া চিৎবামহস্তে অন্নপাত্র ধরিয়া কোশার জলে মোটক ধরিয়া “বিষ্ণুঃ ও অমুকগোত্র প্রেত অমুক এতত্তে অগ্নং সোপকরণং সানিবং স্বা” বলিয়া ঐ মোটক পিতৃতীর্থদ্বারা অগ্নে নিক্ষেপ করিয়া জোড়হস্তে “ইদমগ্নং ইমাঃ আপঃ ইদং হবিঃ এতাহ্ন্যপকরণানি যথাস্থং বাগ্‌বতো ঋদেতাং” বলিয়া অন্ন দেখাইবে। পরে দৈবাদি ক্রমে প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে জল গণ্ডুষ দিয়া গায়ত্রী ও মধুবাতেত্যাদি পড়িয়া “ও প্রোতবীতং ইত্যাদি-পড়িবে।”

ইদমন্নঃ স্মৃত্যাপকরণসহিতং সতিলোদকং তুভ্যং স্বধা” বলিয়া পিতৃতীর্থে অন্নের উপর ঐ মোটকটি নিক্ষেপ করিয়া “ইদমন্নঃ ইমাঃ আপঃ, ইদং হবিঃ, এতানি উপকরণানি যথাস্থং বাগ্‌যতঃ স্বদ” বলিয়া প্রত্যেক দ্রব্য দেখাইয়া ব্রাহ্মণে এক গণ্ডুষ জল দিবে। পরে প্রপিতামহের অন্নপাত্র চিৎ বামহস্তে ধরিয়া দক্ষিণহস্তে কোশার জলে কুশ ধরিয়া “এতৎ সর্কং হবিঃ শ্রীবিষ্ণো কব্যং রক্ষস্ব” বলিয়া কুশবারি অভ্যক্ষণ করিয়া “ও ইদং বিষ্ণুবিচক্রেমে ইত্যাদি” পূর্বোক্ত মন্ত্র পড়িয়া চিৎভাবে অন্নপাত্রে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ স্থাপন করিয়া “ও অপহতা অমুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ” মন্ত্রে তিল ছড়াইয়া দিয়া প্রপিতামহের ব্রাহ্মণে এক গণ্ডুষ জল দিয়া গায়ত্রী পড়িয়া একটি মোটক দক্ষিণ হস্তে কোশার জলে ধরিয়া “বিষ্ণুঃ ও অমুক-গোত্র প্রপিতামহ অমুক দেবশর্মন ইদমন্নঃ স্মৃত্যাপকরণসহিতং সতিলোদকং তুভ্যং স্বধা” বলিয়া পিতৃতীর্থে অন্নের উপর ঐ মোটক নিক্ষেপ করিয়া “ইদমন্নঃ, ইমাঃ আপঃ, ইদং হবিঃ, এতানি উপকরণানি যথাস্থং বাগ্‌যতঃ স্বদ” বলিয়া প্রত্যেক দ্রব্য দেখাইয়া ব্রাহ্মণে এক গণ্ডুষ জল দিবে। পরে বৃদ্ধপ্রপিতামহের অন্নপাত্র চিৎবামহস্তে ধরিয়া দক্ষিণহস্তে কোশার জলে কুশ ধরিয়া “এতৎ সর্কং হবিঃ শ্রীবিষ্ণো কব্যং রক্ষস্ব” বলিয়া কুশবারি অভ্যক্ষণ করিয়া “ও ইদং বিষ্ণুবিচক্রেমে ইদং নিদধে পদম্। সমুতমন্ত পাত্মসুরে” পড়িয়া চিৎভাবে অন্নপাত্রে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ স্থাপন করিয়া “ও অপহতা অমুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ” মন্ত্রে তিল ছড়াইয়া দিয়া বৃদ্ধপ্রপিতামহের ব্রাহ্মণে এক গণ্ডুষ জল দিয়া গায়ত্রী পড়িয়া একটি মোটক দক্ষিণ হস্তে কোশার জলে ধরিয়া “বিষ্ণুঃ ও অমুকগোত্র বৃদ্ধ-প্রপিতামহ অমুক দেবশর্মন ইদমন্নঃ স্মৃত্যাপকরণসহিতং সতিলোদকং তুভ্যং স্বধা” বলিয়া পিতৃতীর্থে অন্নের উপর ঐ মোটক নিক্ষেপ করিয়া “ইদমন্নঃ, ইমাঃ আপঃ, ইদং হবিঃ, এতানি উপকরণানি যথাস্থং বাগ্‌যতঃ স্বদ” বলিয়া প্রত্যেক দ্রব্য দেখাইয়া ব্রাহ্মণে একগণ্ডুষ জল দিবে। তৎপরে প্রেতপক্ষে অন্নোৎসর্গ করিবে। অন্নপাত্র চিৎবামহস্তে ধরিয়া দক্ষিণহস্তে কোশার জলে কুশ ধরিয়া “এতৎ সর্কং হবিঃ শ্রীবিষ্ণো কব্যং রক্ষস্ব” বলিয়া কুশবারি অভ্যক্ষণ করিয়া “ও ইদং বিষ্ণুবিচক্রেমে ইত্যাদি” পূর্বোক্ত মন্ত্র পড়িয়া চিৎভাবে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠমূল অন্নের উপর রাখিয়া “ও অপহতা : অমুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ” মন্ত্রে তিল ছড়াইয়া দিয়া প্রেতপক্ষের ব্রাহ্মণে একগণ্ডুষ জল দিয়া গায়ত্রী পড়িয়া দক্ষিণহস্তে কোশার জলে একটি মোটক ধরিয়া “বিষ্ণুঃ ও অমুকগোত্র-প্রেত অমুক দেবশর্মন এতৎ সামিবাঃ স্মৃত্যাপকরণসহিতং সতিলোদকং তুভ্যং স্বধা” বলিয়া ঐ মোটক অন্নের উপর পিতৃতীর্থদ্বারা নিক্ষিপ্ত করিয়া “ইদমন্নঃ, ইমাঃ আপঃ, ইদং হবিঃ, এতান্যাপকরণানি যথাস্থং বাগ্‌যতঃ স্বদ” বলিয়া প্রেতপক্ষের ব্রাহ্মণে প্রত্যেক দ্রব্য দেখাইয়া একগণ্ডুষ জল দিবে। পরে জলস্পর্শ করিয়া অগ্নে-দৈবপক্ষে, পরে পিতামহা দিপক্ষে, তারপর প্রেতপক্ষে “ও মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীনঃ সন্তোষধীঃ ॥ মধু নক্তমতোবসো মধুমংগাধিবৎ রজঃ। মধু দ্যৌরন্ত নঃ পিতা ॥ মধুমারো বনস্পতিশ্চর্ম্মা অস্ত হৃষ্যঃ। মাধ্বী গাবো ভবন্ত নঃ ॥” এই মন্ত্র প্রত্যেক পক্ষে এক বার পড়িয়া অগ্নে মধু দিয়া দৈবাদিক্রমে কৃতাজলি হইয়া “সিদ্ধারদানমিদমচ্ছিত্রমস্ত” বলিবে। পরে ক্রচিস্তবাদি হরিবংশোক্ত ফলশ্রুতি প্রভৃতি পড়িবে, যথাঃ— ও যজ্ঞেধরো হব্য-সমস্ত-কব্য-ভোক্তা-ব্যবাস্তা হরিরীশ্বরোহজ্ঞ। তৎসন্নিধানাদপযাস্ত সদ্যো। রক্ষাংশ্চশেবাঙ্কমুরাশ্চ সর্কো ॥ ও যোগীধরং যাজ্ঞবল্ক্যং, সম্পূজা মুনয়োহজ্ঞবন্। বর্ণাশ্রমেভরাণাং নো, ক্রহি ধর্মানশেষতঃ ॥ ও মন্বন্ত্রি-বিষ্ণু-হারীত-যাজ্ঞবল্ক্যোশনোহগ্নিরো-যমাপস্তম্ব-সম্বর্তাঃ কাত্যায়ন-বৃহস্পতী। পরাশর-ব্যাস শত্ৰু-লিখিতাঃ দক্ষ-গৌতমো। শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্র প্রয়োজকাঃ ॥ ও তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ সদা পশ্যন্তি সুরয়ঃ। দিবীষ চক্ষুরাততম্ ॥ ও দ্রুঘোধানো মন্থ্যময়ো মহাক্রমঃ, স্বদ্বঃ কর্ণঃ শকুনিস্তম্ শাখা। চঃশাসনঃ পুশ্পফলে সমৃদ্ধে, মূলং রাজা ধৃতরাষ্ট্রোহমনীষী ॥ ও যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মময়ো মহাক্রমঃ, স্বদ্বোহর্জুনো ভীমসেনোহস্ত শাখা। মাজীম্বতো পুশ্পফলে সমৃদ্ধে, মূলং কৃকঃ ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চ ॥ ও সপ্তব্যাসা দশার্ণেযু, যুগাঃ কালজরে গিরৌ। চক্রবালাঃ সরদ্বীপে, হংগাঃ সরসি মানসে ॥ তেহপি জাতায় কুরুক্ষেত্রে ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ। প্রহিতা দূরমধ্বানং, যুয়ং তেভ্যোহবসৌদত ॥ পরে সতিলান্ন লইয়া “ও অগ্নিদধ্যাস্ত বে জীবাঃ, যেহপ্যদধ্যাস্ত কুলে মম। ভূমৌ দন্তেন তৃপ্যন্ত, তৃপ্তা যান্ত পরাং গতিম্ ॥” এই মন্ত্রে দেবপক্ষ ও পিতৃপক্ষের মধ্যে আবৃত্তি কুশের উপর ছড়াইয়া দিবে। পরে কৃতাজলি হইয়া “ও যেবাং ন মাতা ন পিতা ন বন্ধুঃ, নৈবান্নসিদ্ধি ন তথান্নসন্তি। তত্‌পুংরেহং ভূবিদন্তমেতৎ, প্রয়াস্ত লোকায় স্থখায় ভবৎ ॥” এই মন্ত্র পড়িয়া পিতাদিক্রমে ব্রাহ্মণহস্তে জলগণ্ডুষ দিয়া, দৈবপক্ষে

“ওঁ কুচিৎ” প্রদ্বা করিলে “ওঁ কুচিৎ” উত্তর ব্রাহ্মণ বলিবে। পরে “শেবময়মপ্যস্তি” বলিলে “ইষ্টেভ্যো যথাস্থং বিনিযুক্ত্যতাং” ব্রাহ্মণেরা বলিবে। পিতামহাদিপক্ষে “তুভ্যং হ” প্রদ্বা “তুভ্যঃ স্বঃ” উত্তর ব্রাহ্মণেরা বলিবে; “শেবময়মপ্যস্তি” বলিবে, “ইষ্টেভ্যো যথাস্থং বিনিযুক্ত্যতাং” ব্রাহ্মণেরা বলিবে। প্রেতপক্ষে “বদিৎ” প্রদ্বা “স্ববদিৎ” উত্তর ব্রাহ্মণ বলিলে, “শেবময়মপ্যস্তি” বলিবে; “ইষ্টেভ্যো যথাস্থং বিনিযুক্ত্যতাং” ব্রাহ্মণেরা বলিবে। পরে জলম্পর্শ করিয়া পিতামহাদির ব্রাহ্মণের সমুখে “ওঁ নিহ্মি সর্বং যদমেধ্যবদ্ভবেৎ, হতাশ্চ সর্কেহস্বর-দানবা ন্মা ॥ রক্ষাংসি যক্ষাঃ সপিশাচসংঘাঃ, হতা ময়া যাকুধানাশ্চ সর্কে” ॥ পড়িয়া নৈঋৎ কোণ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণাঞ্জে পরপর তিনটি চতুষ্কোণ পিণ্ডমণ্ডল প্রস্তুত করিয়া তাহার উপর সমূল দুইগাছি কুশ দুই হস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ধরিয়া “ওঁ অগহতা ইত্যাদি” “ওঁ নিহ্মি সর্বং ইত্যাদি” এই পূর্বোক্ত দুইটি মন্ত্রে দক্ষিণাঞ্জে দুইটি রেখা করিবে। পরে রেখা অভ্যক্ষণ করিয়া নিবী (কোমরের কাপড়ের কবি) শক্ত করিয়া একটি মোটক কোশার জলে ধরিয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র পিতামহ অমুক দেবশর্শন এতদবনেনিক্ তুভ্যং স্বধা” বলিয়া প্রথম চতুষ্কোণ মণ্ডলের উপর পিতৃতীর্থদ্বারা নিক্ষিপ্ত করিয়া, অপর আর একটি মোটক কোশার জলে ধরিয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র প্রপিতামহ অমুক দেবশর্শন এতদবনেনিক্ তুভ্যং স্বধা” বলিয়া দ্বিতীয় চতুষ্কোণ মণ্ডলের উপর দিয়া, অস্ত্র আর একটি মোটক কোশার জলে ধরিয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র বৃদ্ধপ্রপিতামহ অমুক দেবশর্শন এতদবনেনিক্ তুভ্যং স্বধা” বলিয়া তৃতীয় চতুষ্কোণ মণ্ডলের উপর দিবে। পরে ঐ তিনটি চতুষ্কোণ মণ্ডলের উপর সমূল কতকগুলি কুশ আন্তরণ করিয়া “ওঁ আয়ত্ত নঃ পিতরঃ সোম্যাসোহগ্নিযাত্নাঃ পথিভি দৈবযানৈঃ। অস্মিন্ যজ্ঞে স্বধয়া মদন্তোহধিক্রবন্ত তেহবস্বত্বান্” ॥ এই মন্ত্রে কুশের উপর তিল ছড়াইয়া দিবে। অনন্তর প্রেতপক্ষে নৈঋত কোণ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণাঞ্জে একটি চতুষ্কোণ পিণ্ডমণ্ডল প্রস্তুত করিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা দুই হস্তে দুইগাছি কুশ ধরিয়া ঐ মণ্ডলের মধ্যে দুইটি দক্ষিণাঞ্জে রেখা টানিয়া ঐ পিণ্ডমণ্ডল অভ্যক্ষণ করিয়া একটি মোটক কোশার জলে ধরিয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র প্রেত অমুক-দেবশর্শন (বর্শন বা) এতদবনেনিক্ তুভ্যং স্বধা” বলিয়া ঐ মোটক দিয়া উহার উপর কতকগুলি সমূল কুশ পাতিয়া তিল ছড়াইয়া দিবে। পরে জলম্পর্শ করিয়া সমস্ত উপকরণাদির সহিত অন্নবাজ্ঞন একত্র করিয়া মধুদংযোগে (শরৎকালের বিষ পরিমাণ তিনটি পিণ্ড প্রস্তুত করিবে। পরে একটি পিণ্ড তিলোদক তুলসীপত্র ও মোটকসহ বামহস্তসংযুক্তভাবে দক্ষিণ হস্তে লইয়া “ওঁ মধুবাতা ইত্যাদি” পূর্বোক্ত মন্ত্র পড়িয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র পিতামহ অমুক দেবশর্শন এতৎ পিণ্ডং সতিলোদকং ১ তুভ্যং স্বধা” বলিয়া প্রথম চতুষ্কোণ মণ্ডলের অবনৈঋতের মোটকের উপর পিতৃতীর্থদ্বারা দিবে। পরে হাত ধুইয়া আর একটি পিণ্ড পূর্বের জায় লইয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র প্রপিতামহ অমুক দেবশর্শন এতৎ পিণ্ডং সতিলোদকং তুভ্যং স্বধা” বলিয়া দ্বিতীয় চতুষ্কোণ মণ্ডলের মোটকের উপর দিয়া হাত ধুইয়া অস্ত্র আর একটি পিণ্ড পূর্বের জায় লইয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র বৃদ্ধপ্রপিতামহ অমুক দেবশর্শন এতৎ পিণ্ডং সতিলোদকং তুভ্যং স্বধা” বলিয়া তৃতীয় চতুষ্কোণমণ্ডলের মোটকের উপর দিবে। পরে পিণ্ডপাত্রের অবশিষ্ট অন্নাদি কিঞ্চৎ লইয়া পিণ্ডের চারিদিকে ছড়াইয়া দিয়া “ওঁ লেপভুক্তঃ পিতরঃ প্রীরস্তান্” বলিয়া আন্তর্গ কুশমূলের দ্বারা দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠ-সংলগ্ন অন্ন বৃদ্ধপ্রপিতামহের পিণ্ডের উপর দিবে। পরে প্রেতপক্ষে পূর্বের জায় একটি পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া তিলোদক তুলসী ও মোটকসহ দক্ষিণহস্তে লইয়া “বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র প্রেত অমুক দেবশর্শন এতৎ সামিষপিণ্ডং সতিলোদকং তুভ্যং স্বধা” বলিয়া কুশমূলে অবনৈঋতের মোটকের উপর দিয়া পিণ্ডপাত্রের অবশিষ্ট অন্নাদি পিণ্ডের চারিদিকে ছড়াইয়া দিবে। পরে জলম্পর্শ করিয়া পিতামহাদিপক্ষে কৃতাজলি হইয়া “ওঁ অত্র পিতরো মাষয়ধ্বং যথাভাগমাবুযায়ধ্বম্” এই মন্ত্র জপ করিয়া উত্তরাভিমুখ হইয়া শ্বাসরোধ করিয় “ওঁ বসস্তায় নমস্তত্যং, গ্রীষ্মায় চ নমো নমঃ বর্ষাভ্যশ্চ শরৎসংস্কৃত্য চ নমঃ নমঃ ॥ ওঁ হেমস্তায় নমস্তত্যং, নমস্তে শিশিরায় চ। মাস-সংবৎসরেভ্যশ্চ, দিবসেভ্যো নমো নমঃ ॥” এই মন্ত্র তিনবার পড়িয়া দক্ষিণাভিমুখ হইয়া “ওঁ অসীমদন্ত পিতরো যথাভাগমাবুযায়ধ্বম্” জপ করিয়া শ্বাসত্যাগ করিবে। পরে প্রেতপক্ষে কৃতাজলি হইয়া “ওঁ অত্র প্রেত মাদয়ন্থ যথাভাগমাবুযায়ধ্বম্” জপ করিয়া উত্তরাভিমুখ হইয়া প্রাণায়াম করিয়া “ওঁ বসস্তায় নমস্তত্যং ইত্যাদি”

পূর্বোক্ত মন্ত্র দুটি তিনবার পড়িয়া দক্ষিণাভিমুখ হইয়া “ওঁ অমীমদং প্রেতো যথাভাগমাব্যাহিষ্ট” মন্ত্রটি প্রেতপিণ্ডে অর্পণ করিয়া শ্রাদ্ধভাগ করিবে। তৎপরে জলস্পর্শ পূর্বক পিতামহাদির পিণ্ডপাত্রে কিঞ্চিৎ জল ঢালিয়া তাহাতে তিনটি মোটক রাখিয়া জলের সহিত একটি মোটক লইয়া “ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্র পিতামহ অমুক-দেবশর্শন এতৎ প্রত্যবনেজনং তুভ্যং স্বধা” বলিয়া পিতামহপিণ্ডে দিয়া, অপর আর একটি মোটক জলের সহিত লইয়া “ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ অমুকগোত্র প্রপিতামহ অমুক-দেবশর্শন এতৎ প্রত্যবনেজনং তুভ্যং স্বধা” বলিয়া প্রপিতামহপিণ্ডে দিয়া, অস্ত্র আর একটি মোটক জলের সহিত লইয়া “ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্র বৃদ্ধ প্রপিতামহ-অমুক দেবশর্শন এতৎ প্রত্যবনেজনং তুভ্যং স্বধা” বলিয়া বৃদ্ধপ্রপিতামহ পিণ্ডে দিয়া, প্রেতপক্ষে আসিয়া প্রেতপক্ষের পিণ্ডপাত্রে একটু জল দিয়া তাহাতে একটি মোটক রাখিয়া জলের সহিত ঐ মোটকটি দক্ষিণহস্তে লইয়া “ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ অমুকগোত্র প্রেত অমুক দেবশর্শন এতৎ প্রত্যবনেজনং তুভ্যং স্বধা” বলিয়া প্রেতপিণ্ডে দিয়া নীচী শিখিল করিয়া পিতামহাদির পিণ্ডের উপর বদ্ধাঞ্জলি হইয়া “ওঁ নমো বঃ পিতরঃ শুভ্যায়। নমো বঃ পিতরস্তপসে। নমো বঃ পিতরো রসায়। নমো বঃ পিতরো যজ্ঞীবৎ। নমো বঃ পিতরো ঘোরায় মত্তবে। স্বধায়ৈ পিতরো নমো বঃ” ॥ পড়িয়া প্রেতপক্ষেও বদ্ধাঞ্জলি হইয়া “ওঁ নমস্তে প্রেত শুভ্যায়। ওঁ নমস্তে প্রেত তপসে। ওঁ নমস্তে প্রেত রসায়। ওঁ নমস্তে প্রেত যজ্ঞীবৎ। ওঁ নমস্তে প্রেত ঘোরায় মত্তবে। ওঁ স্বধায়ৈ প্রেত নমস্তে।” এই বদ্ধাঞ্জলি মন্ত্রও পড়িবে। পরে বাসদান যথা:—নূতন বা অনুতন শুক্লবস্ত্রের দশার সূত্র মোটক সহিত লইয়া “ওঁ এতৎ পিতরো বাসঃ” এই মন্ত্র প্রত্যেকবার পড়িয়া পিতামহ প্রপিতামহ ও বৃদ্ধ প্রপিতামহের তিনটি পিণ্ডের উপর যথাক্রমে এক একটি বাসঃসূত্র দিয়া উৎসর্গের জন্য দক্ষিণ হস্তে তিল ও মোটক লইয়া কোশার জলে ডুবাইয়া “ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ অমুকগোত্র পিতামহ অমুক দেবশর্শন এতৎবাসঃ তুভ্যং স্বধা” বলিয়া ঐ তিলসহ মোটক ঐ বাসের উপর দিবে; পরে আর একটি তিলযুক্ত মোটক কোশার জলে ডুবাইয়া দক্ষিণহস্তে ধরিয়া “ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ অমুকগোত্র প্রপিতামহ অমুক দেবশর্শন এতৎবাসঃ তুভ্যং স্বধা” বলিয়া প্রপিতামহের পিণ্ডোপরিস্থিত বাসের উপর ঐ মোটকটি দিয়া, অস্ত্র আর একটি তিলযুক্ত মোটক উক্তরূপে ধরিয়া “ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ অমুকগোত্র বৃদ্ধ প্রপিতামহ অমুকদেবশর্শন এতৎবাসঃ তুভ্যং স্বধা” বলিয়া ঐ তিলযুক্ত মোটকটি বৃদ্ধ প্রপিতামহের পিণ্ডোপরিস্থিত বাসের উপর দিবে। পরে প্রেতপক্ষে বাসদান। উক্তরূপে বাস লইয়া “ওঁ এতৎ প্রেতবাসঃ” বলিয়া প্রেতপিণ্ডে বাস দিয়া, তিলযুক্তমোটক কোশার জলে ধরিয়া “ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ অমুকগোত্র প্রেত অমুক দেবশর্শন এতৎবাসঃ তুভ্যং স্বধা” বলিয়া প্রেতপিণ্ডের উপরিস্থিত বাসের উপর ঐ সতিল মোটকটি দিবে। পরে জলস্পর্শ করিয়া “ওঁ উর্জঃ বহন্তীরমৃতং যুতং পরঃ কীলালং পরিস্রুতম্। স্বধা স্ব তর্পরত মে পিতৃন” এই মন্ত্রে পিতামহ প্রপিতামহ ও বৃদ্ধ প্রপিতামহের তিনটি পিণ্ডের উপর পিতৃতীর্থবিগলিত জলধারা পিণ্ডাভিষেক করিয়া অমন্ত্রক পুষ্পচন্দন পিণ্ডের উপর দিয়া পিণ্ড পূজা করিয়া, প্রেতপক্ষেও “ওঁ উর্জঃ বহন্তী ইত্যাদি” পূর্বোক্ত মন্ত্রে পিতৃতীর্থ বিগলিত জলধারাধারা পিণ্ডাভিষেক করিয়া অমন্ত্রক গন্ধপুষ্প দিয়া পিণ্ড-পূজা করিবে। পরে পিণ্ডসময়। প্রেতপিণ্ডকে দুইটি সোনার বা রূপার শলাকাধারা অথবা দুইগাছি কুশধারা সমান অংশে তিন ভাগ করিয়া প্রথমভাগ পিতামহের, দ্বিতীয়ভাগ প্রপিতামহের ও তৃতীয়ভাগ বৃদ্ধ প্রপিতামহের পিণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া ৷

* মাতৃসপিণ্ডীকরণস্থলে একমাত্র পিতৃপিণ্ডের সহিতই মাতার পিণ্ড সময় হয়। সেস্থলে পিতামহ ও প্রপিতামহের অর্থাৎ মাতার যশুর ও আর্ধ্যযশুরের পিণ্ডের কুশধারা আচ্ছাদিত করিয়া রাখিতে হইবে। পিতা জীবিত থাকিলে বা প্রত্যাগাধি অবলম্বন করিলে মাতার শাওড়ী প্রভৃতির সহিত অর্থাৎ নিজের পিতামহী প্রভৃতির সহিত পিণ্ড সময় হইবে। মাতার যশুরের পিণ্ডের সহিত মাতৃপিণ্ডের সময় হইবে না। পিতামহী প্রভৃতির সহিত মাতার সপিণ্ডনস্থলে সাম্যবীরা “যে চাত্র ভ্রামহুবাংশে ভ্রমহু তস্মৈ তে স্বধা” মন্ত্র পড়িবে না। আর যখন কেবলমাত্র পিতৃপিণ্ডের সহিত মাতৃপিণ্ডের সময় তখন স্বর্গরত্নশলাকা বা কুশধারা যে প্রেতপিণ্ডে তিনভাগ করিবার কথা বলা হইয়াছে তাহার প্রয়োজন নাই, মাতৃপিণ্ডটি একটু ছোট করিয়া সময় পিণ্ডটি পিতৃপিণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিবে।

এমাণং যথা:—মাতৃ: পত্যা সহ সপিণ্ডনে যশুরাধ্যযশুরে: পিণ্ডে কুশৈরাচ্ছাদ্যে। তথা চ গার্য্য:—পতিনৈকেন কর্তব্য্য সপিণ্ডীকরণং ত্রিভা:। সা গতা হি বৃষ্টৈকং কুশৈরস্তয়ং পিতৃন। যশুরম্যাতো যস্মাচ্ছিন্নঃ প্রজ্ঞানব্রজি। পুত্রৈর্দর্ভেন সা কার্য্য মাতুরভ্যবহার্হিভি:। যেনভর্জা সৈবাস্যা: সপিণ্ডীকরণং ত্রিভা:। একং সা গতা যস্মাচ্ছিন্নমাত্রাহিত্যভি:।

রঘুনন্দনব্রত-ভিখিত-সপিণ্ডীকরণ-বিচার।

“ওঁ যে সমানাঃ সমনসঃ পিতরো যমরাজ্যে । তেষাং লোকঃ স্বধা নমো যজ্ঞো দেবেষু কল্পতাম্ । ওঁ যে সমানাঃ সমনসো জীবা জীবেষু মামকাঃ । তেষাং জীমন্নি কল্পতামসিন্ লোকে শতং সমাঃ ॥” এই দুইটি মন্ত্র পড়িয়া তিনটি পিণ্ড বেণ গোল বর্জলাকার করিবে, পরে পুনর্বার চন্দন পুষ্প দিয়া অমন্ত্রক এই পিণ্ডগুলি পূজা করিবে । পরে পিতৃপক্ষের প্রত্যেক ব্রাহ্মণে এক এক গণ্ডু ব জল দিয়া কৃতাজলি হইয়া প্রত্যেক ব্রাহ্মণের নিকট “পিণ্ডং সম্পন্নং” প্রদত্ত করিবে । “স্বসম্পন্নমন্ত্ৰ” উত্তর প্রত্যেক ব্রাহ্মণ বলিলে পর “পিণ্ড গয়াং গচ্ছ” প্রত্যেক পিণ্ডের নিকট বলিয়া প্রত্যেক পিণ্ড আত্মান করিয়া (১) একটি পাত্রে রাখিবে, পরে প্রত্যেক বার “স্বস্বপ্রোক্ষিতমন্ত্ৰ” বলিয়া প্রত্যেক পিণ্ডমণ্ডলে জল দিবে । পরে “শিবাঃ আপঃ সন্তঃ” বলিয়া অগ্নে দৈবপক্ষের ব্রাহ্মণে, পশ্চাৎ ঐ মন্ত্ৰে পিতামহাদি প্রেত পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণে জল দিলে, “ওঁ সন্ত” উত্তর ব্রাহ্মণেরা বলিবে ; “ওঁ সৌমনস্যামন্ত্ৰ” প্রত্যেক বার বলিয়া দৈবাদি প্রেত পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণে পুষ্প দিবে, “ওঁ অন্ত” উত্তর ব্রাহ্মণেরা বলিবে । “ওঁ অক্ষতঞ্চারিষ্টঞ্চ অন্ত” প্রত্যেক বার বলিয়া দুর্ভিক্ষত যথাক্রমে দৈব হইতে প্রেত পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণে দিলে “ওঁ অন্ত” উত্তর ব্রাহ্মণেরা বলিবে । পরে পিতামহাদি ব্রাহ্মণহস্তে অক্ষ্যা দান, যথা : তিল ঘৃত মধু মিশ্রিত জল লইয়া “ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎ সৎ ওঁ অদ্য অমুকমাসি অমুক-পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রস্য প্রেতস্য অমুক-দেবশর্ষণঃ সপিণ্ডীকরণার্থং অমুক-গোত্রস্য পিতামহস্য অমুক দেবশর্ষণঃ পার্শ্বগবিধিনা কুতেহস্মিন্ শ্রাদ্ধে দত্তমিদ-মন্নপানাদিক-মক্ষ্যামন্ত্ৰ” বলিয়া পিতামহ-ব্রাহ্মণে অক্ষ্যা দিয়া “সর্বং তস্মৈ উপতিষ্ঠতাং” বলিয়া এক গণ্ডু ব জল পিতামহ-ব্রাহ্মণ-হস্তে দিয়া পুনর্বার তিলাজামধুসংযুক্ত জল লইয়া “ওঁ বিষ্ণুঃ তৎসৎ ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুক গোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ষনঃ সপিণ্ডীকরণার্থং অমুক-গোত্রস্য প্রপিতামহস্য অমুক দেবশর্ষণঃ পার্শ্বগবিধিনা কুতেহস্মিন্ শ্রাদ্ধে দত্তমিদ-মন্নপানাদিক-মক্ষ্যামন্ত্ৰ” বলিয়া প্রপিতামহ-ব্রাহ্মণে অক্ষ্যা দিয়া, “সর্বং তস্মৈ উপতিষ্ঠতাং” বলিয়া এক গণ্ডু ব জল ঐ ব্রাহ্মণহস্তে দিয়া, পুনর্বার তিলাজামধুসংযুক্তজল লইয়া “ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎ সৎ ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুক গোত্রস্য প্রেতস্য অমুক-দেবশর্ষণঃ সপিণ্ডীকরণার্থং অমুকগোত্রস্য বৃদ্ধপ্রপিতামহস্য অমুক-দেবশর্ষণঃ পার্শ্বগবিধিনা কুতেহস্মিন্ শ্রাদ্ধে দত্তমিদ-মন্নপানাদিক-মক্ষ্যামন্ত্ৰ” বলিয়া বৃদ্ধ প্রপিতামহ-ব্রাহ্মণে অক্ষ্যাদান করিয়া “সর্বং তস্মৈ উপতিষ্ঠতাং” বলিয়া একগণ্ডু ব জল ঐ ব্রাহ্মণে দিবে । পরে প্রেতপক্ষে অক্ষ্যাদান, যথা :-- পূর্বের জ্ঞান তিলাজামধুসংযুক্ত জল লইয়া “ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য অমুকস্য প্রেতস্য সপিণ্ডীকরণকোঙ্কিষ্টে-বিধিনা শ্রাদ্ধেহস্মিন্ দত্তমিদমন্ন-পানাদিক-মক্ষ্য-মুপতিষ্ঠতাম্” বলিয়া প্রেতব্রাহ্মণহস্তে ঐ জল দিয়া “সর্বং তস্মৈ উপতিষ্ঠতাম্” বলিয়া পুনর্বার আর একগণ্ডু ব জল প্রেতব্রাহ্মণের হস্তে দিবে । পরে পিতামহ প্রপিতামহ ও বৃদ্ধপ্রপিতামহপক্ষের প্রত্যেক ব্রাহ্মণের নিকট কৃতাজলি হইয়া “ওঁ অঘোরাঃ পিতরঃ সন্ত” বলিবে, “ওঁ সন্ত” উত্তর ব্রাহ্মণেরা বলিবে । “ওঁ গোত্রং নো বর্জতাং” বলিবে, “ওঁ বর্জতাং” উত্তর বাক্য ব্রাহ্মণেরা বলিবে । “আশিষো মে প্রদীয়ন্তাম্” প্রার্থনা করিবে । “আশিষঃ প্রতিগৃহ্যন্তাম্” উত্তর ব্রাহ্মণেরা বলিলে, এক একটি পুষ্প প্রত্যেক ব্রাহ্মণের আসনে দিয়া এবং ঐ আসনস্থ পুষ্প লইয়া “ওঁ দাতারো নোভিবর্জান্তাং, বেদাঃ সন্ততিরেব চ । শ্রদ্ধা চ নো মাভাগমদ্, বহুদেয়ঞ্চ নোহস্বিতি । অন্নঞ্চ নো বহুভবে-দতিথীংশ্চ লভেমহি । যাচিতারশ্চ নঃ সন্ত, যা চ যাচি ন্ম কথঞ্চন । অন্নং প্রবর্জতাং নিতাং, দাতা শতং জীবতু । যেভাঃ সঙ্কলিতাঃ দ্বিজা-স্তেবামক্ষয়া তৃষ্ণিরন্ত ॥” এই মন্ত্র পড়িয়া “এতাঃ সত্যাঃ আশিষঃ সন্ত, পিতৃবরপ্রসাদোহন্ত” বলিবে, “ওঁ অন্ত” উত্তর ব্রাহ্মণেরা বলিলে, ঐ পুষ্পগুলি ভূমিস্পর্শ করাইয়া নিজের মস্তকে দিবে । আর একটি অস্ত্র ফুল লইয়া “ওঁ বিধেবাং দেবানাং বরপ্রসাদোহন্ত” বলিয়া ঐ ফুলটিকে ভূমিস্পর্শ করাইয়া নিজের মস্তকে দিবে । পরে প্রেতপক্ষে “ওঁ অঘোরঃ প্রেতোহন্ত” “ওঁ গোত্রং নো বর্জতাং” বলিবে ; “ওঁ প্রতিগৃহ্যতাম্” ব্রাহ্মণেরা বলিবে । পরে স্বধাবাচন । “ওঁ স্বধাং বাচরিস্যো” পণ্ডিত-শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিবে, “ওঁ বাচয়” উত্তর ব্রাহ্মণ বলিবে । পরে পিতামহের অর্থের পবিজ লইয়া গ্রহিমোচন করিয়া জলের সহিত ঐ পবিজ “ওঁ পিতামহেভাঃ স্বধোচ্যতাম্” বলিয়া পিতামহের পিণ্ডমণ্ডলে দিবে । তৎপরে প্রপিতামহের অর্থের পবিজ লইয়া গ্রহিমোচন করিয়া “ওঁ প্রপিতামহেভাঃ স্বধোচ্যতাম্” বলিয়া ঐ পবিজ জলসহ প্রপিতামহের পিণ্ডমণ্ডল দিয়া, বৃদ্ধপ্রপিতামহের

(১) সামবেদীয় কার্যে পাত্ৰদ্বয়ে পিণ্ড রাখিয়া পিণ্ডমণ্ডলে জল দেওয়ার ব্যবহার কোন কোন স্থলে আছে কোন কোন স্থানে ঐ ব্যবহার দেখা যায় না ।

অর্থের পবিত্র লইয়া “ওঁ বৃদ্ধপ্রপিতামহেভ্যঃ স্বধোচ্যতাং” বলিয়া ঐ সজল পবিত্র বৃদ্ধপ্রপিতামহের পিণ্ডস্থানে দিবে; তখন “ওঁ অস্ত্র স্বধা” ব্রাহ্মণেরা বলিবে। পরে পুনরুর্জ্ঞান, যথা:— “ওঁ উর্জ্ঞং বহতীরমৃতং স্তুতং পরঃ কীলাং পরিষ্কৃতম্ স্বধা স্ব তর্পয়ত মে পিতৃন” বলিয়া পিতৃতীর্থবিগলিত জল সকল পিণ্ডমণ্ডলে দিয়া হ্যাজপাত খুলিয়া ঐ পাতের জল মন্তকে ছিটাইয়া দিয়া, পিতামহপক্ষে দক্ষিণা দিবে, যথা:— রজত বা রজতমূল্য চিং বামহস্তে ধরিয়া “এতস্মৈ রজতায় (বা রজতমূল্যায়) নমঃ” বলিয়া কুশবারি প্রোক্ষণ, “এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ” বলিয়া গন্ধপুষ্প নিক্ষেপ, “এতৎ সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ” বলিয়া কুশবারি প্রোক্ষণ করিয়া দক্ষিণহস্তে কোশার জলে কুশ ধরিয়া “ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্যা অমুকমাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্ত অমুকস্ত সপিণ্ডীকরণার্থং অমুকগোত্রস্ত পিতামহস্ত অমুকদেবশর্ষণঃ কৃতৈতৎ পার্শ্ববিধিনা শ্রাদ্ধকর্ষণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং রজতং (রজতমূল্যং বা) যথাসম্ভব-গোত্রনায়ে ব্রাহ্মণায় অহং দদে” বলিয়া কুশবারি প্রোক্ষণ করিয়া “এতয়া দক্ষিণয়া শ্রাদ্ধমিদং সদক্ষিণমস্ত” বলিয়া পুনর্বীর জল দক্ষিণায় জল দিবে। এইরূপে প্রপিতামহ ও বৃদ্ধপ্রপিতামহের দক্ষিণা দিবে: তৎপরে প্রেতপক্ষে দক্ষিণাস্ত করিবে। যথা:— রজত (বা রজতমূল্য) পূর্বের স্তায় অর্চনা করিয়া “ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অথৈতাদি অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্ত অমুকস্ত কৃতৈতৎ একোদ্ধিষ্ট-বিধিক-সপিণ্ডীকরণ-শ্রাদ্ধকর্ষণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং রজতং (রজতমূল্যং বা) যথাসম্ভব-গোত্রনায়ে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি” বলিয়া কুশবারি প্রোক্ষণ করিয়া “এতয়া দক্ষিণয়া শ্রাদ্ধমিদং সদক্ষিণমস্ত” বলিয়া পুনর্বীর জল দক্ষিণায় ছিটাইয়া দিয়া, দেবপক্ষে দক্ষিণাস্ত করিবে; যথা:— কাঞ্চন (বা কাঞ্চনমূল্য) উপুড়ভাবে বামহাতে ধরিয়া “এতস্মৈ কাঞ্চনায় (বা কাঞ্চনমূল্যায়) নমঃ” বলিয়া কুশবারি প্রোক্ষণ করিয়া “এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ কাঞ্চনায় (বা কাঞ্চনমূল্যায়) নমঃ” বলিয়া গন্ধপুষ্পনিক্ষেপ করিয়া “এতদধিপত্যে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ, এতৎসম্প্রদানাত্যং ব্রাহ্মণাত্যং নমঃ” বলিয়া জলের ছিটা দিয়া দক্ষিণহস্তে কোশার জলে কুশ ধরিয়া “ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অস্ত্র অমুকমাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্ত অমুকস্ত সপিণ্ডীকরণার্থং অমুকগোত্রস্ত পিতামহস্ত অমুকদেবশর্ষণঃ, অমুকগোত্রস্ত প্রপিতামহস্ত অমুকদেবশর্ষণঃ, অমুকগোত্রস্ত বৃদ্ধপ্রপিতামহস্ত অমুকদেবশর্ষণঃ, পুবারবো-মাদ্রবসো-বিধেবাং দেবানাং কৃতৈতৎপার্শ্ব-বিধিনা শ্রাদ্ধকর্ষণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং (কাঞ্চনমূল্যং বা) যথাসম্ভব-গোত্রনামাত্যং ব্রাহ্মণাত্যং অহং দদে” বলিয়া কুশের জল দিয়া “এতয়া দক্ষিণয়া শ্রাদ্ধমিদং সদক্ষিণমস্ত” বলিয়া পুনর্বীর দক্ষিণায় জল দিবে; “ওঁ নিষেদেবাঃ প্রীরস্তাং” বলিয়া দৈবপক্ষের ব্রাহ্মণে জলগণ্ডু দিয়া,— “ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ, মহাবোগিত্য এব চ। নমঃ স্বধারৈ স্বাহারৈ, নিত্যমেব ভবন্তু” ॥ এই মন্ত্র দৈবপক্ষে একবার ও পিতৃপক্ষে একবার পড়িয়া “ওঁ বাজে বাজে-হবত বাজিনো নো ধনেষু বিপ্রা অমৃত ঋতজ্ঞাঃ। অস্ত্র মধবঃ পিবত মাদয়ধ্বম্। তৃণা বাত পথিভি দৈবযাতনৈঃ ॥” মন্ত্রে কুশমূল দ্বারা পিতৃপক্ষের ব্রাহ্মণগণকে বিসর্জন করিয়া, ঐ “ওঁ বাজে ইত্যাদি” মন্ত্রে কুশাণ্ড দ্বারা দৈবপক্ষের ব্রাহ্মণ-বিসর্জন করিবে। পরে “অভিরম্যতাং ক্ষমস্ব” বলিয়া অগ্রে পিতৃপক্ষের পশ্চাৎ দৈবপক্ষের ব্রাহ্মণের আসন সঞ্চালিত করিয়া “ওঁ আ মা বাজস্ত প্রসবো জগম্যাদেমে ত্বাবাপৃথিবী বিশ্বরূপে। আ মা গস্তাং পিতরা মাতরা চ। মা সোমো অমৃতং ঘন গম্যাৎ” বলিয়া জল পুষ্প দিয়া প্রথম পিতৃপক্ষের ব্রাহ্মণকে পশ্চাৎ দেবব্রাহ্মণকে নমস্কার করিবে। পরে প্রেতপক্ষে “ওঁ দেবতাভ্য ইত্যাদি” পূর্বোক্ত মন্ত্র তিনবার পড়িয়া “ওঁ অভিরম্যতাং ক্ষমস্ব” বলিয়া প্রেতপক্ষের ব্রাহ্মণাসন নাড়িয়া দিয়া “ওঁ আ মা বাজস্ত ইত্যাদি” পূর্বোক্ত মন্ত্র পড়িয়া জলপুষ্প দিবে (কিন্তু নমস্কার করিবে না)। পরে “ভবতা অহং কৃতার্থীকৃতঃ” এই কথা পিতামহাদি পক্ষের প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে বলিলে “কৃতার্থো ভব” ব্রাহ্মণেরা বলিবে। পরে পাত্র সমর্পণ। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের অর্চনা করিয়া তাহার দক্ষিণহস্তের অন্তর্ভুক্ত ধরিয়া পিতামহের অন্ন পাত্রের উপরি রাখিয়া “ওঁ যস্য শ্রাদ্ধং কৃতামিদং তস্ত অক্ষয়ায় তৃণ্যে ঐষি ব্রাহ্মণে পাত্রমিদং সমর্পিতং” বলিবে। এইরূপে ঐক্লপ বাক্য বলিয়া প্রপিতামহ ও বৃদ্ধপ্রপিতামহের পাত্রও সমর্পণ করিয়া, ঐক্লপেই প্রেতপক্ষের পাত্র সমর্পণ করিবে, যথা:— “ওঁ যস্ত শ্রাদ্ধং কৃতামিদং তস্ত অক্ষয়ায় তৃণ্যে ঐষি ব্রাহ্মণে পাত্রমিদং সমর্পিতং” বলিলে, ব্রাহ্মণ “ওঁ স্বস্তি” বলিবে। পরে দেবপক্ষের পাত্র সমর্পণ: যথা:— “ওঁ যস্যোঃ শ্রাদ্ধং কৃতামিদং তস্যো-ব্রহ্মস্ব-তৃণ্যে ঐষি ব্রাহ্মণে পাত্রমিদং সমর্পিতম্” বলিলে ব্রাহ্মণ “ওঁ স্বস্তি”

বলিয়া গায়ত্রী পড়িবে। উপযুক্ত ব্রাহ্মণ না পাইলে মনে মনে ব্রাহ্মণের উদ্দেশ্য করিয়া ভূমিতে জল নিক্ষেপ করিবে। পরে পিণ্ডগুলি লইয়া গো, ছাগ, ব্রাহ্মণ বা অগ্নিতে অথবা জলে দিবে। পরে অচ্ছিন্ন অবধারণ, যথা : বামহস্ত সংযুক্ত দক্ষিণহস্ত কোশার জলে রাখিয়া “ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অগ্ন অমুকমাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্ত অমুক-দেব-শর্ষণঃ, সপিণ্ডীকরণার্থং অমুকগোত্রস্ত পিতামহস্ত অমুকদেবশর্ষণঃ, অমুকগোত্রস্ত প্রপিতামহস্ত অমুকদেবশর্ষণঃ, অমুকগোত্রস্ত বৃদ্ধপ্রপিতামহস্ত অমুকদেবশর্ষণঃ কৃতৈতৎ পার্শ্ব-বিধিনা সপিণ্ডীকরণ-শ্রাদ্ধকর্মাচ্ছিন্নমস্ত” বলিলে, “ওঁ অস্ত” ব্রাহ্মণেরা বলিবে। পরে প্রেতপক্ষে কোশার জলে বামহস্তযুক্ত দক্ষিণহস্তে রাখিয়া “ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অগ্নেত্যাদি অমুক-গোত্রস্ত প্রেতস্ত অমুকদেবশর্ষণঃ কৃতৈতৎ একোদ্ভিষ্ট-বিধিক-সপিণ্ডীকরণ-শ্রাদ্ধকর্মাচ্ছিন্নমস্ত” বলিবে; “ওঁ অস্ত” প্রতিবাক্য ব্রাহ্মণেরা বলিবে। পরে “ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অগ্নেত্যাদি শ্রীঅমুক দেবশর্মা (বর্মা গুপ্তঃ বা) মৎকৃত্তে অগ্নিন্ সপিণ্ডীকরণ-শ্রাদ্ধকর্মণি যৈষৈশ্চাং জাতং তদ্যোষপ্রশমনায় ওঁ বিষ্ণুশ্রবণমহং করিষ্যে” বলিয়া “ওঁ বিষ্ণুঃ” এই মন্ত্র দশবার জপ করিবে। পরে এক গণ্ডুষ জল দক্ষিণহস্তে লইয়া—“ওঁ প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ, সর্বযজ্ঞেযরো হরিঃ তস্মিন্স্থষ্টে জগন্তু ষ্টং, প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ ॥” বলিয়া জলগণ্ডুষ ভূমিতে ত্যাগ করিয়া “কৃতমিদং কর্ম ভগবতে শ্রীকৃষ্ণায় সমর্পিতমস্ত” বলিবে। ইতি সপিণ্ডীকরণপদ্ধতি সমাপ্ত ॥

সাংবৎসরিক-একোদ্ভিষ্ট শ্রাদ্ধ-পদ্ধতি ।

আচমনান্তে গন্ধপুষ্পদ্বারা “ওঁ নারায়ণায় নমঃ”, “ওঁ সূর্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ”, “ওঁ ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পালেভ্যো নমঃ”, “ওঁ ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ” মন্ত্রে সকলকে অর্চনা করিয়া ভোজ্যোৎসর্গ করিবে; যথা : - বামহস্তে উপুড়ভাবে ভোজ্য ধরিয়া “এতৈশ্চ সোপকরণামান্ন-ভোজ্যায় নমঃ” বলিয়া তিনবার কুশবারি প্রক্ষেপণ করিয়া “এতে গন্ধপুষ্পে এতৈশ্চ সোপকরণামান্ন-ভোজ্যায় নমঃ” বলিয়া একটি গন্ধপুষ্প ভোজ্যের উপর দিবে, “এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ” বলিয়া বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে জলে বা শালগ্রামে গন্ধপুষ্প দিবে; “এতৎসম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ” বলিয়া ভোজ্যে কুশের জল দিবে। অনন্তর কোশার জলে দক্ষিণহস্ত রাখিয়া “ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অগ্ন অমুক মাসি অমুক-পক্ষে অমুক-তিথৌ অমুক-গোত্রস্য পিতুঃ অমুক দেবশর্ষণঃ (বর্ষণঃ গুপ্তস্য বা) একোদ্ভিষ্ট-বিধিক-সাংবৎসরিক-শ্রাদ্ধবাসরে অমুক-গোত্রস্য পিতুঃ অমুকস্ত শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ এতৎ সোপকরণামান্ন-ভোজ্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভব-গোত্র-নাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি” বলিয়া কুশের জল দিয়া উৎসর্গ করিয়া “ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অগ্ন অমুক মাসি অমুক-পক্ষে অমুক-তিথৌ অমুক-গোত্রস্য পিতুঃ অমুকস্ত শ্রীবিষ্ণুপ্রীতি-কামনয়া কৃতৈতৎ সোপকরণামান্ন-ভোজ্যাদানকর্ষণঃ সাক্তার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যরজতধণ্ডং শ্রীবিষ্ণু-দৈবতং যথাসম্ভব-গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি” বলিয়া দক্ষিণাস্ত করিয়া “কৃতৈতৎ ভোজ্যাদানকর্মাচ্ছিন্নমস্ত” বলিবে; “ওঁ অস্ত” উত্তর দিবে। পরে বাস্তপূজা; “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বাস্তপুরুষায় নমঃ। এতৌ ধূপদীপৌ ওঁ বাস্তপুরুষায় নমঃ। এতৎ সোপকরণামান্ন-ভোজ্যং ওঁ বাস্তপুরুষায় নমঃ” বলিয়া পঞ্চোপচারে বাস্তপূজা করিয়া যজ্ঞেযরৈ পূজা; “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ যজ্ঞেযরায় বিষ্ণবে নমঃ। এতৌ ধূপদীপৌ ওঁ যজ্ঞেযরায় বিষ্ণুঃ নমঃ। এতৎ সোপকরণামান্ন-ভোজ্যং ওঁ যজ্ঞেযরায় বিষ্ণবে নমঃ” বলিয়া পঞ্চোপচারে পূজা করিবে।

[পরকীর ভূমিতে যদি শ্রাদ্ধ করা হয়, তাহা হইলে, ভূমি-পিতৃগণের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধীয়াগ্রভাগভোজ্য দিবে, যথা :— “ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ এতৎশ্রাদ্ধীয়াগ্রভাগ-সম্ব্যতপকরণামান্ন-ভোজ্যং এতদ্ভূমিপিতৃভ্যঃ স্বধা” বলিয়া একটি মোটক ভোজ্যের উপরি দিয়া উৎসর্গ করিবে।]

অনন্তর কুশ-ব্রাহ্মণ দ্বানাদি করাইবে। কুশ-ব্রাহ্মণটিকে বামহস্তে ধরিয়া “ও মহেশ্বরীর্বা পূর্বঃ মহাত্মকঃ সঙ্কপাৎ । স ত্বমিৎ সর্গতঃ স্পৃহা, অত্যতিষ্ঠকশাকুলম্ ॥” মন্ত্রটি পড়িয়া দক্ষিণহস্তে কুশব্রাহ্মণের মস্তকে জল দিবে, পরে দ্বান করাইয়া—“ও গন্ধবারাং হ্রদাধীং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীম্ । ঈশ্বরীং সর্গভূতানাং স্বামিহোপহ্বরে শ্রিয়ম্” এই মন্ত্র পড়িয়া চন্দন দিয়া ব্রাহ্মণের আসনে বসাইবে। অনন্তর “এষ গন্ধঃ ও দর্ভময়-ব্রাহ্মণায় নমঃ । এতৎ পুষ্পং ও দর্ভময়-ব্রাহ্মণায় নমঃ । এষ ধূপঃ ও দর্ভময়-ব্রাহ্মণায় নমঃ । এষ দীপঃ ও দর্ভময়-ব্রাহ্মণায় নমঃ । এতৎ সোপকরণামায়-ভোজ্যং ও দর্ভময়-ব্রাহ্মণায় নমঃ” বলিয়া পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া প্রাচীনাবীতী হইয়া কুশব্রাহ্মণ-স্পর্শ করিয়া দক্ষিণমুখ হইয়া ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিবে, যথা :—“ও বিষ্ণুঃ ও তৎসৎ ও অস্ত্র অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক-গোত্রস্ত পিতৃঃ অমুকস্ত একোদ্ধিষ্ট-বিধিক-সাংবৎসরিক-শ্রাদ্ধং কর্ত্ব্যং কুশময়-ব্রাহ্মণ-মহং নিমন্ত্রয়ে ।” শ্রাদ্ধকর্ত্তা এই কথা বলিলে পর “ও নিমন্ত্রয়” এই কথা ব্রাহ্মণ বলিবে [যদি প্রকৃত ব্রাহ্মণ বসাইয়া শ্রাদ্ধ করা হয়, তাহা হইলে ঐ ব্রাহ্মণ “ও নিমন্ত্রয় প্রসন্নোহস্মি” পর্যন্ত বলিবে]। অনন্তর শ্রাদ্ধকর্ত্তা “অক্ৰোধনৈঃ শোচপটৈঃ, সততং ব্রহ্মবাদিভিঃ । তবিতব্যং তবতিষ্ঠ, ময়্যত্র শ্রাদ্ধকর্ম্মণি ॥” বলিয়া “স্বাগত্যং ভবতা” এই কথা জিজ্ঞাসা করিবে; “স্বাগত্যং” এই উত্তর দিবে। [ইহাও প্রকৃত ব্রাহ্মণ পক্ষে । কুশ-ব্রাহ্মণ হইলে পুরোহিতই উত্তর বাক্য বলিয়া থাকেন দেখা যায়]। পরে “ও অমুকগোত্র পিতঃ অমুক ! এতৎ পাণ্ডং তুভ্যং স্বধা” বলিয়া কুশিতে করিয়া পাণ্ডজল ব্রাহ্মণকে দিবে। অনন্তর “ও অমুকগোত্র পিতঃ অমুক এতদাসনং তুভ্যং স্বধা” বলিয়া ব্রাহ্মণকে আসন দিবে এবং আসনখানি ধরিয়া “সিদ্ধিমিবাসনং অত্র আস্যতাং” বলিবে। পরে—“ও দেবতাভ্যং পিতৃভ্যশ্চ, মহামোগিভ্য এব চ । নমঃ স্বধারৈ স্বাহারৈ, নিত্যমেব ভবন্ত নঃ ।” (ব্রহ্মপুরাণ ২২০ অ) ॥ এই মন্ত্র তিনবার পড়িয়া গায়ত্রী পড়িবে। অনন্তর ব্রাহ্মণে এক গণ্ডুব জল দিয়া অমুজা লইবে। অমুজাবাক্য, যথা :—“ও বিষ্ণুঃ ও তৎসৎ ও অস্ত্র অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক-গোত্রস্ত পিতৃঃ একোদ্ধিষ্ট-বিধিক-সাংবৎসরিক-শ্রাদ্ধং সোপকরণসিদ্ধায়েন সতিলোদকেন দর্ভময়-ব্রাহ্মণে অহং করিষ্যে” এই অমুজা লইবে; “ও কুরুষ” এই উত্তর ব্রাহ্মণ বলিবে। অনন্তর কুশাসন দান যথা :—“ও বিষ্ণুঃ ও অমুকগোত্র পিতঃ অমুক এতৎ কুশাসনং তুভ্যং স্বধা” বলিয়া পায়ের তলার কুশ বা কুশের আসন দিবে। পরে (গঙ্গা) মৃত্তিকাব্যক্ত জলদ্বারা শ্রাদ্ধীয় জ্বা ও শ্রাদ্ধস্থান প্রোক্ষণ করিয়া ঐ জলপাত্র ব্রাহ্মণের নিকট রাখিবে। অনন্তর “ও অপহতা অশ্বরা রক্ষাংসি বেদিবদঃ” বলিয়া তিল ছড়াইয়া দিয়া ব্রাহ্মণের সম্মুখে একগাছি প্রাদেশ পরিমিত কুশ দক্ষিণাগ্র করিয়া পাতিয়া তাহার উপর অর্ধপাত্র [কলাখোলা বা কলাপাতা] স্থাপন করিবে। পরে একগাছি সাগরকুশ লইয়া “ও পবিত্রমসি বৈষ্ণবি” বলিয়া নথ ব্যতিরেকে প্রাদেশ পরিমাণে ছেদন করিয়া “ও বিষ্ণোর্মাসা পুতমসি” বলিয়া জলের ছিটা দিয়া অর্ধপাত্রে রাখিবে। [দেবপক্ষ যে শ্রাদ্ধে থাকে তাহাতে কুশাস্তরবেষ্টিত দুইগাছি কুশে পবিত্র করিতে হয়; আর একোদ্ধিষ্ট শ্রাদ্ধে একটিমাত্র কুশে পবিত্র করিতে হয়] পরে—“ও শন্নো দেবীরভিষ্টয় আপো ভবন্ত পীতয়ে । শং যো রভিস্রবন্ত নঃ ॥” এই মন্ত্র পড়িয়া অর্ধপাত্রে গণ্ডুবত্র জল দিয়া “ও তিলোহসিসোমদেবতো গোসবে দেবনির্মিতঃ । প্রস্রবন্তিঃ প্রস্তঃ স্বধরা পিতৃনৃ ইমান্ লোকান্ ত্রীণদ্বাহি নঃ স্বাহা ॥” মন্ত্রটি পড়িয়া অর্ধপাত্রে তিল দিবে এবং অমল্লক গন্ধপুষ্প দিয়া কুশদ্বারা অর্ধপাত্রটি আচ্ছাদিত করিবে। পরে কৃতাজলি হইয়া “ও অচ্ছিন্নমিদমর্ধপাত্রমস্ত” বলিয়া আচ্ছাদনকুশটি কেলিয়া দিবে। পরে “ও ব্রাহ্মণহস্তে পবিত্রং নমঃ” বলিয়া অর্ধের ঐ পবিত্র ব্রাহ্মণে দিবে। “ও ব্রাহ্মণহস্তে জলাস্তরং নমঃ” বলিয়া অর্ধপাত্রের জল ভিন্ন অস্ত্র জল ব্রাহ্মণে দিবে। “ও ব্রাহ্মণহস্তে পুষ্পাস্তরং নমঃ” বলিয়া অর্ধপাত্রের পুষ্প ভিন্ন অস্ত্র পুষ্প একটি দিবে। “ও শিরঃপাশ্যাদি-সর্গগাত্রেভ্যো নমঃ” বলিয়া অর্ধপাত্রের পুষ্প লইয়া ব্রাহ্মণে দিবে; পরে ঐ অর্ধপাত্রটি বামহস্তে রাখিয়া দক্ষিণহস্তদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া—“ও যা দিব্যা আপঃ পয়সা সংবভূবুঃ । যা অন্তরিকা উত পার্থিবীর্বাঃ । হিরণ্যবর্ণা যজ্ঞিরাঃ তান আপঃ শিবাঃ সংশোনা সুহবা ভবন্ত ॥” (আখ ত্রা ২।৭।১৫) এই মন্ত্র পড়িয়া “ও বিষ্ণুঃ ও অমুক-গোত্র পিতঃ অমুক এষ অর্ধঃ তুভ্যং স্বধা” বলিয়া পিতৃতীর্থদ্বারা অর্ধের সমস্ত জিনিষ কুশব্রাহ্মণে অর্পণ করিবে। অনন্তর গন্ধাদিপঞ্চকদান, যথা :—দক্ষিণাগ্র একটি রেখা করিয়া তাহার উপরি একখানি কলাখোলা বা কলাপাতা রাখিয়া তাহাতে বজ্র ও বজ্রের উপর

তুলসীগল্পে চন্দন পুষ্প দিয়া ও ধূপদীপ বজ্র-পায়ে আলাইয়া “এতভ্যঃ গন্ধাদিপক্বেভ্যো নমঃ” বলিয়া কুশের জল ছিটাইয়া “ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্র-পিতঃ অমুক-দেবশর্মন্ (বা অমুক বর্শন্ ইত্যাদি) ” এতানি গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপাচ্ছাদনানি তুভ্যম্ স্বধা” বলিয়া কুশবারি প্রোক্ষণ করিয়া “এষ তে গন্ধঃ” বলিয়া ঐ তুলসীগন্ধস্থিত-চন্দন দর্ভময়-ব্রাহ্মণে অর্পণ করিবে ; “এতন্তে পুষ্পঃ” বলিয়া পুষ্প দর্ভময়-ব্রাহ্মণে দিবে ; “এষ তে ধূপঃ” বলিয়া জলপ্রোক্ষণ দিয়া নিবেদন করিয়া দিবে ; এবং “এষ তে দীপঃ” বলিয়া কুশের জল ছিটাইয়া কুশ-ব্রাহ্মণে নিবেদন করিয়া “এতন্তে আচ্ছাদনং” বলিয়া বজ্রখানি দর্ভময়-ব্রাহ্মণের শিরোদেশে রাখিয়া দিবে । পরে ঘোড় হাত করিয়া “গন্ধাদি-দান-মিদ-মচ্ছিত্র-মস্ত” বলিবে । ব্রাহ্মণ “ওঁ অস্ত” বলিবে । পরে প্রাক্কণকর্তা “ওঁ ভোজনপাত্রমহং পাতরিয়ে” বলিবে । ব্রাহ্মণ “ওঁ পাতর” বলিবে । পরে কুশব্রাহ্মণের সম্মুখে একটি চতুষ্কোণমণ্ডল করিয়া তাহার উপর ভোজনপাত্র পাতিবে । তাহাতে জ্বী বা স্বয়ং অন্ন-ব্যঞ্জন-স্বতাদি সমস্ত পরিবেশন করিয়া জলপাত্রে জল দিয়া অন্নপাত্রটি চিং বামহস্তদ্বারা ধরিয়া “ওঁ এতৎ সর্বং হবিঃ প্রীতিঞ্চো কব্যাং রক্ষস্ব” বলিয়া কুশবারি প্রোক্ষণ করিয়া—“ওঁ ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্ । সমুচ্চমন্ত পাণ্ডুরে” ॥ (বা ৫।১৫) এই মন্ত্র পড়িয়া অন্নপাত্রে চিংভাবে দক্ষিণ হস্তের অন্ত্রস্থ স্থাপন করিবে । পরে “ওঁ অপহতা অন্নরা রক্ষাংসি বেদিবদঃ” এই মন্ত্র পড়িয়া তিল ছড়াইয়া দিয়া ব্রাহ্মণে এক গণ্ডুষ জল দিয়া একবার গায়ত্রী পড়িবে । পরে চিং-বামহস্তে অন্নপাত্র ধরিয়া একটি মোটক লইয়া “ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্র-পিতঃ অমুক দেবশর্মন্ এতৎ অন্নং স্বতাহুপকরণ-সহিতং সতিলোদকং তুভ্যম্ স্বধা” বলিয়া অন্ন উৎসর্গ করিয়া “ওঁ ইদং অন্নং ইমাঃ আপঃ ইদং হবিঃ এতাহুপকরণানি, ওঁ যথাস্থং যাগ-যতঃ স্বদ” বলিয়া প্রত্যেক জব্য লেখাইয়া কুশব্রাহ্মণে একটু জল দিবে । অনস্তর—“ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিদ্ধবঃ । মাধ্বীনঃ সস্বোষধীঃ । ওঁ মধু নক্তমুতোষসো মধুমং পার্ধিবৎ রজঃ । মধুতোঃ স্ত নঃ পিতা ॥ ওঁ মধুমায়ো বনস্পতি মধুমা ২ অন্ত সৃধ্যঃ । মাধ্বীর্গাবো ভবন্ত নঃ ॥” এই মন্ত্রে অন্ন মধু দিয়া “অন্নদানমিদ-মচ্ছিত্রমস্ত” বলিয়া কুচিস্তব পড়িবে । অনস্তর “ওঁ অন্নহীনং ক্রিয়াহীনং বিধিহীনঞ্চ যদভবেৎ । তৎসর্বমচ্ছিত্রমস্ত” বলিলে “ওঁ অস্ত” ব্রাহ্মণ বলিবে । পরে “ওঁ যোগীশ্বরঃ যাজ্ঞবল্ক্যঃ, সংপূজ্য যুনয়োহংক্রবন্ । বর্ণাশ্রমেতরাণাং নো, ত্রিহি ধর্ম্মানশেষতঃ ॥ ” “মমজি-বিষ্ণু-হারীত-যাজ্ঞবল্ক্যোশনোহদিরাঃ । যমাপস্তম্ব-সম্বর্ত্তাঃ, কাত্যায়ন-বৃহস্পতী ॥ পরাশর-ব্যাল-শম্ভ-লিখিতা-দক্ষ-গৌতমো । শাতাতপো বশিষ্ঠ, ধর্ম্মশাস্ত্র প্রয়োজকাঃ ॥ ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ সদা পশ্যন্তি সুরয়ঃ । দিবীব চক্ষুরাততম্ ॥ ” “ওঁ চর্য্যোযনো মহ্যমরো মহাক্রমঃ, স্বক্কঃ কর্ণঃ শকুনিস্তম্ শাখা । হ্রঃশানঃ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে, মূলং রাজ্জা ধৃতরাষ্ট্রোহমনীষী ॥ ওঁ যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মমরো মহাক্রমঃ, স্বক্কোহর্জুনো ভীমসেনোহস্ত শাখা । মাজীশ্বতো পুষ্পফলে সমৃদ্ধে, মূলং ককো ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চ । ” “ওঁ সপ্তব্যাধা দশার্ণবু, যুগাঃ কালঙ্করে গিরৌ । চক্রবাক্যঃ শরদীপে, হংসা সরসি মানসে ॥ তেহপি জাভাঃ কুরুক্ষেত্রে, ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ । প্রস্থিতা দ্রুমধ্রানং, ঘূরং তেভ্যোহবসীদত ॥ ” পড়িয়া দক্ষিণাগ্র করিয়া কতকগুলি কুশ পাতিয়া সতিল অন্ন দক্ষিণ হস্তে লইয়া—“ওঁ অগ্নিদধ্মাশ্চ যে জীবা, বেহপ্যদধ্মাঃ কুলে যম । ভূমৌ দন্তেন তৃপ্যত, তৃপ্তা যান্ত পরাং গতিম্” এই মন্ত্র পড়িয়া ভূমিতে কুশের উপর অগ্নিদধ্মার পিণ্ড ছড়াইয়া দিবে । পরে হস্ত দুইয়া কৃতাজলি হইয়া—“ওঁ যেষাং ন মাতা ন পিতা ন বন্ধুঃ, নৈবান্নসিদ্ধিন তথান্নমন্তি । তত্বপ্তয়েহন্নং ভূবি দত্তমেতৎ প্রায়ান্ত লোকায় স্থথায় তথৎ ॥ ” এই মন্ত্র পড়িয়া এক গণ্ডুষ জল ব্রাহ্মণে দিয়া “ওঁ স্বদিতং” এই প্রাশ্ন করিবে ; “ওঁ স্ত্বস্বদিতং” এই উত্তর ব্রাহ্মণ বলিবে । পরে “শেষমন্নমপ্যন্তি” বলিবে ; “ইষ্টেভ্যো যথাস্থং বিনিযুক্ত্যাম্” এই কথা ব্রাহ্মণ বলিবে । পরে—“ওঁ নিহস্মি সর্বং যদমেধ্যাবত্তবেৎ, হতাশ্চ সর্কৈহস্মুর দানবা ময়া । রক্ষাংসি যক্ষাঃ সপিশাচ-সজ্জা, হস্তা ময়া যাক্তানাস্চ সর্বৈঃ ॥ ” এই মন্ত্র পড়িয়া জলের দ্বারা একটি চতুষ্কোণ মণ্ডল করিয়া—“ওঁ অপহতা অন্নরা রক্ষাংসি বেদিবদঃ” এই মন্ত্রে এবং “ওঁ নিহস্মি সর্বং ইত্যাদি” মন্ত্রে দুইটি ামুল কুশ দুই হাতে ধরিয়া ঐ মণ্ডলের মাঝখানে দুইটি দক্ষিণাগ্র রেখা করিয়া জলের দ্বারা ঐ রেখা অভ্যাক্ষণ করিয়া বামদিকের নিজের কোমরের কাপড়ের কবি ধরিয়া ঐ পিণ্ডস্থান-কণ্ডলটি উৎসর্গ করিবে, যথাঃ—একটি মোটক জলে ডুবাইয়া ধরি “ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্র-পিতঃ অমুক-দেবশর্মন্ (বর্শন্ বা) এতদবসেনিক্ তুভ্যম্ স্বধা” বলিয়া মোটকটি ঐ মণ্ডলেব উপর পিতৃতীর্থ দ্বারা দিবে । পরে ঐ রেখার উপর সমল কর্ত্তকগুলি

কুশি দিয়া "ওঁ অমুক-গোত্র-পিতঃ অমুক দেবশর্শন (বর্শন বা) এতৎ পিতঃ সত্যেন্দ্রোদকং তুভ্যং স্বধা" বলিয়া ঐ অবনেজনের মোটকের উপর পিতৃতীর্থ দ্বারা পিতৃ দিয়া এক কুশি তিলোদক ঐ পিতৃ উপর পিতৃতীর্থ দ্বারা দিবে। পরে পিতৃ উপর অবশিষ্ট অন্নগুলি পিতৃ চারিদিকে ছড়াইয়া দিবে। অনন্তর কুতাজলি হইয়া—“ওঁ অত্র পিতৃদেবস্য যথাভাগ-মাবুবার্থাঃ” এই মন্ত্র জপ করিয়া উত্তরাভিমুখ হইয়া “ওঁ বসন্তায় নমস্তাত্যং, গ্রীষ্মায় চ নমো নমঃ। বর্ষাত্যন্ত শরৎসংজ্ঞে, ঋতবে চ নমঃ সদা। হেমন্তায় নমস্তাত্যং, নমস্তে শিশিরায় চ। মাস-সংবৎসরেভ্যশ্চ, দিবসেভ্যো নমো নমঃ” এই মন্ত্র তিনবার পড়িয়া শাস ত্যাগ করিবে। অনন্তর দক্ষিণাভিমুখ হইয়া—“ওঁ অমৌদগং পিতা যথাভাগ-মাবুবার্থিষ্ট” এই মন্ত্র পড়িবে। পরে পিতৃপাঞ্জ-ধোয়া জল দ্বারা পিতৃ উপর প্রত্যবনেজন দিবে; যথা পিতৃপাঞ্জের অবশিষ্ট অন্নাদির সহিত জল দক্ষিণ-হস্তে লইয়া “ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্র-পিতঃ অমুক দেবশর্শন (বর্শন বা) এতৎ প্রত্যবনেজনং তুভ্যং স্বধা” বলিয়া পিতৃ উপর দিবে। অনন্তর কোমরের কবি ছাড়িয়া দিয়া পিতৃপরি বড়জলি মন্ত্র পড়িবে অর্থাৎ অসংলগ্নভাবে পিতৃ উপর অঞ্জলি স্থাপন করিয়া “ওঁ নমস্তে পিতঃ শুভায়। ১। ওঁ নমস্তে পিতঃ তপসে। ২। ওঁ নমস্তে পিতঃ রসায়। ৩। ওঁ নমস্তে পিতঃ বজ্রীবে ॥ ৪ ॥ ওঁ নমস্তে পিতঃ ধোয়ায় মন্তবে ৫। ওঁ স্বধায়ৈ তে পিতঃ নমঃ ॥ ৬ ॥” এই মন্ত্রগুলি পড়িবে; পরে নূতন বা পুরাতন বস্ত্রের একটু স্নত একটি মোটকে ছড়াইয়া “ওঁ এতৎ পিতঃ বাসঃ” বলিয়া বামহস্তে হইতে দক্ষিণ হস্তে ঐ বাসটি লইয়া “ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক-গোত্র-পিতঃ অমুক দেবশর্শন (বা বর্শন) এতৎ প্রত্যবনেজনং স্বধা” বলিয়া পিতৃ উপর বাস দিয়া কলাখোলের ডোলা করিয়া বা কুশি করিয়া জল বামহস্তে ধরিয়া “ওঁ উর্জ্জং বহস্তীরমৃতং ঘৃতং পরঃ কৌলাং পরিব্রজতম্। স্বধা স্ব তর্পয়ত মে পিতৃন ॥” এই মন্ত্র পড়িতে পড়িতে পিতৃতীর্থদ্বারা ঐ উর্জ্জল পিতৃ চতুর্দিকে ঘুরাইবে। অনন্তর অমন্ত্রক গন্ধপুষ্প দ্বারা পিতৃপূজা করিয়া “ওঁ পিতৃ সম্পন্নঃ” এই কথা জিজ্ঞাসা করিবে; “ওঁ সুসম্পন্নঃ” এই উত্তর দিবে। তখন “পিতৃ গয়ায়াং গচ্ছ” বলিয়া পিতৃ নাড়িয়া পিতৃ লইয়া আজ্ঞা করিয়া পিতৃ পাঁজাত্তরে রাখিবে। পরে “সুস্প্রোক্ষিতমন্ত” বলিয়া পিতৃস্থানে জলের অভ্যক্ষণ করিয়া “ওঁ শিবাঃ আপঃ সন্ত” বলিয়া ব্রাহ্মণের হস্তে জল দিলে “ওঁ সন্ত” ব্রাহ্মণ বলিলে, “ওঁ সৌম্যস্যাস্ত” বলিয়া ব্রাহ্মণে পুষ্প দিলে; “ওঁ আস্ত” উত্তর দিবে। “ওঁ অকতক অরিষ্টক আস্ত” বলিয়া ব্রাহ্মণে দুর্কা ও আতপতগুল দিলে; “ওঁ আস্ত” ব্রাহ্মণ বলিবে। অনন্তর অক্ষয়া দান। স্নত মধু ও তিল একত্র লইয়া একটু জল মিশাইয়া “ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অগ্ন অমুক-মাসি অমুক-পক্ষে অমুক-তিথৌ অমুক-গোত্রস্য পিতঃ অমুক-দেবশর্শনঃ (বর্শনঃ বা) কুতে অগ্নিন্ একোদ্ধিষ্ট-বিধিক-সংবৎসরিক-প্রাঙ্ঘে দত্ত-মিদং অন্নপানাদিকং অক্ষয় উপতিষ্ঠতাং” বলিয়া অক্ষয়া দিয়া “সর্বং তন্মৈ উপতিষ্ঠতাম্” বলিয়া দক্ষিণ হস্তের পিতৃতীর্থদ্বারা পিতৃ উপর জল দিবে। পরে কুতাজলি হইয়া “ওঁ অধোরঃ পিতা আস্ত” বলিলে, “ওঁ আস্ত” ব্রাহ্মণ বলিবে। “ওঁ গোত্রং নো বর্জতাং” বলিলে “ওঁ বর্জতাং” উত্তর বাক্য ব্রাহ্মণ বলিবে। অনন্তর আশিষ গ্রহণ করিবে; যথা :—একটি ফুল লইয়া “ওঁ আশিষো মে প্রদীয়ন্তাং” বলিবে, “আশিষঃ প্রতিগৃহস্তাং” ব্রাহ্মণ বলিলে ব্রাহ্মণের আসনে ফুলটি দিয়া পুনর্বার ঐ ফুল লইয়া “ওঁ মাতারো নোহতিবর্জস্তাং, বেদাঃ সন্ততিরেব চ। শ্রদ্ধা চ নো মাতাগমং, বহু দেয়ঞ্চ নোহতিতি। অন্নঞ্চ নো বহুভকে-দত্তিবাংশ্চ লভেমহি। যাচিতারশ্চ নঃ সন্ত, মা চ যাচিস্ব কঞ্চন। অন্নং প্রবর্জতাং নিতাং, মাতা শতং জীবতু। বেভ্যঃ সঙ্কলিতাঃ দ্বিভ্যাঃ, তেভ্যামৃতং তৃপ্তিরস্ত এতাঃ সত্যাঃ আশিষঃ সন্ত, পিতৃবর-প্রসাদোহস্ত।” পড়িলে “ওঁ আস্ত” ব্রাহ্মণ বলিবে। পরে “ওঁ উর্জ্জং বহস্তি ইত্যাদি” মন্ত্রে পিতৃস্থানে পুনর্বার উর্জ্জল দিয়া দক্ষিণাস্ত করিবে, যথা :—রজত বা রজত মুগা ত্রি বামহস্তে ধরিয়া “এতন্মৈ (রজতায় বা রজতমুগায় নঃ) বলিয়া কুশবারি প্রোক্ষণ, “এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতরে ঐতিহ্যং

নমঃ" বলিয়া গন্ধপুষ্প নিক্ষেপ, "এতৎ সস্ত্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ" বলিয়া কুশবারি প্রোক্ষণ করিয়া, "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসং ওঁ অস্ত্র অমুক মাসি অমুক-পক্ষে অমুক-তিথৌ অমুক-গোত্রস্ত পিতৃঃ অমুক দেবশর্ষণঃ (বর্ষণঃ শুশ্রূত বা) কৃতৈতৎ একোদ্বিষ্ট-বিধিক-সাংবৎসরিক-শ্রাদ্ধকর্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং রজতধণ্ডং [রজতমূল্যং বা] শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভব-গোত্র নামে ব্রাহ্মণায় অহং যবে" বলিয়া কুশবারি প্রোক্ষণ দিয়া দক্ষিণা উৎসর্গ করিয়া "এতয়া দক্ষিণয়া শ্রাদ্ধমিদং সদক্ষিণমস্ত" বলিয়া দক্ষিণায় জল দিলে "ওঁ অস্ত্র" উত্তর ব্রাহ্মণ দিলে "ওঁ রজতং" তিন বার বলিয়া "ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ, মহাযোগিভ্য এব চ। নমঃ স্বধাতৈঃ বাহ্যৈঃ, নিত্যমেব ভবন্ত নঃ ॥" তিনবার পড়িয়া—"ওঁ অভিরমাতাং, ক্ষমস্ব" বলিয়া ব্রাহ্মণের আসন একটু চালাইয়া ব্রাহ্মণ বিসর্জন করিয়া "ওঁ আ মা বাজন্ত প্রণবো জগম্যাদেমে ত্বা বা পৃথিবী বিশ্বরূপে। আ মা গস্তাং পিতরা মাতরা চ। মা সোমো অমৃতম্ভেন গম্যাত ॥" বলিয়া জল ও পুষ্প ব্রাহ্মণহস্তে দিয়া নমস্কার [সূর্য্য প্রণাম ও দীপাচ্ছদন *] করিয়া "ওঁ পিতা ধর্মঃ পিতা স্বর্গঃ, পিতা হি পরমং তৎ। পিতরি প্রীতিমাপন্নৈ, প্রীয়ন্তে সর্বদেবতা ॥ ওঁ পিতৃচরণেভ্যো নমঃ" বলিয়া প্রণাম করিবে। পরে পাজ্র ব্রাহ্মণকে দিবে, ব্রাহ্মণভাবে মনে মনে ব্রাহ্মণের উদ্দেশ্য করিয়া ভূমিতে জলক্ষেপণ করিবে। গন্ধ ছাগ ব্রাহ্মণ অগ্নি বা জলে পিণ্ড দেওয়া যায়। উহা দিবার রীতি, যথা : "এতদশ্রাদ্ধং ব্রাহ্মণমুচ্চিশা তলে সমর্পয়ামি, পিণ্ডমপি সমর্পয়ামি" বলিবে। অনন্তর হাতের কুশ খুলিয়া "কৃতৈতৎ শ্রাদ্ধকর্ম্ম অচ্ছিন্নমস্ত" বলিবে, "ওঁ অস্ত্র" উত্তরবাক্য বলিবে। "শ্রাদ্ধং সাধং" জিজ্ঞাসা করিলে "বেদবিধিনা সাধং" উত্তর দিবে। তখন জলে হাত দিয়া বৈশ্বগ্ন্যসমাধান করিবে, যথা :—ওঁ বিষ্ণু ওঁ তৎসং ওঁ অস্ত্র অমুকমাসি অমুক-পক্ষে অমুক-তিথৌ অমুক-গোত্রস্ত পিতৃঃ অমুক দেবশর্ষণঃ (বর্ষণঃ শুশ্রূত বা) কৃতৈহমিন্ একোদ্বিষ্ট-বিধিক-সাংবৎসরিক বিহিত-শ্রাদ্ধকর্ম্মণি যদৈশ্বগ্ন্যং জাতঃ তদোষপ্রশমনায় ওঁ বিষ্ণুশ্রবণমহং করিষ্যে" বলিয়া "ওঁ বিষ্ণুঃ" দশবার জপ করিবে। পরে একগণ্ডুষ জল লইয়া—"ওঁ প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষ, সর্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ। তস্মিন্ভ্যষ্টে দ্রগন্তুষ্ঠং, প্রীণীতে প্রীণীতং জগৎ ॥" বলিয়া জল গণ্ডুষ ত্যাগ করিয়া "এতৎকর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণার্চিতমস্ত" বলিবে ॥

ইতি সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধপদ্ধতি সমাপ্ত।

পার্বণশ্রাদ্ধ-পদ্ধতি।

পার্বণশ্রাদ্ধে শ্রাদ্ধকর্তা দক্ষিণ মুখে আসনে বসিবেন। আচমন ও ভোজ্যোৎসর্গ পূর্ব্ব মুখে, দেবপক্ষের কার্য্য উত্তর মুখে ও পিতৃপক্ষের কার্য্য দক্ষিণ মুখে করিবেন। আবশ্যকমত ফিরিবার সময় ব্রাহ্মণদিককে ডানদিকে রাখিয়া ফিরিয়া কার্য্য করিবেন। ব্রাহ্মণের অভাবে কুশের ব্রাহ্মণ করিবেন। [পার্বণশ্রাদ্ধে একটি করিয়া তিনপক্ষে তিনটি কুশ ব্রাহ্মণ হইবে ইহাই হল্যয়ুধের তাৎপর্য্য]। দৈবপক্ষের ব্রাহ্মণটিকে শ্রাদ্ধকর্তা নিজের ডানদিকে অর্থাৎ পশ্চিমদিকে পূর্ব্ব মুখে বসাইবেন। পিতৃপক্ষীয় ব্রাহ্মণ ও মাতামহ পক্ষীয় ব্রাহ্মণদ্বয়কে যথাক্রমে দক্ষিণদিকে উত্তর মুখে বসাইবেন [যজুর্কেন্দ্রে ব্রাহ্মণ বসাইবার কোন বিশেষ নাই]। দৈবপক্ষে যব ও ত্রিণত্র দিতে হইবে। পিতৃপক্ষাদিতে তিল ও মোটক দিবে। দৈবপক্ষের কার্য্যে দ্বাভাবিক যজ্ঞোপবীত ও উত্তরীয় থাকিবে। পিতৃপক্ষাদিতে শ্রাচীনাবীতী অর্থাৎ উত্তরীয় ফিরাইয়া ডান কাঁধে রাখিয়া কার্য্য করিবে। শ্রাদ্ধকর্তা স্নান ও সন্ধ্যাদি সমাপন করিয়া পক্ষ্যশ্রাদ্ধে অন্ন পাক করিয়া দৈবাদিক্রমে ব্রাহ্মণ বসাইবার আসন করিয়া অনামিতাতে কুশের অঙ্গুরী ও পবিত্র ধারণ করিয়া আচমন করিবে, যথা :—ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ" বলিয়া তিনবার জল পান করিবে। পরে দক্ষিণহস্ত ধৌত করিয়া অঙ্গুলীর অগ্রভাগদ্বারা ওষ্ঠ মার্জনা করিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীদ্বারা নাসিকা রক্তদ্বয় স্পর্শ করিয়া, অঙ্গুষ্ঠ ও

* বক্রনীমধ্যস্থ ব্যবহার বর্তমানে এদেশে দেখা যায়। হল্যয়ুধ এ শ্রাদ্ধে এক পার্বণ ব্যতীত অন্তত কিছুই বলেন নাই।

অন্নদান দ্বারা চক্ষু ও কর্ণের দুই দুইবার স্পর্শ করিয়া, কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা নাভি স্পর্শ, করতল দ্বারা হৃদয় স্পর্শ এবং সকল অঙ্গুলী দ্বারা কণ্ঠের ও মস্তক স্পর্শ করিয়া “ওঁ তদ্বিক্রোঃ পরমং পদং সদা পশ্যতি হরঃ দিব্যম্ চকুরাততম্”—এই মন্ত্র পড়িবে। পরে নারায়ণাদির অর্চনা করিবে:—“এতে গন্ধ-পুষ্পে ওঁ নারায়ণায় নমঃ। এতে গন্ধ-পুষ্পে ওঁ আদিত্যাদিনবগ্রহেভ্যো নমঃ। ওঁ ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ” বলিয়া গন্ধ পুষ্প দ্বারা অর্চনা করিয়া, “ওঁ কুরুক্ষেত্রং গয়া-গঙ্গা-প্রভাস-পুষ্করাণি চ। তীর্থান্যেতানি পুণ্যানি, শ্রাদ্ধকালে ভবন্তিহ”॥ এই মন্ত্রে অঙ্গভক্তি করিয়া ভোজ্যোৎসর্গ করিবে:—পূর্বমুখ হইয়া উপুড় বামহস্তে ভোজ্য ধরিয়া “এতেভাঃ সযুত-বস্ত্রোপকরণান্ন-ভোজ্যোভ্যো নমঃ” বলিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা কুশের জল দিবে। পরে গন্ধ-পুষ্প লইয়া “এতে গন্ধ-পুষ্পে এতদধিপত্যে ঐবিষ্ণুভ্যো নমঃ” বলিয়া ভোজ্যের উপর দিয়া “এতৎ সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ” বলিয়া কুশের জল দিবে। পরে দক্ষিণ হস্তে কোশার জলে কুশ ধরিয়া “ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অগ্ন অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক-তিথৌ অমুক-গোত্রাণ্যং পিতৃ-পিতামহ-প্রপিতামহানাং অমুক-অমুক-অমুক দেবশর্মাণাঃ (বর্ষাণাং শুভানাং বা), অমুক গোত্রাণাং মাতামহ-প্রমাতামহ-বৃদ্ধ প্রমাতামহানাং অমুক-অমুক-অমুক দেবশর্মাণাঃ ঐবিষ্ণু-প্রীতিকামঃ এতানি সযুত-বস্ত্রোপকরণান্ন-ভোজ্যানি ঐবিষ্ণু-দৈবতানি যথাসম্ভব-গোত্র-নাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি” বলিয়া কুশের জল দিবে। পরে ভোজ্যোৎসর্গের দক্ষিণান্ত করিবে: দক্ষিণ বামহস্তে ধরিয়া—“এতন্মৈ কাঞ্চনমূল্যং রজতখণ্ডায় নমঃ” বলিয়া কুশজল দিয়া “এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে ঐবিষ্ণুভ্যো নমঃ, এতৎ-সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ” বলিয়া কুশজল দিয়া দক্ষিণহস্তে কোশার জলে কুশ ধরিয়া “ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অগ্নেত্যাদি অমুকগোত্রাণ্যং পিতৃ-পিতামহ-প্রপিতামহানাং অমুক-অমুক-অমুক দেবশর্মাণাং, অমুকগোত্রাণ্যং মাতামহ-প্রমাতামহ-বৃদ্ধ প্রমাতামহানাং অমুক-অমুক-অমুক-দেবশর্মাণাং ঐবিষ্ণু-প্রীতিকামনয়া কৃতৈতৎ সযুত-বস্ত্রোপকরণান্ন-ভোজ্যাদান-কর্মাণাং সান্নত্যাং দক্ষিণাধিঃ কাঞ্চনমূল্যং ঐবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভব-গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি” বলিয়া কুশের জল দিবে। পরে “কৃতৈতৎ ভোজ্যাদানকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্ত” বলিবে, “ওঁ অস্ত” ব্রাহ্মণ বলিবে। পরে “ওঁ বাস্ত-পুত্রায় নমঃ” মন্ত্রে বাস্ত পূজা করিবে। পরকীয় ভূমি হইলে ভূস্বামী পিতৃগণের উদ্দেশ “ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ এতৎ শ্রাদ্ধীরাগ্র-ভাগ সযুতোপকরণান্ন-ভোজ্যঃ এতদ্ ভূস্বামি-পিতৃভ্যাঃ স্বধা” বলিয়া একটি মোটক শ্রাদ্ধীরাগ্রভোজ্যের উপর দিয়া উৎসর্গ করিবে। [সমবেদীরা এইস্থানে, যজ্ঞেধ্বরের পূজা করিবে] পরে “ওঁ কুরুক্ষেত্রং গয়া-গঙ্গা-প্রভাস-পুষ্করাণি চ। তীর্থান্যেতানি পুণ্যানি শ্রাদ্ধকালে ভবন্তিহ” পড়িবে। পরে ব্রাহ্মণ স্নানার্চনা। তিনটি কুশব্রাহ্মণ • তাত্রকৃণ্ডে রাখিয়া “ওঁ সহস্রশীর্ষা পুষ্কঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাং। স ভূমিৎ সর্কতঃ স্পৃহা, অতাত্তিষ্ঠদশাজুলম্” মন্ত্রে স্নান করাইবে। পরে “এতৎপাদ্যং, এষঃ গন্ধঃ, এতৎপুষ্পং, এষঃ ধূপঃ, এষঃ দীপঃ, এতানি ফল-তাম্বুল-নৈবেদ্যানি ওঁ ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ” বলিয়া পাদ্যাদি দিয়া অর্চনা করিয়া দৈবাদিক্রমে ব্রাহ্মণ তিনটিকে দেবপক্ষ পিতৃপক্ষ ও মাতামহপক্ষ এই তিনপক্ষের আসনে এক একটি করিয়া বসাইয়া দিবে। পরে যজ্ঞেধ্বরার্চনা (১) “এতে গন্ধপুষ্পে, এতৌ ধূপদীপৌ, এতৎফলতাম্বুলনৈবেদং ওঁ যজ্ঞেধ্বরায় বিষ্ণুভ্যো নমঃ” মন্ত্রে অর্চনা করিয়া “ওঁ অনাদি-মিধন-জ্ঞান-নিত্যানন্দো জনার্দনঃ ময়্যত্র শ্রাদ্ধে কর্তব্যো, সারিধাং কুরু কেশব”॥ বলিবে। পরে “ভো ভগবন্ অত্র শ্রাদ্ধে অধিষ্ঠাতা ভব” বলিয়া যজ্ঞেধ্বর বিষ্ণুকে বসাইবে (শালগ্রামকে নিকটে দিহাসনে বসাইয়া রাখিবে। পরে ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ॥ [সামবেদে ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ নাই] (দৈবপক্ষের কার্য উত্তরমুখে করিবে এবং ঋজুকুশ অর্থাৎ ত্রিপত্র দিবে, উত্তরীয় ফিরাইবে না)। দৈবপক্ষে নিমন্ত্রণ, যথা:—“ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অগ্ন অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক-গোত্রাণ্যং পিতৃ-পিতামহ-প্রপিতামহানাং অমুক-অমুক-অমুক-দেবশর্মাণাং, অমুকগোত্রাণ্যং

* নাভ বা পাঁচট কুশ লইয়া আড়াই পাচ দিয়া ওঁ কার উচ্চারণ করিয়া কুশব্রাহ্মণ স্নান করিতে হয়। হল্যুথ।

১) সামবেদী কার্যে যজ্ঞেধ্বরের পূজা ব্রাহ্মণ-স্থাপনের পূর্বে হয়।

মাতামহ-প্রমাতামহ-বৃদ্ধপ্রমাতামহানাং অমুকামুকামুকদেবশর্মাণাং (ক) অমাবান্তা-নিমিত্তক-পার্বণশ্রাদ্ধে (খ) কর্তব্যে পুরোরবো-
মাজ্জবসোর্কিষেবাং দেবাণাং পার্বণশ্রাদ্ধং কর্তুং কুশময়-ব্রাহ্মণং অহং নিমন্ত্রয়ে” শ্রাদ্ধকর্তা বলিলে, ব্রাহ্মণেরা “ও নিমন্ত্রয়”
বলিলে। পরে কৃতাজ্জলি হইয়া “ও অক্ৰোধনৈঃ শৌচপটৈঃ, সততং ব্রহ্মচারিভিঃ। ভবিতবাং ভবন্তি, যদ্বা ব্রাহ্ম-
কর্মণি” ॥ এইমন্ত্র পড়িয়া ব্রাহ্মণকে স্পর্শ করিয়া “ও স্বাগতং ভবতা” জিজ্ঞাসা করিলে “স্বাগতং” ব্রাহ্মণ বলিলে,
“এতৎপাদ্যং ও দর্ভময়-ব্রাহ্মণায় নমঃ। এষঃ অর্থঃ, এষঃ গন্ধঃ এতৎপুষ্পং, এষঃ ধূপঃ, এষঃ দীপঃ, এতৎফল-তাম্বুল-
নৈবেদ্যং ও দর্ভময়-ব্রাহ্মণায় নমঃ” বলিয়া অর্চনা করিলে। পরে পিতৃপক্ষে ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ, যথা :—“ও অদোত্যাঙ্গি
অমুক গোত্রাণাং পিতৃ-পিতামহ-প্রপিতামহানাং অমুকামুকামুক দেবশর্মাণাং (বর্মাণাং গুপ্তাণাং বা। অমাবান্তা-নিমিত্তক-
পার্বণশ্রাদ্ধং • কর্তুং কুশময়-ব্রাহ্মণমহং নিমন্ত্রয়ে” শ্রাদ্ধকর্তা বলিলে, “ও নিমন্ত্রয়” ব্রাহ্মণ বলিলে। পরে “ও অক্ৰোধনৈঃ
ইত্যাদি” পূর্বোক্তমন্ত্র পড়িয়া “স্বাগতং ভবতা” শ্রাদ্ধকর্তা জিজ্ঞাসা করিলে “ও স্বাগতং” ব্রাহ্মণ বলিলে। পরে
এতৎপাদ্যং, এতৎপুষ্পং, এষঃ ধূপঃ, এষঃ দীপঃ, এতৎফল-তাম্বুল-নৈবেদ্যং, ও দর্ভময়-ব্রাহ্মণায় নমঃ” বলিয়া পূর্বোক্ত
ক্রমে পাদ্যাদি দ্বারা অর্চনা করিলে। পরে মাতামহপক্ষে ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ, যথা :—“ও অদোত্যাঙ্গি অমুক গোত্রাণাং
মাতামহ-প্রমাতামহ-বৃদ্ধপ্রমাতামহানাং অমুকামুকামুক দেবশর্মাণাং (বর্মাণাং গুপ্তাণাং বা। অমাবান্তা-নিমিত্তক-পার্বণশ্রাদ্ধং
• কর্তুং দর্ভময়-ব্রাহ্মণমহং নিমন্ত্রয়ে” শ্রাদ্ধকর্তা বলিলে, “ও নিমন্ত্রয়” ব্রাহ্মণ বলিলে। পরে প্রথমে দৈবপক্ষে, আসন
ধরিয়া “ও সিদ্ধমিদং আসনং অত্র আশ্রিতাং” বলিলে, “অত্র আসে” দৈবব্রাহ্মণ বলিলে পর, কৃতাজ্জলি হইয়া “ও
দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যঃ, মহাযোগিভ্যঃ এব চ। নমঃ স্বাহারৈ স্বধারৈ, নিত্যমেব ভবন্ত নঃ” ॥” মন্ত্র পড়িয়া গায়ত্রী পড়িয়া
আসনে জলগণ্ডুষ দিয়া অমুজ্জা লইবে, যথা :—অগ্রে উত্তরমুখ হইয়া দৈবপক্ষের ব্রাহ্মণের আসন দক্ষিণহস্তে ধরিয়া
“ও বিষ্ণুঃ ও তৎসং ও অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক্তিথৌ অমুকগোত্রাণাং পিতৃ-পিতামহ-প্রপিতামহানাং
অমুকামুকামুক-দেবশর্মাণাং, অমুক গোত্রাণাং মাতামহ-প্রমাতামহ-বৃদ্ধপ্রমাতামহানাং অমুকামুকামুক দেবশর্মাণাং
অমাবান্তা-নিমিত্তক-পার্বণশ্রাদ্ধে কর্তব্যে পুরোরবোমাজ্জবসোর্কিষেবাং দেবানাং পার্বণশ্রাদ্ধং আমায়েন স্তুতাহাপকরণ-
সহিতেন সযবোধকেন (সযবগ্জোধকেন বা) দর্ভময়-ব্রাহ্মণে অহং করিষ্যে” বলিলে “ও কুরুষ” ব্রাহ্মণ বলিলে।
পরে পিতৃপক্ষে-আসন ধরিয়া “ও সিদ্ধমিদং আসনং মত্ৰাশ্রিতাং” বলিলে “ও অত্র আসে” ব্রাহ্মণ বলিলে, কৃতাজ্জলি হইয়া
“ও দেবতাভ্যঃ ইত্যাদি” এবং গায়ত্রী পড়িয়া আসনে জলগণ্ডুষ দিয়া অমুজ্জা লইবে যথা :—“ও অগ্নেত্যাঙ্গি অমুক-গোত্রাণাং
পিতৃ-পিতামহ-প্রপিতামহানাং অমুকামুকামুক-দেবশর্মাণাং অমাবান্তা-নিমিত্তক-পার্বণশ্রাদ্ধং • আমায়েন স্তুতাহাপ-
করণসহিতেন সতিলোধকেন কুশময়-ব্রাহ্মণে অহং করিষ্যে,” শ্রাদ্ধকর্তা বলিলে “ও কুরুষ” ব্রাহ্মণ বলিলে। পরে
মাতামহ পক্ষে আসন ধরিয়া “ও সিদ্ধমিদং আসনং মত্ৰাশ্রিতাং” বলিলে “ও অত্র আসে” ব্রাহ্মণ বলিলে কৃতাজ্জলি হইয়া
“ও দেবতাভ্যঃ ইত্যাদি” এবং গায়ত্রী পড়িয়া আসনে এক গণ্ডুষ জল দিয়া অমুজ্জা লইবে, যথা :—“ও অগ্নেত্যাঙ্গি
অমুক গোত্রাণাং মাতামহ-প্রমাতামহ-বৃদ্ধপ্রমাতামহানাং অমুকামুকামুক দেবশর্মাণাং অমাবান্তা-বিহিত-পার্বণশ্রাদ্ধং

(ক) অমুক গোত্রাণাং ইত্যাদি স্থলে সামবেদীকার্য্যে বলিলে অমুক গোত্রস্ত পিতৃঃ অমুক্ত অমুক গোত্রস্ত পিতামহস্ত অমুক্ত অমুক
গোত্রস্ত প্রপিতামহস্ত অমুক্ত অমুক গোত্রস্ত মাতামহস্ত অমুক্ত, অমুকগোত্রস্ত প্রমাতামহস্ত অমুক্ত, অমুকগোত্রস্ত বৃদ্ধপ্রমাতামহ
অমুক্ত—সামবেদী কার্য্যে সর্বত্রই পৃথক পৃথক বলা কীতি দেখা যায়। স্ত্রুতায় অত্র স্থানে? এইরূপ পৃথক করিয়া বলিলে।

(খ) অপর পক্ষের শ্রাদ্ধে—অপর পক্ষ নিমিত্তক, তীর্থাগমন ও তীর্থাগমন নিমিত্তক, নবান্নাগমন নিমিত্তক, পুণাষ্টকা নিমিত্তক
শাকাষ্টকা নিমিত্তক পার্বণ শ্রাদ্ধে ইত্যাদি নিমিত্ত ভেদ উল্লেখ করা বলিলে।

• অপর পক্ষ নিমিত্তক পার্বণ স্থলে, ‘অপর পক্ষ নিমিত্তক পার্বণঃ বিধিক শ্রাদ্ধং’ বলিলে। শাকাষ্টকাদি নিমিত্তক পার্বণ স্থলে ‘শাকাষ্ট
কাদি নিমিত্তক পার্বণ শ্রাদ্ধং’ বলিলে। এইরূপ ‘তীর্থাগমন নিমিত্তক পার্বণ শ্রাদ্ধং বা তীর্থাগমন নিমিত্তক পার্বণ শ্রাদ্ধং’ বলিলে। প্রায়শ্চিত্তঃ
পর শুদ্ধির জন্য যে পার্বণ শ্রাদ্ধ করা হয় তাহাতে ‘ওকার্ঘ্যঃ বা ওঙ্কার্ঘ্যঃ’ ইত্যাদি নিমিত্ত ভেদ উল্লেখ করিতে হইবে।

আমাদের দ্ব্যতীক্যপকরণসহিতেন সতিলোদকেন কুশমক্ৰাক্ষণেহং করিষ্যে" বলিলে "ও কুশম" শ্রাদ্ধ বলিবে। পরে দৈবপক্ষে কুশাসন দান :— (ক) কুশাসন বা একটি ত্রিপত্র দক্ষিণ হস্তে লইয়া "ও বিষ্ণু: ও পুণ্ডরিক" মাজবসো বিধেদেবা: এতৎ কুশাসনং বো নম:" বলিয়া পদতলে কুশাসন দিবে, পরে একটু গজামৃতিকা জলে গুলিয়া ঐ জলে শ্রাদ্ধের দ্রব্য ও শ্রাদ্ধভূমি প্রোক্ষণ করিবে এবং কিঞ্চিৎ জল রক্ষার্থ শ্রাদ্ধের শিরোদেশে দ্রোণীতে রাখিবে। অনন্তর পিতৃপক্ষে কুশাসন দান :— পিতৃপক্ষে মোটক লইয়া "ও বিষ্ণু: ও অমুক গোত্র পিতঃ অমুক দেবশর্শন এতৎ কুশাসনং তুভ্যং স্বধা" বলিয়া শ্রাদ্ধের পদতলে দিবে, এইরূপ "ও বিষ্ণু: ও অমুক গোত্র পিতামহ অমুক দেবশর্শন এতৎ কুশাসনং তুভ্যং স্বধা" বলিয়া পূর্ববৎ দিবে, এবং "ও বিষ্ণু: ও অমুকগোত্র প্রপিতামহ অমুক দেবশর্শন এতৎ কুশাসনং তুভ্যং স্বধা" বলিয়া শ্রাদ্ধ চরণে কুশাসন দিয়া গজামৃতিকার জল শ্রাদ্ধীয় দ্রব্যে ও শ্রাদ্ধস্থানে ছড়াইয়া পিতৃপক্ষের শ্রাদ্ধের শিরোদেশে ঐ জলের দ্রোণীতে রক্ষার্থ রাখিবে। পরে মাতামহ পক্ষে কুশাসন দান :— পূর্ববৎ মোটক লইয়া "ও বিষ্ণু: ও অমুকগোত্র মাতামহ অমুক দেব শর্শন এতৎ কুশাসনং তুভ্যং স্বধা" বলিয়া উহা শ্রাদ্ধে দিবে। আর একটি মোটক লইয়া "ও বিষ্ণু: ও অমুক গোত্র প্রমাতামহ অমুক দেবশর্শন এতৎ কুশাসনং তুভ্যং স্বধা" বলিয়া উহা শ্রাদ্ধে দিবে। আর একটি মোটক লইয়া "ও বিষ্ণু: ও অমুক গোত্র বৃদ্ধ প্রমাতামহ অমুক দেবশর্শন এতৎ কুশাসনং তুভ্যং স্বধা" বলিয়া উহা শ্রাদ্ধের চরণ তলে দিয়া পূর্বের জায় গজামৃতিকার জল শ্রাদ্ধীয় দ্রব্যে ও শ্রাদ্ধস্থানে কিঞ্চিৎ ছড়াইয়া অবশিষ্ট জল শ্রাদ্ধের শিরোদেশে রক্ষার্থ রাখিবে। পরে আবাহন :—অগ্রে দৈবপক্ষে উত্তর মুখ হইয়া যব লইয়া "ও বিশ্বান্ দেবান্ আবাহয়িষ্যে" বলিলে "ও আবাহয়" অমুক্তা শ্রাদ্ধ দিবে। পরে "ও বিশ্বদেবাস আগত শৃগ্তা য ইমং হবম্। এদং বহিনীষীদত" বলিয়া আবাহন করিয়া "ও যবোহসি যবরাস্মদ্ দেবো যবরারাতী:" এই মন্ত্রে (খ) যব ছড়াইয়া দিবে; পরে কৃতাজলি হইয়া "ও বিশ্বদেবা: শৃগ্তেমং হবং মে যে অন্তরীক্ষে য উগ জ্বিষ্ঠ। যে অগ্নিজিহ্বা উত বা বজ্রা আসত্য়ান্নিন্ বহিষ মাদয়ধ্বম্" ॥ (গ) "ও আগচ্ছত মহাভাগা: বিশ্বদেবা: বরপ্রদা:। যে চাক্র বিহিতা: শ্রাদ্ধে, সাবধানা: ভবন্ত তে ॥" এই মন্ত্র পড়িয়া "ও যবোহসি যবরাস্মদ্ দেবো যবরারাতী:" মন্ত্রে যব ছড়াইয়া দিবে। পরে পিতৃপক্ষে আবাহন :— তিল লইয়া দক্ষিণ মুখ হইয়া "ও পিতৃন আবাহয়িষ্যে" বলিলে "ও আবাহয়" অমুক্তা দিলে (ঘ) "ও উপাস্তস্তা নিবীমহ্যাস্ত: সমিষীমহি: উশশ্রুশত আবহ পিতৃন হবিষে অন্তবে" বলিয়া আবাহন করিয়া "ও অপহতা অমুরা রক্ষাসি বেদিষধ:" বলিয়া তিল ছড়াইয়া কৃতাজলি হইয়া "ও আয়াস্ত ন: পিতর: সোম্যাসোহগ্নিষাত্তা: পশিতি দ্ধেবানৈ:। অস্মিন্ যজ্ঞে স্বধয়া মদন্তোহধিধ্রুবন্তু তেহ বহুমান্" ॥ এই মন্ত্র পড়িবে। পরে মাতামহপক্ষেও তিল লইয়া দক্ষিণমুখ হইয়া পিতৃপক্ষের জায় আবাহন করিবে, :— "ও মাতামহান্ আবাহয়িষ্যে" বলিলে "ও আবাহয়" অমুক্তা

(ক) সামবেদী কার্যে কুশাসন দান নিম্নলিখিতরূপে করিবে :—জাহ্নপাতিয়া দৈবশ্রাদ্ধের হাতে জল দিয়া "ও পুণ্ডরিক" মাজবসো বিধেদেবা এতৎ বো দর্ভাসনং নম:" বলিয়া দৈবশ্রাদ্ধের ডানপাশে একটি সরল কুশপত্র দিবে। পরে পিতৃ শ্রাদ্ধের হাতে জল দিয়া "ও অমুক গোত্র পিতঃ অমুক, অমুক গোত্র পিতামহ অমুক, অমুকগোত্র প্রপিতামহ অমুক এতত্তে দর্ভাসনং ও যে চাক্রাস্তম্ বাংক তমহু তন্তে তে স্বধা" মন্ত্রে কুশের মোটক পিতৃ শ্রাদ্ধের বামপাশে দিবে। এইরূপ বাক্যে মাতামহ পক্ষের শ্রাদ্ধের হাতে পূর্বোক্ত একাধিক পোত্র ও নাম প্রভৃতি উল্লেখ করিয়া কুশের মোটক দিবে।

(খ) সামবেদীগণ অমরক যব ছড়াইয়া দিবে।

(গ) "ও আগচ্ছত ইত্যাদি স্থানে সামবেদীগণ "ও ওষধ: সমবদন্ত: সোমেন সং রাজা যস্মৈ কৃণোতি শ্রাদ্ধ তং রাজান্ পারয়ামসি" (বা ১২।১৬) অগ্নি মাজ করিবে কিন্তু আর মন্ত্র পড়িয়া যব ছড়াইবে না।

(ঘ) সামবেদীগণ "ও এত পিতর: সোম্যাসো গন্তীয়েতি: পশিতি: পুণ্ডরিক: দস্তামভাং ত্রিণেহ তজং ররিং চ ন: সর্কবীযং নিবাক্ত" [মো.ত্রা ২।৩.৫ পড়িয়া] "ও উপাস্তস্তা ইত্যাদি" মন্ত্রে আবাহন করিয়া করবোড়ে "ও আয়াস্ত ন: ইত্যাদি" অগ্নি করিয়া "ও অপহতাস্তা রক্ষাসি বেদিষধ:" মন্ত্রে পিতৃ শ্রাদ্ধে তিল প্রক্ষেপ করিবে। পরে মাতামহপক্ষেও এইরূপ করিবে।

পড়িলে “ও উশন্ত্বা ইত্যাদি” পড়িয়া “ও অপহতা ইত্যাদি” মন্ত্রে তিল ছড়াইয়া কৃতাজলী হইয়া “ও আয়াস্ত ইত্যাদি” মন্ত্র পড়িবে। পরে অর্ঘ্যদান। অগ্রে দৈবপক্ষে প্রকৃত-উত্তরীয় হইয়া উত্তরাগ্র জলরেখা করিয়া একগাছি কুশ উত্তরাগ্র করিয়া ঐ জলরেখা-ভূমিতে পাতিয়া তাহার উপর অর্ঘ্যপাত্র রাখিয়া পবিত্র অর্ঘ্য হইখানি সাগ্রকুশ কুশান্তরদ্বারা বেষ্টিত করিয়া “ও পবিত্রে হো বৈষ্ণব্যো” মন্ত্রে ঐ কুশের অগ্রভাগ প্রাদেশ পরিমাণে কাটিয়া লইবে (নখদ্বারা কাটিবে না); “ও বিষ্ণো মনসা পূতে স্বঃ” বলিয়া ঐ পবিত্রটি জলে ডুবাইয়া অর্ঘ্যপাত্রে রাখিবে। পরে “ও শং নো দেবীরতিষ্ঠয় আপো ভবন্ত পীতরে। শং যো রতিশ্রবন্ত নঃ” মন্ত্রে অর্ঘ্যপাত্রে একগণ্ড জল দিবে। পরে যব লইয়া “ও যবোহসি যবায়ান্দ দেবো যবায়ারাতীঃ” মন্ত্রে অর্ঘ্যপাত্রে যব ছড়াইয়া দিয়া অমন্ত্রক চন্দন, পুষ্প, দুর্কা, আতপ চাউল অর্ঘ্যপাত্রে দিয়া একগাছি কুশ আচ্ছাদন দিবে। পরে প্রাচীনাবীতী হইয়া পিতৃপক্ষের ব্রাহ্মণের সম্মুখে একটি দক্ষিণাগ্র জলরেখা করিয়া তাহার উপর দক্ষিণাগ্র করিয়া একটি সমূল সাগ্রকুশ পাতিয়া উহার মূলে একটি মধ্যে একটি ও অগ্রে একটি এই তিনটি অর্ঘ্যপাত্র স্থাপন করিয়া প্রতিবার “ও পবিত্রে হো বৈষ্ণব্যো” মন্ত্র পড়িয়া নখ ব্যতিরেকে এক একটি করিয়া তিনটি পবিত্রচ্ছেদন করিয়া প্রতিবার “ও বিষ্ণো মনসা পূতে স্বঃ” মন্ত্রে প্রত্যেক পবিত্র দ্বান করাইয়া অগ্রে পিতৃপাত্রের তার পর পিতামহপাত্রের তার পর প্রপিতামহপাত্রের যথাক্রমে পবিত্র রাখিয়া প্রতিবার “ও শন্নোদেবীরতিষ্ঠয় ইত্যাদি” মন্ত্র পড়িয়া পিতৃপাত্রাদিতে একএক গণ্ড জল দিবে। পরে তিল লইয়া “ও তিলোহসি সোমদেবতো গোসবে দেব নির্মিতঃ। ঐত্ৰবভিঃ প্রস্তঃ স্বধয়া পিতৃন ইমান্ লোকান্ গ্রীণয়াহি নঃ স্বাহা” ॥ মন্ত্রটি পড়িয়া তিনটি অর্ঘ্যপাত্র যথাক্রমে তিল দিয়া অমন্ত্রক গন্ধপুষ্প দুর্কা ও আতপ তণ্ডুল দিয়া একএক গাছি কুশদ্বারা তিনটি অর্ঘ্যপাত্র আচ্ছাদিত করিবে। পরে মাতামহপক্ষের ব্রাহ্মণের সম্মুখে একটি দক্ষিণাগ্র জলরেখা করিয়া তাহার উপর পূর্বের মত একগাছি সাগ্র সমূল কুশ পাতিয়া তাহার মূলে একটি মধ্যে একটি ও অগ্রে একটি এই তিনটি কদলীত্বকের দ্বারা

* অর্ঘ্যদানে গন্ধদানে ও অন্নদানে যজুর্বন্দী বাধ্যের সহিত সামবেদী কার্যে কিছু প্রভেদ আছে। সামবেদী কার্যের প্রভেদগুলি স্বাধ্যানে পৃথক করিয়া দেখান হইল। অর্ঘ্যদানে সামবেদী পক্ষে এইরূপ হইবে :--

অর্ঘ্যদান :—জল স্পর্শ করিয়া প্রথমে বৈব ব্রাহ্মণের সম্মুখে দক্ষিণাগ্র কুশের উপর একটি পাত্র, পরে পিতৃ পক্ষের ব্রাহ্মণের সম্মুখে দক্ষিণাগ্র কুশের উপর তিন পাত্র, শেষে মাতামহ পক্ষের ব্রাহ্মণের সম্মুখে দক্ষিণাগ্র কুশের উপর তিন পাত্র স্থাপন করিয়া দুই দুইটি কুশ লইয়া এক একটি পবিত্র করিয়া “ও পবিত্রে হো বৈষ্ণব্যো” মন্ত্রে নখ ব্যতিরেকে প্রাদেশ প্রমাণ কাটিয়া “ও বিষ্ণো মনসা পূতে স্বঃ” মন্ত্রে অভ্যক্ষণ করিয়া দৈবাদিক্রমে সাতটি পাত্র সাতটি পবিত্র রাখিয়া “ও শং নো দেবীরতিষ্ঠয় ইত্যাদি” পড়িয়া সাতটি পবিত্রে জল দিয়া “ও যবোহসি যবায়ান্দ দেবো যবায়ারাতীঃ” মন্ত্রে যব লইয়া তাহার উপর পবিত্র রাখিয়া “ও তিলোহসি ইত্যাদি” মন্ত্রে তিল ও মাতামহ পক্ষের প্রত্যেক অর্ঘ্যপাত্রের তিল দিবে; পরে দৈবাদিক্রমে সাতটি অর্ঘ্যপাত্রের অমন্ত্রক গন্ধপুষ্প দিয়া কুশাচ্ছাদিত করিয়া দৈবাদিক্রমে “ও অচ্ছিন্নমিদমর্ঘ্যপাত্রমন্ত্ৰ” বলিলে “ও অচ্ছিন্ন” ব্রাহ্মণ বলিলে আচ্ছাদন কুশ ফেলিয়া দিয়া অমন্ত্রক অর্ঘ্যপাত্রের পবিত্র অর্ঘ্যজল ও কুল দিয়া “ও শিরঃ ওভতি সর্গপাত্রেভ্যা নমঃ” বলিয়া অস্ত্র একটি ফলে পূজা করিয়া অর্ঘ্যপাত্র বাহ্যে রাখিয়া ডানহাত দিয়া ঢাকিয়া দৈব পক্ষে “ও যা দিবা আপঃ ইত্যাদি” মন্ত্রে অর্ঘ্যপাত্র সাতটিতে রাখিয়া বামহাতে দক্ষিণ বাহুল স্পর্শ করিয়া “ও পুরোরবো মন্ত্রবদো বিশ্বেদেবা এতদ্বোহ ধ্যাং নমঃ” মন্ত্রে ডানহাত দিয়া দৈব ব্রাহ্মণে অর্ঘ্য দিবে। পরে পতিতবাহকাজ ও দক্ষিণাস্য হইয়া ঐ রীতিতে পিতৃব্রাহ্মণে পবিত্রদান হইতে কুশ দিয়া দক্ষিণ বাহুল স্পর্শ করিয়া “ও অমুক গোত্র পিতঃ অমুক দেবপর্ণন এতদ্বোহ অধ্যং ও যে চাত্র ভামনুবাংচ ভমমু ভমৈ তে স্বধা” মন্ত্রে ডানহাত দিয়া পিতৃ ব্রাহ্মণে অর্ঘ্য দিয়া অবশিষ্ট জল সহিত পাত্রটি পূর্ব দানে রাখিবে। ঐ প্রকার পিতৃব্রাহ্মণে পিতামহের ও প্রপিতামহের; এবং মাতামহপক্ষব্রাহ্মণে মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতামহের অর্ঘ্যদান করিবে, কেবল নাম বহলাইয়া বলিবে প্রত্যেক অর্ঘ্য দিয়াই জল স্পর্শ করিবে। পরে পিতৃপাত্রের পিতামহ প্রপিতামহ মাতামহ প্রভৃতির জল ক্রমান্বয়ে লইয়া প্রপিতামহ পাত্র দ্বারা ঢাকিয়া নিজের বামে সমূল কুশের উপর “ও পিতৃভ্যাঃ স্থানমসি” বলিয়া বাহাতে পিতৃপাত্র উপরে থাকে সেই ভাবে উঠাইয়া রাখিবে।

স্থাপন করিয়া “ও পবিত্র হো বৈষ্ণবো” মন্ত্রে এক একটি করিয়া তিনটি পবিত্রাচ্ছদন করিয়া “ও বিষ্ণোর্মহেশা পুত্রে হঃ” বলিয়া পবিত্র তিনটি জলে ডুবাইয়া লইয়া অগ্রে মাতামহপাত্রে একটি পরে প্রমাতামহপাত্রে একটি ও বৃদ্ধপ্রমাতামহপাত্রে একটি পবিত্র দিয়া “ও শম্বোদেবী ইত্যাদি” মন্ত্রে মাতামহাদির তিনটি অর্ধপাত্রে একএক গন্ধুয জল দিয়া “ও তিলোহলি ইত্যাদি” মন্ত্রে মাতামহাদিক্রমে অর্ধপাত্র তিনটিতে তিল ছড়াইয়া দিয়া অমল্লক চন্দন পুষ্প দূর্কা ও আতপতণ্ডুল দিয়া এক এক গাছি কুশ দ্বারা তিনটি অর্ধপাত্র আচ্ছাদিত করিবে। পরে দৈবপক্ষে উত্তরমুখ ও প্রকৃত যজ্ঞোপবীত ও কৃতাজলি হইয়া “ও অচ্ছিদ্র-মিদমর্ষপাত্র-মস্ত” বলিলে “ও অস্ত” উত্তর পাইলে, আচ্ছাদন কুশটি ফেলিয়া দিয়া অর্ধপাত্রের পবিত্র লইয়া “ও পবিত্রং নমঃ” বলিয়া ব্রাহ্মণহস্তে পবিত্র দিয়া অস্ত্র জল লইয়া “ও জলান্তরং নমঃ” বলিয়া ব্রাহ্মণহস্তে জল দিয়া, একটি অস্ত্র পুষ্প লইয়া “ও পুষ্পান্তরং নমঃ” বলিয়া ব্রাহ্মণহস্তে পুষ্প দিয়া, “ও শিরঃপাণ্যাদিসর্বগাত্রেভ্যো নমঃ” বলিয়া অর্ধপাত্রের পুষ্প লইয়া ব্রাহ্মণহস্তে দিবে; পরে অর্ধপাত্রটি বামহস্ততলে রাখিয়া দক্ষিণহস্ততল দ্বারা ঢাকিয়া “ও যা দিব্যা আপঃ পরমঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে সৎকৃতঃ। না অস্ত্রবিক্ষা উত পার্শ্ববীর্ঘাঃ। হিরণ্যবর্ণা যজ্ঞিয়া স্তান আপঃ শংস্তোনা ভবন্ত” মন্ত্রটি পড়িয়া ত্রিপাত্র লইয়া “ও পুরোরবোমাদ্রবসো বিধেদেবাঃ এম বোহর্ষা নমঃ” বলিয়া দৈবপক্ষের ব্রাহ্মণে অর্ঘ্যদান করিয়া পাত্রটি যথা স্থানে রাখিবে। পরে দৈবব্রাহ্মণকে প্রদক্ষিণ ভাবে ঘুরিয়া দক্ষিণমুখ হইয়া পিতৃপক্ষে অর্ঘ্যদান যথা :— উত্তরায় কিরাইয়া কৃতাজলি হইয়া “ও অচ্ছিদ্রমিদমর্ষপাত্রমস্ত” বলিলে “ও অস্ত” উত্তর পাইলে আচ্ছাদন কুশটি ফেলিয়া দিয়া “ও পবিত্রং নমঃ” বলিয়া অর্ধপাত্রের পবিত্রটি লইয়া পিতৃপক্ষের ব্রাহ্মণের হস্তে দিয়া, অস্ত্র জল লইয়া “ও পুষ্পান্তরং নমঃ” বলিয়া ব্রাহ্মণের হস্তে দিয়া “ও শিরঃপাণ্যাদিসর্বগাত্রেভ্যো নমঃ” বলিয়া অর্ধপাত্রের পুষ্প লইয়া ব্রাহ্মণের হস্তে দিবে; পরে পিতার অর্ধপাত্রটি পূর্বের স্থায় বামহস্ততলে রাখিয়া দক্ষিণহস্তদ্বারা ঢাকিয়া “ও যা দিব্যা আপঃ পরমঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে পড়িয়া “ও বিষ্ণুঃ ও অমুক গোত্র পিতঃ অমুক দেবশর্মন্ [অমুক বর্ষন্ বা শুষ্ঠ] এবোহর্ষস্তভ্যং স্বধা” বলিয়া পিতৃব্রাহ্মণে অর্ঘ্যদান করিয়া অবশিষ্ট কিঞ্চিং জল অর্ধপাত্রে রাখিয়া পাত্রটি যেখানের সেইখানেই রাখিবে। এইরূপ পিতামহের : কৃতাজলি হইয়া “ও অচ্ছিদ্র-মিদমর্ষপাত্র-মস্ত” বলিলে “ও অস্ত” উত্তর পাইলে পরে আচ্ছাদন কুশটি ফেলিয়া দিয়া “ও পবিত্রং নমঃ” “ও জলান্তরং নমঃ” “ও পুষ্পান্তরং নমঃ” “ও শিরঃপাণ্যাদিসর্বগাত্রেভ্যো নমঃ” বলিয়া ব্রাহ্মণহস্তে পবিত্রাদি দিয়া, পূর্বের স্থায় বামহস্ততলে অর্ধপাত্রটি রাখিয়া দক্ষিণহস্তদ্বারা ঢাকিয়া “ও যা দিব্যা আপঃ ইত্যাদি” পূর্বোক্ত মন্ত্র পড়িয়া “ও বিষ্ণুঃ ও অমুক গোত্র পিতামহ অমুক দেবশর্মন্ এষঃ অর্ঘ্যঃ তুভ্যং স্বধা” বলিয়া ব্রাহ্মণে অর্ঘ্যদান করিয়া কিঞ্চিং অবশিষ্ট জলের সহিত অর্ধপাত্রটি যেখানের সেইখানে রাখিবে। এইরূপ প্রপিতামহের :— কৃতাজলি হইয়া “ও অচ্ছিদ্র-মিদমর্ষপাত্র-মস্ত” বলিলে “ও অস্ত” উত্তর পাইলে, আচ্ছাদন কুশটি ফেলিয়া দিয়া “ও পবিত্রং নমঃ, পুষ্পান্তরং নমঃ, শিরঃপাণ্যাদিসর্বগাত্রেভ্যো নমঃ” বলিয়া ব্রাহ্মণহস্তে পবিত্রাদি দিয়া বামহস্তে অর্ধপাত্র রাখিয়া দক্ষিণহস্তে আচ্ছাদিত করিয়া “ও যা দিব্যা আপঃ পরমঃ” ইত্যাদি পূর্বোক্ত মন্ত্র পড়িয়া “ও অমুক গোত্র প্রপিতামহ অমুক দেবশর্মন্ এষঃ অর্ঘ্যঃ তুভ্যং স্বধা” বলিয়া ব্রাহ্মণে দিয়া কিঞ্চিং অবশিষ্ট জলের সহিত অর্ধপাত্রটি যেখানের সেইখানেই রাখিয়া দিবে। পরে মাতামহপক্ষে অর্ঘ্যদান। মাতামহের :— কৃতাজলি হইয়া “ও অচ্ছিদ্রমিদমর্ষপাত্রমস্ত” বলিলে, “ও অস্ত” উত্তর পাইলে, আচ্ছাদন কুশটি ফেলিয়া দিয়া “ও পবিত্রং নমঃ” “জলান্তরং নমঃ” “পুষ্পান্তরং নমঃ” “শিরঃপাণ্যাদিসর্বগাত্রেভ্যো নমঃ” বলিয়া মাতামহ-ব্রাহ্মণহস্তে পবিত্রাদি দিবে। পূর্বের স্থায় অর্ধপাত্রটি বামহস্তে রাখিয়া দক্ষিণহস্তে ঢাকিয়া “ও যা দিব্যা ইত্যাদি” মন্ত্র পড়িয়া “ও বিষ্ণুঃ ও অমুক গোত্র মাতামহ অমুক দেবশর্মন্ এষঃ অর্ঘ্যঃ তুভ্যং স্বধা” বলিয়া মাতামহব্রাহ্মণে অর্ঘ্য দিয়া অবশিষ্ট কিঞ্চিং জলের সহিত অর্ধপাত্রটি যেখানকার সেইখানেই রাখিবে। পরে প্রমাতামহের :— কৃতাজলি হইয়া “ও অচ্ছিদ্রমিদমর্ষপাত্রমস্ত” বলিলে “ও অস্ত” উত্তর পাইলে আচ্ছাদিত কুশটি ফেলিয়া দিয়া “ও পবিত্রং নমঃ, জলান্তরং নমঃ, পুষ্পান্তরং নমঃ” বলিয়া অর্ধপাত্রের পবিত্র, অস্ত্র জল ও অস্ত্র পুষ্প ব্রাহ্মণে দিয়া “ও শিরঃপাণ্যাদিসর্বগাত্রেভ্যো নমঃ” বলিয়া অর্ধপাত্রের পুষ্প ব্রাহ্মণে দিবে। পরে অর্ধপাত্রটি বামহস্ততলে

রাধিয়া দক্ষিণহস্তে ঢাকিয়া “ওঁ যা দিব্যা আপঃ ইত্যাদি” মন্ত্র পড়িয়া “ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র প্রমাতামহ অমুক দেবশৰ্ম্ণন
নমঃ অর্থঃ তুভ্যাং স্বধা” বলিয়া ব্রাহ্মণে অৰ্ঘ্যদ্রব্য দিয়া অবশিষ্ট কিঞ্চিৎ জলের সহিত অৰ্ঘ্যপাত্রটি যেখানকার সেইখানেই রাখিবে।
পরে বৃদ্ধপ্রমাতামহের :—কৃতাজলি হইয়া “ওঁ অচ্ছিদ্রমিদমৰ্ঘপাত্রমস্ত” বলিলে “ওঁ অস্ত” উত্তর পাইলে আচ্ছাদন কুশটি ফেলিয়া
দিবে; পরে “ওঁ পবিত্রং নমঃ, জলাস্তরং নমঃ, পুষ্পাস্তরং নমঃ, শিরঃপাণ্যাদি-সৰ্গগাত্রেভ্যো নমঃ” বলিয়া ব্রাহ্মণহস্তে পবিত্রাদি
দিয়া পূর্বের স্তায় অৰ্ঘ্যপাত্রটি বামহস্তের উপর রাখিয়া দক্ষিণহস্তে ঢাকিয়া “ওঁ যা দিব্যা আপঃ ইত্যাদি” মন্ত্র পড়িয়া “ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ
অমুক গোত্র বৃদ্ধপ্রমাতামহ অমুক দেবশৰ্ম্ণন এষ অর্থঃ তুভ্যাং স্বধা” বলিয়া ব্রাহ্মণকে অৰ্ঘ্য দিয়া অবশিষ্ট জলের সহিত অৰ্ঘ্যপাত্রটি
যেখানকার সেইখানেই রাখিয়া দিবে। পরে মুজ্জীকরণ :—সমস্ত অৰ্ঘ্যপাত্রের জল পিতার অৰ্ঘ্যপাত্রে রাখিয়া প্রপিতামহপাত্র
দ্বারা পিতৃপাত্রটি আচ্ছাদিত করিয়া পিতৃপাত্র যাহাতে উপরে থাকে সেইভাবে “ওঁ পিতৃভাত্মানমসি” বলিয়া শ্রাদ্ধ কৰ্ত্তার
হামদিকে রাখিবে। পরে গন্ধাদিপঞ্চকদান। প্রকৃত উত্তরীয় ও উত্তর মুখ হইয়া দৈবপক্ষের ব্রাহ্মণের সম্মুখে একটি
কলাখোলার ডুলী পাতিয়া তাহাতে দুইখানি বস্ত্র তুলসী বৃক্ষ চন্দন এবং পুষ্প দিবে, আর ধূপ দীপ জালিয়া ধূপদীপ আধারে
রাখিয়া গন্ধাদি পঞ্চকের পাত্রটি উপড় বাম হস্তে ধরিয়া “এতেভ্যো গন্ধাদিপঞ্চকেভ্যো নমঃ” বলিয়া কুশবারি প্রোক্ষণ করিয়া
একটি ত্রিপদ দক্ষিণ হস্তে কোশার জলে ধরিয়া “ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ পুরোরবোমাদ্রবসৌ বিষেদেবাঃ এতানি গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপ-
বাঙ্গাংসি বো নমঃ” বলিয়া নিবেদন করিয়া তুলসী পত্রের সহিত চন্দনটি “এষঃ বো গন্ধঃ” বলিয়া দৈবব্রাহ্মণে দিবে।
পুষ্প লইয়া “এতদ্ বঃ পুষ্পং” বলিয়া দৈব ব্রাহ্মণে দিবে। “এষঃ বো ধূপঃ” “এষঃ বো দীপঃ” “এতদ্ বঃ
আচ্ছাদনং” বলিয়া প্রত্যেকটি দৈবব্রাহ্মণে দিবে। পিতৃপক্ষে গন্ধাদিপঞ্চক দান। দৈবপক্ষের ব্রাহ্মণকে প্রদক্ষিণ ভাবে
ঘুরিয়া আসিয়া দক্ষিণমুখ ও প্রাচীনাবীতী হইয়া পিতৃপক্ষের ব্রাহ্মণের সম্মুখে একটি লম্বা করিয়া জলরেখা
দিয়া তাহার মূলে পিতৃপাত্র মধ্যে পিতামহপাত্র ও অগ্রে প্রপিতামহ পাত্র স্থাপন করিয়া প্রত্যেক পাত্রেই এক একখানি
বস্ত্র, তুলসী করিয়া চন্দন পুষ্প দিয়া এবং ধূপদীপ জালিয়া নিকটে রাখিয়া চিৎবামহস্তে পিতৃপাত্র ধরিয়া “এতেভ্যো
গন্ধাদিপঞ্চকেভ্যো নমঃ” বলিয়া কুশবারি প্রোক্ষণপূর্বক কোশার জলে দক্ষিণহস্তে মোটক ধরিয়া (১) “ওঁ বিষ্ণুঃ অমুক-গোত্র
পিতঃ অমুক দেবশৰ্ম্ণন এতানি তে গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপাচ্ছাদনানি তুভ্যাং স্বধা” বলিয়া মোটকটি পিতৃতীর্থে গন্ধাদিপঞ্চকের
উপর দিবে; পরে “এষঃ তে ধূপঃ” “এষঃ তে গন্ধঃ” “এতন্তে পুষ্পং” “এষঃ তে দীপঃ” “এতন্তে আচ্ছাদনং” বলিয়া
প্রত্যেকটি পিতৃব্রাহ্মণে দিবে। এইরূপ পিতামহের অৰ্ঘ্যপাত্র চিৎবাম হস্তে ধরিয়া “এতেভ্যো গন্ধাদিপঞ্চকেভ্যো নমঃ”
বলিয়া কুশবারি প্রোক্ষণ করিয়া কোশার জলে মোটক ধরিয়া “ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ অমুকগোত্র পিতামহ অমুক দেবশৰ্ম্ণন
এতানি তে গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপাচ্ছাদনানি তুভ্যাং স্বধা” বলিয়া মোটকটি পিতৃতীর্থে গন্ধাদিপঞ্চকের উপর দিবে, পরে
“এষঃ তে গন্ধঃ, এতন্তে পুষ্পং, এষঃ তে ধূপঃ, এষঃ তে দীপঃ, এতন্তে আচ্ছাদনং” বলিয়া গন্ধাদিপঞ্চক পিতৃব্রাহ্মণে
তুলিয়া দিবে। এইরূপ প্রপিতামহের গন্ধাদিপঞ্চক চিৎবামহস্তে ধরিয়া “এতেভ্যো গন্ধাদিপঞ্চকেভ্যো নমঃ” বলিয়া
কুশবারি প্রোক্ষণ করিয়া দক্ষিণহস্তে কোশার জলে মোটক ধরিয়া “ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র প্রপিতামহ অমুক
দেবশৰ্ম্ণন এতানি তে গন্ধপুষ্পধূপদীপাচ্ছাদনানি তুভ্যাং স্বধা” বলিয়া পিতৃতীর্থে মোটক নিক্ষেপ করিয়া “এষঃ
তে গন্ধঃ, এতন্তে পুষ্পং, এষঃ তে ধূপঃ, এষঃ তে দীপঃ, এতন্তে আচ্ছাদনং” বলিয়া প্রত্যেকটি পিতৃব্রাহ্মণে তুলিয়া দিবে।
পরে মাতামহপক্ষে গন্ধাদিপঞ্চকদান। মাতামহ পক্ষের ব্রাহ্মণের সম্মুখে লম্বা একটি জলরেখা দিয়া তাহার

(১) এই স্থান হইতে গন্ধাদিদানে সামবেদী পক্ষে কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে তাহা লিখিত হইল। এই স্থান হইতে সামবেদী কার্যে এইরূপ
হইবে :—“ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র পিতঃ অমুক, অমুকগোত্র পিতামহ অমুক, অমুকগোত্র প্রপিতামহ অমুক, এতানি তে গন্ধপুষ্প-ধূপদীপা-
চ্ছাদনানি ওঁ যে চাত্র স্বাস্থ্যং স্বমহু তস্মৈ তে স্বধা” মন্ত্র উৎসর্গ করিয়া “এষঃ তে গন্ধঃ, এতন্তে পুষ্পং, এষঃ তে ধূপঃ, এষঃ তে দীপঃ,
এতন্তে আচ্ছাদনং” বলিয়া পিতৃ ব্রাহ্মণে দিবে। এই প্রকার মাতামহপক্ষে হইবে।

মুখে মধ্যে ও অগ্রে তিনটি ডুদী বসাইয়া প্রত্যেক ডুদীতে একখানি করিয়া বস্ত্র, একপত্র তুলসীতে একটু চন্দন ও পুষ্প দিবে; ধূপ ও দীপ জালিয়া নিকটে রাখিয়া মাতামহ পাত্রটি চিৎবাম হস্তে ধরিয়া “এতেভ্যো গন্ধাদিপঞ্চকেভ্যো নমঃ” বলিয়া কুশবারি প্রোক্ষণ করিয়া দক্ষিণহস্তে কোশার জলে মোটক ধরিয়া “ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ অমুকগোত্র মাতামহ অমুকদেবশৰ্মন (বা অমুক বৰ্মন) এতানি গন্ধপুষ্পধূপদীপাচ্ছাদনানি তুভ্যং স্বধা” বলিয়া মোটকটি গন্ধাদিপঞ্চকের উপরে পিতৃতীর্থদ্বারা নিক্ষিপ্ত করিয়া “এষঃ তে গন্ধঃ, এতন্তে পুষ্পঃ, এষঃ তে ধূপঃ, এষঃ তে দীপঃ, এতন্তে আচ্ছাদনং” বলিয়া প্রত্যেক মাতামহপঞ্চকের ব্রাহ্মণে তুলিয়া দিবে। পরে প্রমাতাহের গন্ধাদিপঞ্চকের পাত্র চিৎবামহস্তে ধরিয়া “এতেভ্যো গন্ধাদি পঞ্চকেভ্যো নমঃ” বলিয়া কুশবারি প্রোক্ষণ করিয়া দক্ষিণহস্তে কোশার জলে মোটক ধরিয়া “ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র প্রমাতামহ অমুকদেবশৰ্মন (বা অমুক বৰ্মন) এতানি গন্ধপুষ্পধূপদীপাচ্ছাদনানি তুভ্যং স্বধা” বলিয়া মোটকটি গন্ধাদিপঞ্চকের উপরে পিতৃতীর্থদ্বারা নিক্ষিপ্ত করিবে। পরে “এষঃ তে গন্ধঃ,” “এতন্তে পুষ্পঃ” “এষঃ তে ধূপঃ,” “এষঃ তে দীপঃ,” “এতন্তে আচ্ছাদনং” বলিয়া প্রত্যেকটি ব্রাহ্মণে তুলিয়া দিবে। পরে বৃদ্ধপ্রমাতামহের গন্ধাদিপঞ্চকের পাত্র চিৎবামহস্তে ধরিয়া “ওঁ এতেভ্যো গন্ধাদি পঞ্চকেভ্যো নমঃ” বলিয়া দক্ষিণহস্তে কুশবারি প্রোক্ষণ করিয়া দক্ষিণহস্তে কোশার জলে মোটক ধরিয়া “ওঁ বিষ্ণুঃ অমুকগোত্র বৃদ্ধপ্রমাতামহ অমুক দেবশৰ্মন বা বৰ্মন বা গুপ্ত! এতানি তে গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপাচ্ছাদনানি তুভ্যং স্বধা” বলিয়া পূর্বের ভ্রাতৃ মোটক নিক্ষেপ করিয়া “এষঃ তে গন্ধঃ,” “এতন্তে পুষ্পঃ,” “এষঃ তে ধূপঃ,” “এষঃ তে দীপঃ,” “এতন্তে আচ্ছাদনং” বলিয়া প্রত্যেকটি ব্রাহ্মণে তুলিয়া দিবে। পরে অগ্রে দৈবপক্ষে কৃতাজলি হইয়া উত্তরাভিমুখে প্রকৃত উত্তরীয় হইয়া “ওঁ গন্ধাদিদানমিদং অচ্ছিন্নমস্ত” বলিলে “ওঁ অস্ত” উত্তর ব্রাহ্মণ বলিবে। পরে দৈবব্রাহ্মণকে প্রদক্ষিণভাবে ঘুরিয়া আসিয়া উত্তরীয় ফিরাইয়া দক্ষিণমুখ হইয়া কৃতাজলি হইয়া পিতৃপক্ষের ব্রাহ্মণের নিকট “ওঁ গন্ধাদি দানমিদং অচ্ছিন্নমস্ত” বলিলে “ওঁ অস্ত” উত্তর ব্রাহ্মণ বলিবে। এইরূপ মাতামহপক্ষে “ওঁ গন্ধাদি-দানমিদং অচ্ছিন্নমস্ত” বলিলে “ওঁ অস্ত” উত্তর ব্রাহ্মণ বলিবে। পরে অন্নদান :- দৈবপক্ষে উত্তরাভিমুখ ও প্রকৃত উত্তরীয় হইয়া দৈবব্রাহ্মণের সম্মুখে ঈশানকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণবর্তে একটি চতুষ্কোণ মণ্ডল করিয়া দৈবব্রাহ্মণকে প্রদক্ষিণ ভাবে আসিয়া উত্তরীয় ফিরাইয়া দক্ষিণমুখ হইয়া পিতৃপক্ষের ব্রাহ্মণের সম্মুখে নৈঋতকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া বেশ বড় করিয়া বামবর্তে ব্রহ্মদ্বারা একটি চতুষ্কোণ মণ্ডল করিবে, পরে মাতামহ ব্রাহ্মণের সম্মুখেও নৈঋত ক্রমে বামাবর্তে ব্রহ্মদ্বারা এক চতুষ্কোণ মণ্ডল করিবে। পরে “ওঁ ভোজনপাত্রমহং পাতয়িষ্যে” বলিয়া অন্নজ্বা লইবে, “ওঁ পাতয়” এই উত্তর ব্রাহ্মণ বলিলে পরে, অগ্রে দৈবপক্ষের রেখার উপর একটি পাত্র পাতিয়া পিতৃপক্ষে ও মাতামহপক্ষে রেখার উপর এক এক খানি কাঁরয়া দুইটি পাতা পাতাবে (১)। পরে অগ্নৌকরণ :- দৈবপক্ষের ব্রাহ্মণের সম্মুখে একটি তাম্রাদিপাত্র জল রাখিয়া দ্ব্যংসযুক্ত গল্প বা আতপতগুল লইয়া “ওঁ অগ্নৌকরণমহং করিষ্যে” [সামবেদী পক্ষে-ওঁ অগ্নৌ করিণ্যামি] এইকথা পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলে, “ওঁ কুরুষ” এই উত্তর ব্রাহ্মণ দিলে “ওঁ অগ্নয়ে কবাবাহনায় স্বাহা” বলিয়া উহা ঐ জলে দিবে, “ওঁ সোমায় পিতৃমতে স্বাহা” বলিয়া উহা আর একবার ঐ জলে দিয়া অমন্তক দুইবার ঐ জলে নিক্ষেপ করিয়া ঐ হতশেষ সন্নত অন্ন দৈবপক্ষের পাত্রে দুইবার ও পিতৃপক্ষের পাত্রে তিনবার এবং মাতামহপক্ষের পাত্রে তিনবার দিবে। পরে দৈবপক্ষের অন্নপাত্রে উপড়ভাবে দুইহাত রাখিয়া “ওঁ পৃথিবী তে পাত্রং দৌঃ পিধানং ব্রাহ্মণস্য মুখে অমৃতং অমৃত জুহোমি স্বাহা” এইমন্ত্র পড়িয়া পিতৃপক্ষে ও মাতামহপক্ষে অন্নপাত্রের উপর চিৎভাবে হস্তদ্বয় রাখিয়া “ওঁ পৃথিবী তে ইত্যানি পূর্বোক্ত মন্ত্র এক একবার পড়িবে। পরে অগ্রে দৈবপক্ষে, তাহার পর পিতৃপক্ষে, শেষে মাতামহপক্ষের অন্নপাত্রে অন্নব্যঞ্জন বা আমাশ উপকরণাদি স্বয়ং বা স্ত্রী পরিবেশন করিয়া দিয়া সর্বত্র জল দিবে। [দৈবপক্ষে দুইভাগ, পিতৃপক্ষে তিন ভাগ]

পিতামহপক্ষে তিনভাগ অন্নব্যঞ্জনাদি বা আহার উপকরণাদি দিবে]। (১)। পরে দৈবপক্ষের অন্নপাত্র উপড় বামহস্তে ধরিয়া দক্ষিণহস্তে কোশার জলে কুশ ধরিয়া “এতৎসর্বং হবিঃ শ্রীবিষ্ণো হব্যমিদং রক্ষস্ব” বলিয়া কুশবারি অভ্যক্ষণ করিয়া “ও ইদং বিষ্ণু বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্। সমুচমস্য পাত্ংস্তরে” এইমন্ত্র পড়িয়া অন্নপাত্রের উপর চিত্তভাবে অজুষ্ঠস্থাপন করিবে; পরে “ও অপহতা অমুরা রক্ষাসি বেদিষদঃ” বলিয়া যব ছড়াইয়া ত্রাক্ষণে এক গণ্ডুষ জল দিয়া গায়ত্রী পড়িয়া কোশার জলে ত্রিপদ ধরিয়া “ও বিষ্ণুরে। পুরোঃবোমাদ্রবসৌ বিখেদেবাঃ ইদমাম্নঃ স্তুতাত্যাপকরণসহিতং সযবোদকং বো নমঃ” বলিয়া উৎসর্গ করিয়া বন্ধাজলি হইয়া “ইদং অন্নং, ইমাঃ আপঃ, ইদং হবিঃ এতানি উপকরণানি যথাস্থং বাগ্‌যতাঃ স্বদত” বলিয়া ত্রাক্ষণহস্তে এক গণ্ডুষ জল দিবে। পরে দৈবত্রাক্ষণকে দক্ষিণভাবে ঘুরিয়া দক্ষিণাভিমুখে উত্তরীয় কিরাইয়া পিতৃপক্ষের অন্নপাত্র চিংবামহস্তে ধরিয়া দক্ষিণহস্তে কোশার জলে কুশ ধরিয়া “এতৎসর্বং হবিঃ শ্রীবিষ্ণো হব্যমিদং রক্ষস্ব” বলিয়া অভ্যক্ষণ করিয়া “ও ইদং বিষ্ণু বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্। সমুচমস্য পাত্ংস্তরে” বলিয়া অন্নপাত্রের উপর চিংভাবে অজুষ্ঠস্থাপন করিয়া “ও অপহতা অমুরা রক্ষাসি বেদিষদঃ” বলিয়া পিতৃপক্ষের অগ্নে তিল দিয়া ত্রাক্ষণে এক গণ্ডুষ জল দিয়া গায়ত্রী পড়িয়া দক্ষিণহস্তে কোশার জলে মোটক ধরিয়া “ও বিষ্ণুরে। অমুকগোত্র পিতঃ অমুক দেবশর্শন ইদমাম্নঃ স্তুতাত্যাপকরণসহিতং সতিলোদোকং তুভ্যং স্বধা” বলিয়া পিতৃতীর্থে মোটক নিক্ষেপ পূর্বক উৎসর্গ করিয়া ছোড়াহাত করিয়া “ইদং অন্নং, ইমাঃ আপঃ, ইদং হবিঃ, এতানি উপকরণানি যথাস্থং বাগ্‌যতাঃ স্বদত” বলিয়া প্রত্যেক দ্রব্য দেখাইয়া পিতৃপক্ষের ত্রাক্ষণের হস্তে এক গণ্ডুষ জল দিবে। এইরূপে পিতামহ ও প্রপিতামহের জ্ঞাত ও অন্ন উৎসর্গ করিবে। পবে মাতামহপক্ষে অন্নউৎসর্গ। অন্নপাত্র চিং বাম হস্তে ধরিয়া দক্ষিণহস্তে কোশারজলে কুশ ধরিয়া “এতৎ সর্বং হবিঃ শ্রীবিষ্ণো হব্যমিদং রক্ষস্ব” বলিয়া অভ্যক্ষণ করিয়া “ও ইদং বিষ্ণু বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্। সমুচমস্য পাত্ংস্তরে” বলিয়া অন্নপাত্রের উপর চিংভাবে অজুষ্ঠস্থাপন করিয়া “ও অপহতা অমুরা রক্ষাসি বেদিষদঃ” বলিয়া মাতামহপক্ষের অগ্নে তিল ছড়াইয়া দিয়া গায়ত্রী পড়িয়া দক্ষিণহস্তে কোশার জলে মোটক ধরিয়া “ও বিষ্ণুরে। অমুকগোত্র মাতামহ অমুক দেবশর্শন ইদং আম্নঃ স্তুতাত্যাপকরণসহিতং সতিলোদোকং তুভ্যং স্বধা” বলিয়া পিতৃতীর্থে মোটক নিক্ষেপপূর্বক উৎসর্গ করিয়া ছোড়াহাত করিয়া “ও ইদং অন্নং, ইমাঃ আপঃ, ইদং হবিঃ, এতানি উপকরণানি যথাস্থং বাগ্‌যতাঃ স্বদত” বলিয়া প্রত্যেক দ্রব্য দেখাইয়া মাতামহপক্ষের ত্রাক্ষণের হস্তে একগণ্ডুষ জল দিবে। এইরূপে প্রমাতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতামহ পক্ষে অন্ন উৎসর্গ করিবে। পরে “ও

(১) এই স্থান হইতে অন্নদানে সামবেদী পক্ষে সে প্রভেদ আছে তাহা দেখান হইতেছে। সামবেদী পক্ষে—দৈববিচক্রমে বামহস্তে অন্নপাত্র ধরিয়া উহার সহিত জল দিয়া দৈবপক্ষে—“ও বিষ্ণো হব্যমিদং রক্ষস্ব”; পিতৃদি পক্ষে—“ও হব্যমিদং রক্ষস্ব” পড়িয়া “ও ইদং বিষ্ণু বিচক্রমে ইত্যাদি” পড়িয়া “ইদং অন্নং, ইমাঃ আপঃ, ইদং হবিঃ” বলিয়া অন্নদিতে অজুষ্ঠমাত্র স্পর্শ করিবে। পরে দৈবপক্ষের অগ্নে বিনা মন্ত্রে যব ছড়াইবে। পিতৃ ও মাতামহ পক্ষের অগ্নে “ও অপহতাসুরা রক্ষাসি বেদিষদঃ” বলিয়া তিল ছড়াইবে ও দৈবাদিক্রমে ত্রাক্ষণকে জল দিয়া অগ্নে মধু দিয়া গায়ত্রী পড়িয়া “ও মধুবাভা ইত্যাদি” তিন মন্ত্র পড়িয়া “ও মধু মধু মধু” বলিবে। পরে উক্তঃমুখে পাতিত দক্ষিণ জাম ও উপড় বামহস্তে দৈব-অন্নপাত্র ধরিয়া দৈবত্রাক্ষণে জল দিয়া “ও পুরোঃবো মাদ্রবসৌ বিখেদেবাঃ এতদোন্নং সোপকরণং সযবদকং নমঃ” বলিয়া ইদমন্নং, ইমাঃ আপঃ, ইদং হবিঃ, এতানি উপকরণানি যথাস্থং বাগ্‌যতাঃ স্বদতাম্” বলিবে। পরে দক্ষিণমুখে পাতিত বামজাম ও চিং বামহস্তে অন্নপাত্র ধরিয়া পিতৃত্রাক্ষণে জলগণ্ডুষ দিয়া, অগ্নে জল-প্রাক্ষণ দিয়া “ও ইদং বিষ্ণু বিচক্রমে ইত্যাদি” পড়িয়া “ও অমুক গোত্র পিতঃ অমুক, অমুকগোত্র পিতামহ অমুক, অমুকগোত্র প্রপিতামহ অমুক একত্রে অন্নং সোপকরণং ও সোচাঃ মমস্য বাগ্‌যতাঃ সন্ততঃ তুভ্যে তে স্বধা” বলিয়া উৎসর্গান্তে “ইদমন্নং, ইমাঃ আপঃ, ইদং হবিঃ, এতানি উপকরণানি যথাস্থং বাগ্‌যতাঃ স্বদতাম্” পড়িয়া পিতৃত্রাক্ষণে জল দিয়া অগ্নে মধু দিয়া গায়ত্রী পড়িয়া “ও মধুবাভা ইত্যাদি” মন্ত্রত্রয় পড়িয়া “ও মধু মধু মধু” বলিবে। এইরূপে সমস্ত মাতামহপক্ষে অন্নদানে করিবে। পরে কৃতাজলি হইয়া “ও অন্নহীনং ক্রিয়াহীনং, বিধিহীনকং স্বদতং। তৎ সন্মম্বিতমন্ত্র” পড়িবে। পরে গায়ত্রী পাঠান্তে “ও মধুবাভা ইত্যাদি” তিন মন্ত্র পড়িয়া “ও মধু মধু মধু” বলিয়া “ও যজ্ঞেযোঃ হবা সন্ততঃ কব্য। ভোক্তব্যং যজ্ঞা হিরির্যয়োজ। তৎসন্নিধানাদপযান্ত সন্ধ্যো রক্ষাস্তঃ। শেযান্তহরাস্ত সর্বং। ও যোগীশ্বরঃ ইত্যাদি” জামা মন্ত্র পড়িবে।

লোকায় স্থায় তস্য ॥” এই মন্ত্র পড়িবে। পরে অগ্নে দৈবপক্ষের ব্রাহ্মণে, তারপর পিতৃপক্ষের ব্রাহ্মণে, তারপরে মাতামহ-
পক্ষের ব্রাহ্মণে প্রত্যেককে এক এক গজুর জল দিয়া দৈবপক্ষে “ও কুচিৎ” প্রশ্ন করিলে “ও কুচিৎ” উত্তর ব্রাহ্মণ
বলিবে। পরে পিতৃপক্ষে “ও তুভ্যাহ” এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে “তুভ্যাহ” ব্রাহ্মণ বলিলে “শেষময়মপ্যন্তি” ব্রাহ্মকর্তা
বলিবে, “ইষ্টেভ্যো যথাস্থং বিনিযুক্ত্যাম্” ব্রাহ্মণেরা বলিবে। পরে ব্রাহ্মকর্তা “পিণ্ডদানমহং করিষ্যে” প্রশ্ন করিলে
“ও কুক্ষু” উত্তর ব্রাহ্মণে বলিবে। পরে পিণ্ডদানের রেখাকরণ :- “ও নিহ্মি সর্বং যদমেধ্যবত্বেৎ, হতাশ্চ সর্বৈহস্রদানবা
ময়া। রক্ষাংসি যক্ষাঃ সপিশাচসংখা, হতাময়া যাতুধানশ্চ সর্বৈঃ ॥” মন্ত্রটি তিনবার পড়িয়া পিতৃপক্ষ ব্রাহ্মণের সম্মুখে তিনটি চতুর্ভুজ
মণ্ডল করিবে। [নৈঋতকোণে হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্বদিকে রেখাটি সমাপ্ত করিবে; অগ্নে একটি চতুর্ভুজ তার
দক্ষিণে আর একটি, তার দক্ষিণে আর একটি] এইরূপে পিতৃপক্ষের পশ্চিমে মাতামহপক্ষের ব্রাহ্মণের সম্মুখে প্রত্যেকবার
“ও নিহ্মি ইত্যাদি” মন্ত্র পড়িয়া যথাক্রমে তিনটি চতুর্ভুজ মণ্ডল করিবে। পরে সমূল দুইগাছি কুশ দক্ষিণ ও বামহস্তের
অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকার ধরিয়া “ও অপহতা অসুরা রক্ষাংসি বেদিবদঃ” ও “ও নিহ্মি সর্বং ইত্যাদি” এই দুই মন্ত্র পড়িয়া অগ্নে
পিতৃপক্ষের মণ্ডলের উপর দুইটি দক্ষিণাংশরেখা করিবে; পরে মাতামহপক্ষেরও মণ্ডলের উপর ঐ দুই মন্ত্রে দুইটি রেখা
করিয়া ঐ দুই পক্ষের রেখার জল অভ্যক্ষণ দিয়া, বামনীবী ধরিয়া পিণ্ডস্থান উৎসর্গ করিবে, যথা : একটি মোটক দক্ষিণ
হস্তে কোশার জলে ধরিয়া “ও বিষ্ণুঃ ও অমুক গোত্র পিতঃ অমুক দেবশর্মন্ (বর্মন্ শুশ্র বা : এতদবনেনিক্, তুভ্যং স্বধা”
বলিয়া পিতৃপক্ষের প্রথম মণ্ডলটির উপর পিতৃতীর্থ দ্বারা নিক্ষেপ করিবে। এইরূপ “ও বিষ্ণুঃ ও অমুক গোত্র পিতামহ অমুক
দেবশর্মন্ এতদবনেনিক্, তুভ্যং স্বধা। ও বিষ্ণুঃ ও অমুক গোত্র প্রপিতামহ অমুক দেবশর্মন্ এতদবনেনিক্, তুভ্যং স্বধা।
ও বিষ্ণুঃ ও অমুক গোত্র মাতামহ অমুক দেবশর্মন্ এতদবনেনিক্, তুভ্যং স্বধা। ও বিষ্ণুঃ ও অমুক গোত্র প্রমাতামহ অমুক
দেবশর্মন্ এতদবনেনিক্, তুভ্যং স্বধা। ও বিষ্ণুঃ ও অমুক গোত্র বৃদ্ধপ্রমাতামহ অমুক দেবশর্মন্ এতদবনেনিক্, তুভ্যং স্বধা”
বলিয়া প্রত্যেক মণ্ডলের উপর একটি সজল মোটক নিক্ষেপ করিয়া ঐ বেগার উপর (অগ্নে পিতৃপক্ষে পবে মাতামহপক্ষে)
সমূল কুশ কতকগুলি আন্তরণ দিবে। পরে “ও অপহতা অসুরা রক্ষাংসি বেদিবদঃ” বলিয়া ঐ আন্ত্র ৩ কুশের উপর তিল
ছড়াইয়া দিবে। পরে পিণ্ডদান। সকল অন্ন বাজ্ঞন বা আমায় উপকরণ সমস্ত একপাত্রে করিয়া বিলম্বমান ছয়টি পিণ্ড প্রস্তুত
করিবে। প্রত্যেক পিণ্ডে তিল জল ও মোটক দিবে। পরে ঐ পিণ্ড হইতে একটি পিণ্ড দক্ষিণহস্তে লইয়া “ও মধুবাতা ইত্যাদি”
তিনটি মন্ত্র পড়িয়া “ও বিষ্ণুঃ ও অমুক গোত্র পিতঃ অমুক দেবশর্মন্ (বর্মন্ শুশ্র বা) এতৎ পিণ্ডং সতিলোদকং বা সতিল-
গলোদকং তুভ্যং স্বধা” বলিয়া পিতৃপক্ষের প্রথম মণ্ডলের উপর কুশমূলে নিক্ষেপ করিবে। আর একটি পিণ্ড লইয়া “ও
মধুবাতা ইত্যাদি” পড়িয়া “ও বিষ্ণুঃ ও অমুক গোত্র পিতামহ অমুক দেবশর্মন্ এতৎ পিণ্ডং সতিলোদকং তুভ্যং স্বধা” বলিয়া
মধ্যস্থিত মণ্ডলের উপর কুশমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া, অপর আর একটি পিণ্ড লইয়া “ও মধুবাতা ইত্যাদি” পড়িয়া “ও বিষ্ণুঃ ও
অমুক গোত্র প্রপিতামহ অমুক দেবশর্মন্ এতৎ পিণ্ডং সতিলোদকং তুভ্যং স্বধা” বলিয়া শেষের মণ্ডলের উপর নিক্ষেপ
করিবে। পরে মাতামহপক্ষে পিণ্ডদান। তিল জল তুলসী ও মোটকসহ একটি পিণ্ড দক্ষিণহস্তে লইয়া “ও মধুবাতা
ইত্যাদি” পড়িয়া “ও বিষ্ণুঃ ও অমুক গোত্র মাতামহ অমুক দেবশর্মন্ এতৎ পিণ্ডং সতিলোদকং তুভ্যং স্বধা” বলিয়া
মাতৃপক্ষের মণ্ডলের উপর কুশমূলে দিবে। ঐরূপে দ্বিতীয় পিণ্ড লইয়া “ও মধুবাতা ইত্যাদি” পড়িয়া “ও বিষ্ণুঃ
ও অমুক গোত্র প্রমাতামহ অমুক এতৎ পিণ্ডং সতিলোদকং তুভ্যং স্বধা” বলিয়া মধ্যভাগে পিণ্ড দিয়া, শেষ পিণ্ডটি
লইয়া “ও মধুবাতা ইত্যাদি” পড়িয়া “ও বিষ্ণুঃ ও অমুক গোত্র বৃদ্ধপ্রমাতামহ অমুক এতৎ পিণ্ডং সতিলোদকং তুভ্যং স্বধা”
বলিয়া অন্তঃভাগে পিণ্ড দিবে। পরে অবশিষ্ট অন্নাদি লইয়া উত্তর পক্ষের পিণ্ডের চারিদিকে অমন্ত্রক নিক্ষেপ করিয়া আন্ত্র
কুশ হইতে একগাছি কুশ বামহস্তে ধরিয়া “ও লেপভূজঃ পিতরঃ ক্রীয়াস্তাম্” বলিয়া ঐ কুশদ্বারা দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠ লগ্ন অন্ন
প্রপিতামহ পিণ্ডে দিবে। পরে কৃতান্তুলি হইয়া “ও অন্ন পিতরো মাদয়ধ্বং যথা ভাগমাব্যায়ধ্বম্” পড়িয়া উত্তরাভিমুখ হইয়া

প্রাণবায়ুর সংযমন করিয়া “ওঁ বসন্তার নমস্তভ্যং, গ্রীষ্মার চ নমো নমঃ। বর্ষাভ্যশ্চ শরৎসংজ্ঞা ঋতবে চ নমঃ সদা॥ হেমন্তার নমস্তভ্যং, নমস্তে শিশিরার চ। মাস-সংবৎসরেভ্যশ্চ, দিবসেভ্যো নমো নমঃ॥” “ওঁ ষড়্ভ্যঃ ঋতুভ্যো নমঃ” বলিয়া দক্ষিণাভিমুখ হইয়া “ওঁ অসীমদন্ত পিতরো যথাভাগমাবুনারিবত” বলিয়া ঋস ত্যাগ করিবে। পরে শিশুপাত্রে একটু জল দিয়া তাহাতে ছয়টি মোটক রাখিয়া উহার এক একটি মোটক ধরিয়া “ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র পিতঃ অমুক দেবশর্শ্বন্ এতদবনেজনং তুভ্যং স্বধা। এতন্তে প্রত্যবনেজনং” বলিয়া জলযুক্ত মোটক পিতৃ পিণ্ডের উপর পিতৃতীর্থ দ্বারা দিবে। পরে আর একটি মোটক লইয়া “ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র পিতামহ অমুক দেবশর্শ্বন্ এতদবনেজনং তুভ্যং স্বধা এতন্তে প্রত্যবনেজনং” বলিয়া সজল মোটকটি পিতামহের পিণ্ডের উপর দিবে। পরে আর একটি মোটক লইয়া “ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র প্রপিতামহ অমুক দেবশর্শ্বন্ এতদবনেজনং তুভ্যং স্বধা এতন্তে প্রত্যবনেজনং” বলিয়া সজল মোটকটি প্রপিতামহের পিণ্ডের উপর দিবে। ঐরূপ মাতামহপক্ষেও এক একটি মোটক লইয়া “ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র মাতামহ অমুক দেবশর্শ্বন্ এতন্তে অবনেজনং তুভ্যং স্বধা, এতন্তে প্রত্যবনেজনং” বলিয়া জলযুক্ত মোটকটি পিতৃতীর্থ দ্বারা মাতামহের পিণ্ডের উপর দিবে। অন্য মোটক লইয়া “ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র প্রমাতামহ অমুক দেবশর্শ্বন্ এতন্তে অবনেজনং তুভ্যং স্বধা, এতন্তে প্রত্যবনেজনং” বলিয়া ঐ জলযুক্ত মোটক প্রমাতামহের পিণ্ডের উপর দিবে। পরে শেষ মোটক লইয়া “ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র বৃদ্ধপ্রমাতামহ অমুক দেবশর্শ্বন্ এতন্তে অবনেজনং তুভ্যং স্বধা, এতন্তে প্রত্যবনেজনং” বলিয়া জলযুক্ত মোটক পিতৃতীর্থ দ্বারা বৃদ্ধপ্রমাতামহের পিণ্ডের উপর দিবে। পরে নীচী ত্যাগ করিয়া বদ্ধাজলি হইয়া “ওঁ নমো বঃ পিতরঃ শুশ্রায়া। নমো বঃ পিতরন্তপসে। ২। নমো বঃ পিতরো রসায়। ৩। নমো বঃ পিতরো যজ্ঞবীং। ৪। নমো বঃ পিতরো ঘোরায় মন্তবে। ৫। স্বধায়ে পিতরো নমো বঃ। ৬। মন্ত্রগুলি পিণ্ডের উপর পড়িয়া ছয়টি মোটককে নুতন বা অনুতন শাণা কাপড়ের সহতা জড়াইয়া ঐ মোটকগুলি লইয়া একটি পাত্রে রাখিয়া বামহস্তে ধরিয়া “ওঁ এতদ্বঃ পিতরোবাসঃ” বলিয়া জল প্রোক্ষণ দিয়া উহার একটি বাসযুক্ত মোটক দক্ষিণ হস্তে লইয়া “ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র পিতঃ অমুক দেবশর্শ্বন্ এতন্তে বাসস্তভ্যং স্বধা” বলিয়া পিতার পিণ্ডের উপর দিয়া দ্বিতীয় মোটক লইয়া “ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র পিতামহ অমুক দেবশর্শ্বন্ এতন্তে বাসস্তভ্যং স্বধা” বলিয়া পিতামহ পিণ্ডের উপর দিয়া তৃতীয়টি লইয়া “ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র প্রপিতামহ অমুক দেবশর্শ্বন্ এতন্তে বাসস্তভ্যং স্বধা” বলিয়া প্রপিতামহের পিণ্ডের উপর দিবে। চতুর্থ মোটক লইয়া “ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র মাতামহ অমুক দেবশর্শ্বন্ এতন্তে বাসস্তভ্যং স্বধা” বলিয়া মাতামহের পিণ্ডের উপর ঐ হস্তযুক্ত মোটকটি দিয়া পঞ্চম মোটক লইয়া “ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র প্রমাতামহ অমুক দেবশর্শ্বন্ এতন্তে বাসঃ তুভ্যং স্বধা” বলিয়া প্রমাতামহের পিণ্ডের উপর দিয়া ষষ্ঠ হস্তযুক্ত মোটক লইয়া “ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র বৃদ্ধপ্রমাতামহ অমুক দেবশর্শ্বন্ এতন্তে বাসস্তভ্যং স্বধা” বলিয়া বৃদ্ধপ্রমাতামহের পিণ্ডের উপর দিবে। পরে “ওঁ উরুঃ বহুতীরমৃতং স্মৃতং পরঃ কীলালং পরিষ্কৃতং। স্বধা হু তর্পয়ত মে পিতৃন্” এইমন্ত্র পড়িতে পড়িতে পিতৃতীর্থদ্বারা পিণ্ডগুলিতে জল দিবে। পরে প্রত্যেক পিণ্ডের উপর চন্দন ও পুষ্প অমন্ত্রক দিবে। পরে প্রত্যেক ব্রাহ্মণে এক এক গণ্ডম জল দিয়া কুতাজলি হইয়া প্রত্যেক ব্রাহ্মণের নিকট “ওঁ পিণ্ডং সম্পন্নং” জিজ্ঞাসা করিবে, প্রত্যেক ব্রাহ্মণ “সুসম্পন্নং অস্ত” বলিলে, শ্রাদ্ধকর্তা “পিণ্ড গরায়ঃ গচ্ছ” বলিয়া প্রত্যেক পিণ্ড লইয়া আত্মাণ করিয়া পাত্ৰান্তরে রাখিবে; পরে “ওঁ সুসুপ্রাক্ষিকমন্ত” বলিয়া প্রত্যেক পিণ্ডের স্থানে জল দিয়া “ওঁ শিবাঃ আপঃ সন্ত” বলিয়া দৈব-ব্রাহ্মণের হস্তে বা কুণ্ডব্রাহ্মণে একবার জল দিবে; কিন্তু পিতৃদি ব্রাহ্মণের হস্তে তিনবার জল দিবে। “ওঁ সন্ত” উত্তর বাক্য প্রত্যেক ব্রাহ্মণ বলিবে। পরে “ওঁ সৌমন্ত্রমন্ত” বলিয়া দৈবব্রাহ্মণে একবার ও পিতৃদি ব্রাহ্মণে তিনবার পুষ্প দিবে। প্রত্যেক ব্রাহ্মণ “ওঁ অস্ত” বলিবে। পরে “ওঁ অক্ষতঞ্চারিষ্টঞ্চান্ত” বলিয়া দৈবব্রাহ্মণে একবার ও পিতৃদি ব্রাহ্মণে তিনবার দুর্গা ও আতপ চাউল দিলে, “ওঁ অস্ত” উত্তর প্রত্যেক ব্রাহ্মণ বলিবে। পরে অক্ষযানান। একটি পাত্রে তিল স্নাত ও মধু লইয়া তাহাতে একটু জল দিয়া ছয়টি মোটক তাহাতে রাখিয়া ঐ মোটক এক একটি দক্ষিণ হস্তে লইয়া “ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসং ওঁ অস্ত

অমুকে মাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্ত পিতুঃ অমুক দেবশর্ষণঃ (বর্ষণঃ শুভ্রত বা) অমাবান্তা • বিহিত-পার্বণশ্রাদ্ধেহস্মিন্ দত্তমিদমন্নপানাদিকং অক্ষযাং অস্ত্বে” বলিয়া ঐ তিলাল্য মধুসংযুক্ত মোটকটি পিতৃব্রাহ্মণে দিবে। পরে আর একটি ঐ মোটক দক্ষিণহস্তে লইয়া “ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদেত্যাদি অমুকগোত্রস্ত পিতামহস্ত অমুক দেবশর্ষণঃ অমাবান্তা-বিহিত-পার্বণশ্রাদ্ধেহস্মিন্ দত্তমিদমন্নপানাদিকং অক্ষযাং অস্ত্বে” বলিয়া পিতামহের উদ্দেশে ব্রাহ্মণে দিবে। পরে আর একটি ঐ মোটক লইয়া “ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদেত্যাদি অমুকগোত্রস্ত প্রপিতামহস্ত অমুক দেবশর্ষণঃ অমাবান্তা-বিহিত-পার্বণশ্রাদ্ধেহস্মিন্ দত্তমিদমন্নপানাদিকং অক্ষযাং অস্ত্বে” বলিয়া প্রপিতামহের উদ্দেশে ব্রাহ্মণে দিবে। পরে আর একটি ঐ মোটক লইয়া “ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদেত্যাদি অমুকগোত্রস্ত মাতামহস্য অমুক দেবশর্ষণঃ অমাবান্তা-বিহিত-পার্বণশ্রাদ্ধেহস্মিন্ দত্তমিদ মন্নপানাদিকং অক্ষযাং অস্ত্বে” বলিয়া মাতামহ-ব্রাহ্মণে দিয়া, অন্য মোটক লইয়া “ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদেত্যাদি অমুক গোত্রস্য প্রমাতামহস্ত অমুক দেবশর্ষণঃ অমাবান্তা-বিহিত-পার্বণশ্রাদ্ধেহস্মিন্ দত্তমিদমন্নপানাদিকং অক্ষযাং অস্ত্বে” বলিয়া প্রমাতামহের উদ্দেশে ব্রাহ্মণে দিবে। পরে আর একটি ঐ মোটক দক্ষিণহস্তে লইয়া “ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদেত্যাদি অমুকগোত্রস্ত বৃদ্ধপ্রমাতামহস্ত অমুক দেবশর্ষণঃ অমাবান্তা-বিহিত-পার্বণশ্রাদ্ধেহস্মিন্ দত্তমিদমন্নপানাদিকমক্ষযামস্ত্বে” বলিয়া বৃদ্ধপ্রমাতামহের উদ্দেশে ব্রাহ্মণে দিবে। পরে “সর্গং তেভ্যঃ উপতিষ্ঠতাং” (১) বলিয়া পুনর্বার ব্রাহ্মণে জল দিবে। পরে কৃতান্তালি হইয়া “ওঁ অপোরাঃ পিতরঃ সন্ত্বে” বলিলে, “ওঁ সন্ত্বে” ব্রাহ্মণেরা বলিবে। শ্রাদ্ধকর্তা “গোত্রং নো বর্দ্ধতাং” বলিলে ব্রাহ্মণেরা “ওঁ বর্দ্ধতাম্” বলিবে। পরে আশীর্বাদগ্রহণ (২) শ্রাদ্ধকর্তা “ওঁ আশিষো মে প্রদীয়ন্তাম্” বলিলে ব্রাহ্মণেরা “আশিষ প্রদীয়ন্তাম্” বলিবে। তবে শ্রাদ্ধকর্তা পিতৃব্রাহ্মণের আসনের একটি পুষ্প লইয়া “ওঁ দাতারো নোহভিবর্দ্ধন্তাং বেদাঃ সন্ততিরেব চ। শ্রাদ্ধা চ নো মা বাগমৎ বহুদেয়ঞ্চ নোহস্বিতি ॥ (মহু ৩:২৫৯) ॥ অহঞ্চ নো বহুভবেদ-তিথীংশ্চ লভেমহি। যাচিত্যরশ্চ নঃ সন্ত, মা চ যাতি স্ম কক্ষন ॥ অন্নং প্রবর্দ্ধতাং নিত্যং, দাতা শতং কীবতু। যেভ্যঃ সঙ্কলিতাঃ দিত্যভ্যেবং অক্ষরা ভূপিবরঃ। হতাঃ সত্যঃ আশিষঃ সন্ত, পিতৃবর প্রসাদোহস্ত ॥” পড়িলে ব্রাহ্মণেরা “ওঁ সন্ত্বে” বলিবে। তবে দাবানল শ্রাদ্ধকর্তা “ওঁ স্বদাং বাচরম্যো” প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলে, ব্রাহ্মণেরা “ওঁ বাচয়” বলিবে। তবে পিতৃব্রাহ্মণের অর্ঘ্যেব কুশ লইয়া (গ্রহিণীকৃত করিয়া) জলের সহিত ঐ কুশ “ওঁ পিতৃভ্যঃ স্বদোচ্যতাং” বলিয়া পিতার পিণ্ডস্থানে দিলে ব্রাহ্মণ “ওঁ অস্ত্বে স্বদা” বলিলে পিতামহের অর্ঘ্যের পবিত্র লইয়া “ওঁ পিতামহেভ্যঃ স্বদোচ্যতাম্” বলিয়া পিতামহের পিণ্ডস্থানে ঐ পবিত্র দিলে, ব্রাহ্মণ “ওঁ অস্ত্বে স্বদা” বলিলে প্রপিতামহের অর্ঘ্যের পবিত্র লইয়া “ওঁ প্রপিতামহেভ্যঃ স্বদোচ্যতাম্” বলিয়া প্রপিতামহের পিণ্ডস্থানে দিলে, ব্রাহ্মণ “ওঁ অস্ত্বে স্বদা” বলিবে। পরে “ওঁ মাতামহেভ্যঃ স্বদোচ্যতাম্” বলিয়া মাতামহের অর্ঘ্যের পবিত্র লইয়া মাতামহের পিণ্ডস্থানে দিলে “ওঁ অস্ত্বে স্বদা” ব্রাহ্মণ বলিলে, “ওঁ প্রমাতামহেভ্যঃ স্বদোচ্যতাম্” বলিয়া প্রমাতামহের অর্ঘ্যের পবিত্র প্রমাতামহের পিণ্ডস্থানে দিলে, “ওঁ অস্ত্বে স্বদা” ব্রাহ্মণ বলিলে, “ওঁ বৃদ্ধপ্রমাতামহেভ্যঃ স্বদোচ্যতাম্” বলিয়া বৃদ্ধপ্রমাতামহের অর্ঘ্যের কুশ লইয়া বৃদ্ধপ্রমাতামহের পিণ্ডস্থানে দিলে, “ওঁ অস্ত্বে স্বদা” ব্রাহ্মণ বলিবে। পরে “ওঁ উর্জং বহুদীর্ঘমৃতং ইত্যাদি” পূর্বোক্ত মন্ত্র পড়িয়া পিণ্ডস্থানে জল দিবে। পরে শ্রাদ্ধকর্তা মুজীকৃত গাত্র খুন্দিয়া উঠার জল মন্তকে দিবে। তবে পিতৃপক্ষের দক্ষিণাস্ত করিবে। রজতথণ্ড বামহস্তে ধরিয়া দক্ষিণহস্তে কোণার জলে কুশ বরিয়া “নতস্মৈ রজতথণ্ডায় নমঃ” বলিয়া জপ শ্লোক দিয়া “এতে, গন্ধপুষ্পে এতৎ অধিপত্যে ত্রিবিধাবে নমঃ” বলিয়া একটি সন্মলন পুষ্প বিসর্জন উদ্দেশে দিয়া দক্ষিণহস্তে কোণার জলে

* পূর্ব উল্লিখিতরূপে যে কার্যে বিহিত সেই কার্যের নান উল্লেখ করিবে।

(১) সামবেদী কার্যে এই মন্ত্রটি নাই।

(২) আশীর্বাদ গ্রহণ সামবেদী কার্যে নাই।

কুশ ধরিয়া “ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অগ্ন অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক গোত্রাণাং পিতৃ-পিতামহ-প্রপিতামহানাং অমুকামুকামুক দেবশর্ষণাং [বা দেববর্ষণাম্ বা শুশ্রূনাং] কৃতৈতদ্ অমাবস্তা-বিহিত-পার্কণশ্রাদ্ধকর্ষণঃ • প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং রজতং যথাসম্ভব-গোত্র-নায়ে ব্রাহ্মণায় অহং দদে” বলিয়া কুশবারি প্রোক্ষণ করিয়া “অনয়া দক্ষিণয়া শ্রাদ্ধমিদং সদক্ষিণমস্ত” বলিয়া পুনর্বার কুশের জল দিয়া “রজতং রজতং রজতং” তিনবার বলিবে। পরে মাতামহপক্ষে দক্ষিণা। পূর্ববৎ দক্ষিণা লইয়া অচ্চনাদি করিয়া “ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্যোতাদি অমুক গোত্রাণাং মাতামহ-প্রমাতামহ-বৃদ্ধপ্রমাতামহাণাং অমুকামুকামুক দেবশর্ষণাং কৃতৈতদ্ অমাবস্তা-বিহিত-পার্কণশ্রাদ্ধকর্ষণঃ সাদ্তার্থঃ দক্ষিণামিদং রজতং (রজতমূল্যং বা) যথাসম্ভব-গোত্র-নায়ে ব্রাহ্মণায় অহং দদে” বলিয়া কুশের জল দিয়া “অনয়া দক্ষিণয়া শ্রাদ্ধমিদং সদক্ষিণমস্ত” বলিয়া পুনর্বার কুশের জল দিয়া “রজতং রজতং রজতং” তিনবার বলিবে। পরে দৈবপক্ষে দক্ষিণাস্ত। কাঞ্চন বা কাঞ্চন মূল্য। একত উত্তরীয় হইয়া উত্তরাভিমুখে বসিয়া দক্ষিণোদ্রব্য কাঞ্চন বা কাঞ্চনমূল্য বাম হস্তে ধরিয়া দক্ষিণ হস্তে কোণার জলে কুশ ধরিয়া “এতৈশ্চ কাঞ্চনায় বা কাঞ্চনমূল্যায় নমঃ” বলিয়া কুশের জল দিয়া “এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ” বলিয়া একটি সচন্দন পুষ্প বিষ্ণুর উদ্দেশে দিয়া, দক্ষিণ হস্তে কোণার জলে কুশ ধরিয়া “ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অগ্ন অমুক-মাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রাণাং পিতৃ পিতামহ-প্রপিতামহানাং অমুকামুকামুক দেবশর্ষণাং (বা বর্ষণাং বা শুশ্রূনাং) অমুক-গোত্রাণাং মাতামহ-প্রমাতামহ-বৃদ্ধপ্রমাতামহানাং অমুকামুকামুক দেবশর্ষণাং (বা দেববর্ষণাং) অমাবস্তা-বিহিত-পার্কণশ্রাদ্ধে + পুরোরবোমাদবসোবিশেষাং দেবানাং কৃতৈতৎপার্কণশ্রাদ্ধকর্ষণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং (বা কাঞ্চনমূল্যং) যথানা-ম-গোত্রায় ব্রাহ্মণায় অহং দদে” বলিয়া কুশের জল দিয়া “অনয়া দক্ষিণয়া শ্রাদ্ধমিদং সদক্ষিণমস্ত” বলিয়া পুনর্বার কুশের জল দিয়া “ওঁ কাঞ্চনং কাঞ্চনং কাঞ্চনং” তিনবার বলিবে। পরে “ওঁ বিখেদেবা প্রীয়স্তাং” বলিয়া ব্রাহ্মণে এক গম্ভূষ জল দিয়া দৈবাদিক্রমে তিনবার “ওঁ দেবগাভাঃ পিতৃভাশ্চ, মহাযোগাভাঃ এব চ। নমঃ স্বর্গায়ৈ স্বাহায়ৈ, নিত্যমেব ভবন্ত” পড়িবে। পরে ব্রাহ্মাঃ বিসর্জনঃ :- “ও বাজে বাজে হবত বাজিনো নো ধেনুযু বিপ্রা অমৃত্যু ঋতজ্ঞাঃ। অগ্ন মধবঃ পিবত মাদয়ধ্বং তৃপ্তাঃ মাং পশ্বেদি দৈবযানৈঃ” ॥ এই মন্ত্রে কুশমূলদ্বারা অগ্নে পিতৃপক্ষের ব্রাহ্মণ ও মাতামহপক্ষের ব্রাহ্মণ বিসর্জন করিয়া পশ্চাৎ কুশাভ্যেব দাবা দেবপক্ষের ব্রাহ্মণ বিসর্জন করিবে। পরে “ও অভিরমাতাং ক্ষমন্ত” বলিয়া ব্রাহ্মণদের আসন একটু নাড়িয়া দিয়া “ও আ মাং বাজন্ত প্রসবো জগম্যাদেধে জ্বাপূথিবী বিশ্বরূপে। আ মা গন্ত পিতরা মাতরা চা মা দোমো অমৃতজেন গম্যাৎ ॥” বলিয়া ব্রাহ্মণদের জল ও গুপ্প দিয়া প্রথম পিতৃব্রাহ্মণাদি পশ্চাৎ দৈবব্রাহ্মণকে প্রণাম করিবে। পরে “ওঁ দেবগাভাঃ পিতৃভাশ্চ ইত্যাদি” তিনবার পাড়বে। পরে “উবতাহং কৃতার্গি কৃতঃ” বলিলে “কৃতার্থো ভব” ব্রাহ্মণেরা বলিবে। পরে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের অচ্চনা করিয়া তাঁহাকে প্রণম্য পিতৃপাত্রের পশ্চাৎ দৈবপাত্রের দিবে। উপযুক্ত ব্রাহ্মণ না পাইলে মনে মনে পাত্রের উদ্দেশে ভূমিতে কুশজল দিবে। পরে “যেহাং শ্রাদ্ধং কৃতং তেহাং অক্ষয়ানৈঃ তৃপ্তয়ে পাভীয়ানং গজান্তসি সমর্পয়ামি বা জলে সমর্পয়ামি” বলিয়া কিঞ্চিৎ পাত্রের লইয়া জলে নিক্ষেপ করিয়া “পিণ্ডমপি সমর্পয়ামি” বলিয়া পিণ্ডেরও কিঞ্চিৎ জলে দিবে। পিণ্ড গো, অজ, বিপ্রকে বা অগ্নিতে কিংবা জলে দিবে। পরে অচ্ছিন্নাবধারণ। দক্ষিণ হস্ত কোণার জলে রাখিয়া “ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অগ্ন অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রাণাং পিতৃ-পিতামহ-প্রপিতামহানাং অমুকামুকামুক দেবশর্ষণাং (বা দেববর্ষণাং) অমুকগোত্রাণাং মাতামহ-প্রমাতামহ-বৃদ্ধপ্রমাতামহানাং অমুকামুকামুক দেবশর্ষণাং পুরোরবোমাদবসোবিশেষাং দেবানাং কৃতৈতৎ অমাবস্তা-বিহিতঃ পার্কণশ্রাদ্ধ কর্মাচ্ছিন্নমস্ত” বলিবে।

* নবগ্রহশ্রাদ্ধে নবগ্রহগননিমিত্তক পার্কণবিধিকশ্রাদ্ধকর্ষণঃ” বলিতে হইবে। এইরূপ “অপরগন নিমিত্তক পার্কণবিধিক শ্রাদ্ধকর্ষণঃ। তীর্থগননিমিত্তক পার্কণবিধিক শ্রাদ্ধকর্ষণঃ বা অন্তকনিমিত্তক পার্কণবিধিক শ্রাদ্ধকর্ষণঃ” ইত্যাদি নিমিত্ত ভেদ উল্লেখ করিতে হইবে।

+ নবগ্রহশ্রাদ্ধে “নবগ্রহগননিমিত্তক পার্কণশ্রাদ্ধ” বলিবে। এবং “তীর্থগননাং নিমিত্তক পার্কণশ্রাদ্ধ” ইত্যাদি বলিবে।

ঃ যে কার্যে বিহিত সেই নাম উল্লেখ করিবে।

“ওঁ অস্ত” উক্তর ব্রাহ্মণের বলিবে। পুনর্বার জলে হাত দিয়া “ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অগ্নি অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিষৌ অমুকগোত্রী অমুকদেবশর্মা (বা অমুকবর্মা বা গুপ্তঃ) মংকুতেহস্মিন্ পার্বণশ্রাদ্ধকর্ম্মণি যদৈশ্বৰ্য্যং জাতং তদ্যোষ প্রশমনায় ওঁ বিষ্ণুশ্রবণমহং করিষ্যে” বলিয়া “ওঁ বিষ্ণুঃ” এই মন্ত্র আটবার জপ করিবে। পরে এক গণ্ডূষ জল দক্ষিণ হস্তে লইয়া “ওঁ প্রীত্যাং পুণ্ডরীকাক্ষ, সর্ব্বযজ্ঞেযোরো হরিঃ। তস্মিন্শ্রুষ্ঠে জগত্তুষ্ঠে, প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ॥” বলিয়া ভূমিতে জল গণ্ডূষ ত্যাগ করিয়া। “ওঁ মন্ত্রতত্ত্বতশ্চিদ্রং দেশকালার্হবস্ততঃ। সর্ব্বং করোতু নিশ্চিদ্রং নামসঙ্কীৰ্ত্তনং হরেঃ॥” বলিয়া “ওঁ হরয়ে নমঃ” বলিবে; পরে দুই করতলে দীপ আচ্ছাদন করিয়া স্মরণার্থম করিবে। ইতি পার্বণশ্রাদ্ধ ॥

যাত্রা যুদ্ধং নদীপারং, পুনঃ জ্ঞানঞ্চ মৈথুনম্।

দ্যুতক্রৌড়াং রতিং ভ্রায়ং, শ্রাদ্ধকৃতদষ্ট বর্জয়েৎ ॥ ব্যাস ॥

অর্থাৎ শ্রাদ্ধ করিয়া যাত্রা, যুদ্ধ, নদীপার, পুনর্বার জ্ঞান, মৈথুন, দ্যুতক্রৌড়া, রতি ও ভ্রায় এই আটটি কর্ম্ম ঐ দিন করিবে না।

ইতি শ্রাদ্ধপদ্ধতি সমাপ্ত।

294.S/SAR/B



21194

